ইতিকথা।

ইতিকথা।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল

প্রণীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৭৬ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট্,
মেট্‌কাফ্ প্রেসে
মুখার্জি এণ্ড চ্যাটার্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।



সোদর-প্রতিম

শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর

করকমলে

ইতিকথা

সমর্পিত হইল।

ভূমিকা।

ইতিকথা প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ইতিহাসালোচনার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, এবং সেই স্রোত নানাদিকেও ছুটিয়াছে। স্রোত নানাদিকে ছুটিলে যদিও কিছু মলিন হওয়ার সম্ভাবনা বটে, তথাপি প্রথম অবস্থায় তাহা ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইলে অনেক ভূমিকে উর্ব্বর করিয়া তুলিতে পারে। অবশেষে একটীমাত্র বিশাল নির্ম্মল ধারা বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইবে এরূপ আশা করা যায়। আমরা এক্ষণে সেই স্রোতের ভিন্ন ভিন্ন গতি লক্ষ্য করিয়া ইতিকথার অবতারণা করিলাম। কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবাদ অবলম্বন করিয়া যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কথা উপাসনা ও ঐতিহাসিক চিত্রে লিখিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদিগের ইতিকথা নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল। কথাগুলিকে সুললিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না, কারণ আমাদের ন্যায় কঠোর ঐতিহাসিকের তুলিকায় কল্পনাদেবী তাদৃশ কোমলতা বর্ষণ করিতে সম্মতা নহেন। কালিদাসের পুরুরবা 'বেদাভ্যাসজড়' ব্রহ্মাকে উর্ব্বশীর স্রষ্টা বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। সেইরূপ সুললিত কথা কঠোর ঐতিহাসিকের লেখনী হইতে বিনির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে। কেবল সাধারণের মধ্যে যে কোন ভাবে ইতিহাসের আলোচনা হয় তাহাই মঙ্গলকর মনে করিয়া আমরা ইহার অবতারণা করিয়াছি। সাধারণে ইহার লালিত্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বের রসাস্বাদ করিলে আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

গ্রন্থকার।

ভাদ্র, ১৩১৫।

সূচীপত্র।



ইতিকথা।

কল্যাণেশ্বরী

১

বর্ষার অবিরাম প্লাবনে বরাকর নদের শুষ্ক হৃদয়ে প্রবল তুফান উঠিয়াছে। কলকল নিনাদে বরাকর উদ্দামগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিকটে কল্যাণকূট পর্ব্বতমালা বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণে পরিস্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নানাবিধ বৃক্ষলতা নব নব পত্র-কিশলয়ে শোভিত হইয়া পর্ব্বতশ্রেণীকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। একটি গিরি-নির্ঝরিণী কল্যাণকূটের পাদমূল বিধৌত করিয়া কুলু কুলু রবে বরাকরে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছিল। উপল-খণ্ডে আছড়াইয়া আছড়াইয়া সে আপনার মধুর ধ্বনিকে আরও মধুর করিয়া তুলিতেছিল। নির্ঝরিণীর দুই পার্শ্বে শ্যামল বৃক্ষলতা তাহার গৈরিক বর্ণের মিলনে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া-

ছিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে সে সময়ে এমন এক মনোমোহিনী শোভার বিকাশ হইয়াছিল যে, তাহাকে দেবভূমি বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেই গিরিনিঝরিণীর তীরে একটি প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষ আপনার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বর্ষার বাতাস লাগিয়া তাহার পত্র গুলি শন শন শব্দ করিতেছিল। সেই শব্দের সহিত নির্ঝরিণার কুলুকুলু শব্দ মিশিয়া এক মধুর-সঙ্গীত-তরঙ্গে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। সেই সঙ্গীত-তরঙ্গে আপনার কণ্ঠ মিলাইয়া এক জন সন্ন্যাসী বৃক্ষতল হইতে গাহিয়া উঠিলেন,——

"শ্মশান ভালবাস বলে শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানরঙ্গিণী শ্যামা থাকবি বলে নিরবধি।
আর কিছু মা নাইক চিতে, জ্বল্‌ছে চিতে দিনে রেতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি তুই নাচিস্ যদি।
পঞ্চানন মহাকালে, রেখে রাঙ্গা চরণতলে,
আয় মা নেচে তালে তালে হেরব আমি নয়ন মুদি।"

সন্ন্যাসীর আবেগময় গীতধ্বনি পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া নির্ঝরিণীহৃদয়ে আসিয়া পড়িল। নির্ঝরিণী তাহাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া কুলুকুলু রবে বহিতে লাগিল।

গীত সামাপ্ত হইলে সন্ন্যাসী চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কে একজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে রোহিণী ? কতক্ষণ এসেছ ?"

"এইমাত্র আস্‌ছি "

"এমন অসময়ে আসিলে যে ?"

"আপনার আবেগময় সঙ্গীত আমাকে টানিয়া আনিল। আর অসময়ই বা কি ? আপনার চরণতলে বসিবার এই ত প্রকৃত সময়।"

"অসময় বৈকি, চারি দিকে মেঘ নামিয়াছে, বৃষ্টিতে পাহাড়, নদী সব ভাসিয়া যাইতেছে, এসময়ে ঘরের বাহির হইলে কেন ?"

"কেন হইলাম তাহা ত আগেই বলেছি। ঘরে থাকিতে পারিলাম কৈ ?"

"তা বেশ, যদি আসিয়াছ তবে বস।"

রোহিণী সন্ন্যাসীর নিকট বসিয়া বৃষ্টিসিক্ত তাঁহার অৰ্দ্ধনির্ব্বাপিত ধূনিটী জ্বালিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

রোহিণী নাম শুনিয়া পাঠকগণের তাঁহাকে রমণী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বাস্তবিক রোহিণী রমণী নন, পুরুষ। তাঁহার নামের সহিত একটি চন্দ্র কি কুমার থাকিতে পারে, কিন্তু রোহিণী চিরদিনই রোহিণী দেঘরিয়া বলিয়াই প্রসিদ্ধ। রোহিণী এই স্থানের নিকট শোভনপুর নামক গ্রামে অবস্থিতি করেন ও ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। সন্ন্যাসীর কল্যাণকূটে আসা অবধি রোহিণী তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। সন্ন্যাসীও রোহিণীর প্রতি স্নেহবর্ষণ করিতে-ছিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—

'রোহিণী আজ চারিদিক কেমন লাগিতেছে ?"

"অতি সুন্দর বলিয়াই বোধ হইতেছে। পাহাড়, নদী, গাছ, পালা সব যেন নূতন লাগিতেছে।"

"নূতন বর্ষায় এই শুষ্ক ভূমিতেও আনন্দের স্রোত বহিতেছে।"

"বাস্তবিক পূর্ব্বে যাহা মরুভূমি—শ্মশান ভূমি ছিল, তাহা এখন যেন আনন্দকানন হইয়া উঠিয়াছে।"

"বালক, মহাশ্মশানই ত আনন্দকানন।"

"তা বাবা কেমন করিয়া বুঝিব ? শ্মশানে সব দগ্ধ, আর আনন্দকাননে সবই জীবিত। শ্মশান আনন্দকানন এক, কেমন করিয়া বুঝিব ?"

"তবে এই যে বলিলে যাহা পূর্ব্বে শ্মশান ছিল, এখন তাহা আনন্দকানন হইয়াছে।"

"এক সময়ে একই স্থান শ্মশান ও আনন্দকানন ত হয় না।"

"বালক যাহা এক, তাহার আবার এখন আর তখন কি ? তবে তোমার আমার পক্ষে এখন তখন বোধ হয় বটে। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কখনও প্রকাশ পায় না। বৃক্ষে ফুল না থাকিলে, তাহা কখনও বৃক্ষে ফুটিত না।"

"বুঝিলাম, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন বলিতে হইবে ত ?"

"যদি তাহা বলিতে চাও, বলিতে পার, কিন্তু তাহাও তোমার আমার পক্ষে। একের পরিবর্ত্তন নাই। থাক, এখন ওসব কথা থাক। সত্য সত্য তুমি অসময়ে আসিলে কেন ?"

"কেন আসিলাম বলিতে পারি না। গ্রাম হইতে বহু পূর্ব্বে বাহির

হইয়াছিলাম, বর্ষা দেখিয়া ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার গান শুনিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।"

"শ্মশানের গান কি তোমার এত ভাল লাগিল।"

"ভাল না লাগিলে আসিব কেন? কিন্তু বাবা, এমন নবীন শোভায় শ্মশানের গান কেন?"

সন্ন্যাসী এবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; পরে বলিতে লাগিলেন,—

"এইমাত্র তোমাকে কি বুঝাইলাম। যাহা মহাশ্মশান তাহাই ত আনন্দকানন। কাজেই যাহা আনন্দকানন তাহা শ্মশান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যাহা আনন্দকানন, তাহার মধ্যে শ্মশান আছে। আবার যাহা শ্মশান তাহার মধ্যে আনন্দকানন রহিয়াছে।"

কিন্তু আপনার গানের তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিলাম না"।

"বুঝ নাই? আচ্ছা, সংক্ষেপে বুঝাইতেছি। মা শ্মশান ভাল বাসে ব'লে আমার হৃদয়কে শ্মশান করেছি। মাকে সেই শ্মশানে থাকিবার জন্য ডাকিতেছি, কেননা এ হৃদয় আনন্দকানন হউক। যেমন নববর্ষাসমাগমে এই শ্মশানভূমি আনন্দকানন হইয়াছে, তেমনি মায়ের করুণাসংস্পর্শে আমারও হৃদয়-শ্মশানও আনন্দকানন হউক। এখন বল দেখি, নূতন শোভা দেখিলে শ্মশানের গান মনে আসে কিনা।"

"এতক্ষণে বুঝিলাম।"

"এখনও বুঝ নাই; আরও অনেক কথা আছে, বলিতেছি শুন। যে মা বিশ্বব্যাপিনী, তাঁহার একাংশ আমাদের এই

জন্মভূমি। তিনিও শ্যামা, শস্যশ্যামলা, সেই জন্য শ্যামা, একথা বলিয়াছি।"

"হাঁ, একথাও পূর্ব্বে শুনিয়াছি।"

"তাঁহারও শেষ শ্মশানে।"

"একথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না, আমাদের বঙ্গভূমি কি শ্মশান হইবে ?"

"হইবে কি ? হইতেছে।"

"এমন শস্যশ্যামলা ভূমি শ্মশান হইবে কেন ?"

"শ্যামা হইলেই শ্মশানে থাকিতে হইবে।"

"ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন।"

"আমাদের শ্যামা জন্মদার যে অবস্থা ছিল, দিন দিন তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে, বুঝিতে পারিতেছ ? মানুষ সব শব হইতেছে তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ?"

"কেন, মহারাজ বল্লালসেনদেব ত আবার মনুষ্যত্বের স্রোত বহাইয়াছেন।"

"সে কয় দিনের জন্য ? তাঁহারই শেষ দশায় তাহার স্রোত মন্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্রই তাহা রুদ্ধ হইয়া বঙ্গভূমিকে শ্মশান করিবে।"

"আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মুসল্‌মানেরা আমাদের দেশে আসিয়াছে শুনিয়াছ ?"

"তাহারা পশ্চিমে আসিয়াছে বটে।"

"শীঘ্রই এখানে আসিবে, সমস্ত ভারতই এখন শবে পূর্ণ,

মানুষ কোথায়ও নাই। বল্লালসেনের সহস্র চেষ্টা সে পঙ্গপালকে নিবারিত করিতে পারিবে না। বাঙ্গালার শস্য তাহারা পেট ভরিয়া খাইবেই খাইবে।"

"এ সকল কথা আপনিই বুঝিতে পারেন ও বলিতে পারেন, আমাদের মাথায় কিছুই প্রবেশ করে না।"

"তা সত্য; ও সকল কথা এখন ছাড়িয়া দেও। যে কথা তোমাকে বলিব মনে করেছি, এখনও তাহা বলা হয় নাই।"

"কি কথা, আজ্ঞা করুন।"

"আমি ভালরূপে জানিয়াছি, মা সেনবংশকে শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইবেন।"

"কোন্ মা ছাড়িবেন বুঝিতে পারিলাম না"

"যিনি মা তিনিই ছাড়িবেন, কাজেই বঙ্গমাতাও ছাড়িবেন।"

"কেমন করিয়া জানিলেন ?"

"তাহা শুনিয়া কাজ নাই, তবে শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"

"কি করিয়া জানিব ?"

"সেনবংশের কুলদেবতা কোথায় আছেন জান ?"

"জানি, মা শ্যামরূপা সেনপাহাড়ীতে আছেন।"

"শ্যামরূপা কি জান, শস্যশ্যামলার অধিষ্ঠাত্রী ও অন্তর্মূর্ত্তি, আর বহির্মূর্ত্তি আমাদের শ্যামা জন্মদা।"

"এ সব তত্ত্ব কেমন করিয়া বুঝিব ?"

"আচ্ছা ও কথা থাক্, মা শ্যামরূপা শীঘ্রই সেনপাহাড়ী পরিত্যাগ করিবেন।"

"পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন ?"

"এইখানেই আসিবেন।"

রোহিণী চমকিত হইয়া কহিলেন,—

"এইখানেই আসিবেন ?"

"হাঁ, এইখানেই। যেখানে তুমি ও আমি বসিয়া আছি, মা সেইখানেই আসিবেন। রাজা কল্যাণশেখর এই কল্যাণকূটেই মাকে স্থাপন করিবেন, তাই মা হইবেন কল্যাণেশ্বরী, আর রোহিণী তুমিই তাঁহার পূজায় নিযুক্ত হইবে। মা এখানে আসিবেন বলিয়া এই শিখরভূমিতে মুসল্‌মান আসিতে পারিবে না, তবে সুদূর ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। অধিক কথা আর এখন কিছু বলিব না। যাও তুমি গৃহে যাও, আমিও আজ এস্থান হইতে চলিলাম। মাকে লইয়া আবার আসিব।"

এই কথা গুলি বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। রোহিণী চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

২

অজয় নদের তীরে একটি বিশাল দুর্গ পরিখাবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। দুর্গের চারিপাশে বিল্ব, বংশ, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের বন তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। পরিখার উপর মৃন্ময় প্রাচীর, এই মৃন্ময় প্রাচীর কাঠিন্যে প্রস্তরের প্রাচীরকেও পরাজয় করিতে সমর্থ। দুর্গমধ্যস্থ গৃহাদি দেখিয়া তাহাদিগকে সুদৃঢ় প্রাসাদ বলিয়াই বোধ হয়। প্রাসাদটি প্রস্তর-

প্রাচীরে সুরক্ষিত। মহারাজ বল্লালসেনদেব অজয়ের তীরে এই প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে অবস্থিত রাখিয়াছিলেন। গৌড় তাঁহার রাজধানী ছিল, কিন্তু নবদ্বীপ, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাদিগকেও এক একটি রাজধানীতে পরিণত করিয়াছিলেন। অজয়ের তীরে সেইরূপ রাজধানী স্থাপিত না হইলেও, পরিখাবেষ্টিত একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, এবং বল্লালসেনদেব তথায় মধ্যে মধ্যে অবস্থিতি করিতেন।

দুর্গমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড় সেনবংশের নামানুসারে সেনপাহাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়,এবং সমস্ত দুর্গ ঐ নামে অভিহিত হইতে থাকে। সেনপাহাড়ীর উপরিস্থ মন্দিরচূড়ায় সুবর্ণ-পতাকা সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। এই মন্দির মধ্যে সেনবংশের কুলদেবতা শ্যামরূপা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। বল্লালসেনদেব মায়ের পূজার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তথায় আগমন করিতেন এবং সেনবংশের কল্যাণের জন্য মায়ের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িতেন। যুবরাজ লক্ষ্মণসেনদেবও অনেক সময়ে মায়ের পাদমূলে আসিয়া বসিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা মায়ের পূজায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, বল্লালসেনের কন্যা সাধনা। অনেক সাধনার পর কন্যা প্রসূত হয় বলিয়া বল্লালসেন আদর করিয়া তাঁহার নাম সাধনা রাখিয়াছিলেন। সেনপাহাড়ীতে সাধনার জন্ম হয়, বল্লালের দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে সাধনা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা লক্ষ্মণকে প্রসব করিয়াই এজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন।

সাধনা মাতাকে লইয়া প্রায় সেনপাহাড়ীতে আগমন করিতেন, এবং শ্যামরূপার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনার বালিকাহৃদয়ে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার উৎস উঠাইতেন।

কয়েকদিন হইল, সাধনা মাতাকে লইয়া শ্যামরূপার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য সেনপাহাড়ীতে আসিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে পুষ্পমালা রচনা করিয়া মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি পূরিয়া দিতেছিলেন। সাধনা বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন, বল্লালসেনদেব চারিদিকে তাঁহার জন্য একটি সুপাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। একদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাধনা আলুলায়িতকুন্তলে চেলবস্ত্র পরিধান করিয়া মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী ও তাঁহার সহিত চেলবস্ত্র-পরিহিত একটি সুন্দর যুবক শ্যামরূপার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। যদিও শ্যামরূপার মন্দির সেনপাহাড়ীর দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে অবস্থিত ছিল, তথাপি প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে সাধারণের গমন নিষিদ্ধ ছিল না। প্রাসাদ হইতে মন্দিরে আসিবার স্বতন্ত্র পথ ছিল। সাধনা সেই পথ দিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং তিনি কুমারী হওয়ায় অনেক সময়ে অবাধেই মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সন্ন্যাসী ও যুবক সাষ্টাঙ্গে শ্যামরূপাকে প্রণাম করিলেন। পরে সন্ন্যাসী সাধনার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"মা, আবার তোর সেই পাগ্‌লা ছেলে এসেছে। আমার কথা মনে আছে ত ?"

সন্ন্যাসীর সহিত পূর্ব্বে পরিচয় থাকিলেও তাঁহার সহিত একটি

অপরিচিত যুবককে দেখিয়া সাধনার মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি অস্ফুটস্বরে উত্তর করিলেন,—

"আছে।"

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন,

"ছেলের কথা কি মা ভুল্‌তে পারে? মহারাজকে ও মহারাণীকে সর্ব্বদা বলিও আমি শ্যামরূপাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আর শ্যামরূপাও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না। সাধনার পুষ্পাঞ্জলি না পাইলে তাঁহারও তৃপ্তি হইবে না।"

সাধনার ইচ্ছা ছিল সন্ন্যাসীর সহিত একটু কথোপকথন করেন, কিন্তু সেই অপরিচিত যুবকটি দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে কি এক তরঙ্গ উঠিতেছিল, ও লজ্জা যেন তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিতে-ছিল। সাধনা, শ্যামরূপাকে ও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—

"মা পাগ্‌লা ছেলের কথা যেন মনে থাকে।"

তাহার পর সন্ন্যাসী ও সেই যুবকটি কিছুক্ষণ মায়ের মন্দিরে থাকিয়া আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দুর্গের বাহিরে আসিয়া উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটু নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসী যুবকটিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ কল্যাণশেখর, কেমন মাতা শ্যামরূপার দর্শনলাভ হইল ত?"

"হাঁ বাবা, এমন মূর্ত্তি ত কোথাও দেখি নাই।"

"তা সত্য, ইনিই বঙ্গভূমির রাজরাজেশ্বরী। যেখানে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িবে, মা সেই খানেই থাকিবেন। এতদিন স্বাধীন সেনবংশকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে শিখর-ভূমি আলোকিত করিবার জন্য মা ব্যগ্র হইয়াছেন।"

"মার সেনবংশের প্রতি বিমুখ হইবার কারণ কি ?"

"সে কথা ত পূর্ব্বেই মহারাজকে বলিয়াছি। বল্লালসেন বাহুবলে অনেক দেশ জয় করিয়া বাঙ্গলায় স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণসেন তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

"আপনি কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিলেন ?"

"অনেক পরীক্ষায় মহাপুরুষগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

"কেন লক্ষ্মণসেনকে ত বীরপুরুষ বলিয়াই বোধ হয়।"

"সত্য বটে, লক্ষ্মণসেন কাপুরুষ নহেন এবং তিনিও পিতার পথানুসরণ করিবেন, কিন্তু মুসল্‌মানের কৌশল ও পরাক্রমে তাঁহাকে পশ্চিম বঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

"তাহা হইলে তাহারা ত শিখরভূমিতেও প্রবেশ করিবে।"

"না, তাহারা তাহা করিবে না। তবে সুদূর ভবিষ্যতে কি হইবে, বলিতে পারি না। শিখরভূমিতে বহুকাল ব্যাপিয়া স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িবে। তাই মা কল্যাণকূটে আসিয়া মহারাজ কল্যাণশেখরের প্রতিষ্ঠিত হইয়া কল্যাণেশ্বরী হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।"

"মায়ের ইচ্ছা হইলে অবশ্যই তাহা হইবে। কিন্তু মহারাজ বল্লালসেনদেব কি মাকে আনিতে দিবেন ?"

"সে ভার আমার উপর রহিল। আমি আপনাকে যাহা বলি, তাহাই করিতে হইবে। আপনি বল্লালের কন্যা সাধনাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন ত ? সাধনার দ্বারাই সিদ্ধি হইবে।"

"আপনার আদেশ প্রতিপালনে অনিচ্ছা নাই।"

"আচ্ছা, আপনি শিখরভূমি যাত্রা করুন, আমি অদ্যই একবার গৌড়ের দিকে যাইব, বল্লালসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কল্যাণ-শেখরও আপনার গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আমরা এইখানে ইঁহাদের একটু পরিচয় দিয়া রাখিব।

রাজা কল্যাণশেখর শিখরভূমি বা পঞ্চকূটের অধীশ্বর। পঞ্চ-কূট পর্ব্বতের নামানুসারে রাজ্যেরও সেই নাম হইয়াছে। পঞ্চকূট মানভূম প্রদেশে অবস্থিত। এই পঞ্চকূট বা শিখরভূমির কল্যাণ-কূটেই সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। বাঙ্গালার একটি নিভৃত পল্লীতে সন্ন্যাসীর পূর্ব্বনিবাস ছিল। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া সন্ন্যাসী সংসার পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেন। পরে এক মহা-পুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিলেও সন্ন্যাসী জন্মভূমি বাঙ্গালার কল্যাণের জন্য

সর্ব্বদা ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। মুসল্‌মানদিগের আগমনেও তাহাদের বঙ্গদেশ আক্রমণের সম্ভাবনায় সন্ন্যাসী শিখরভূমির রাজাকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে স্বাধীন থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সেনবংশের দেবতা শ্যামরূপা যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সেখানে মুসল্‌মান প্রবেশ করিবে না এবং তাঁহার এরূপ বিশ্বাসও ছিল যে, শ্যামরূপা সেনবংশের নিকট হইতে স্থানান্তরে যাইবেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাসী শ্যামরূপাকে কল্যাণকূটে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়, সেনপাহাড়ী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান ও অনেক তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিতেন। সেনপাহাড়ীতে অনেক বার যাতায়াতে তিনি সাধনাকে দেখিতে পাইতেন, এবং তাঁহার নিকট আপনাকে তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। গৌড়ের রাজপ্রাসাদও তাঁহার নিকট অবারিতদ্বার ছিল।

সাধনা প্রাসাদে গিয়া মাতাকে সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন এবং তাঁহার সহিত যে একটি সুন্দর যুবক আসিয়াছিলেন,তাঁহারও কথা বলিতে ভুলিলেন না। যুবকের পরিচয়কালে তাঁহার মুখের যে ভাবান্তর হইতেছিল, মহারাণী তাহা সুস্পষ্টরূপেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। কন্যার নিকট যুবকের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অবিলম্বে তিনি ও সাধনা জানিতে পারিলেন যে, যুবক শিখরভূমির অধিপতি মহারাজ কল্যাণশেখর। রাণী সেনপাহাড়ী হইতে অবিলম্বে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৩

রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ, মিথিলার রাজধানী গৌড় অসংখ্য সুরম্য সৌধে ভূষিত হইয়া অমরাবতীর শোভাকেও পরাজিত করিয়াছিল। মর্ত্ত্য-মন্দাকিনীর সুপবিত্র সলিলধারা তাহাকে প্রক্ষালিত করিয়া আরও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছিল। ঘাটে ঘাটে প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি জাহ্নবীবক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া দিগন্ত-ক্রোড়ে মিশিয়া যাইত। পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও মন্দিরের কাঁসররব সমস্ত নগরকে কম্পিত করিয়া তুলিত। নাগরিক ও সৈন্যগণের কোলাহলেরও বিরাম ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া মহারাজ বল্লালসেনদেব ভারতের সমগ্র রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, সেই সম্মান যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌড়নগরে বিরাজ করিতেছিল। আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত গৌড় বল্লালের বিজয়পতাকায় আরও শোভাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মের স্রোতে তাহা সর্ব্বদা ভাসমান হইত। বল্লালের বাহুবলের ও ধর্ম্মবলের সাক্ষি-স্বরূপ এই মহানগর বঙ্গলক্ষ্মীর প্রিয়নিকেতনরূপে অবস্থিতি করিতেছিল।

গৌড়ের রাজপ্রাসাদমধ্যে রাজসভায় বসিয়া মহারাজ বল্লাল-সেনদেব রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। নিকটে মহামন্ত্রী, মহাসান্ধিবিগ্রহিক ও অন্যান্য অমাত্যবর্গও উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব আসনে আসীন হইয়া সভাস্থলকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে সময়ে মহারাজ নিবিষ্টচিত্তে কার্য্যে

নিযুক্ত, সেই সময়ে সন্ন্যাসীঠাকুর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"মহারাজ বল্লালসেনদেবের জয় হউক।"

সভাসদ্‌গণসহ রাজা আসন হইতে উত্থিত হইয়া সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে বলিলেন,—

"দেব আসন পরিগ্রহ করুন।"

সন্ন্যাসী নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলে রাজাও রাজাসনে উপবেশন করিলেন। পরে মহারাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"অনেক দিন পরে প্রভুর শ্রীচরণদর্শন ঘটিল। এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন ও দাসের প্রতিই বা কি অনুমতি হয়।"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—

"আমি এক্ষণে মা শ্যামরূপার নিকট হইতে আসিতেছি, রাজকার্য্যসমাপনের পর মহারাজের সহিত নির্জ্জনে কিছু কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছা আছে।"

"প্রভুর আদেশ অবশ্যই প্রতিপালিত হইবে।" এই বলিয়া রাজা রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী সভাসদ্‌গণসহ রাজকার্য্য পরিচালনা দেখিতে লাগিলেন। কার্য্যসমাপন হইলে মহারাজ বল্লালসেনদেব সন্ন্যাসীকে লইয়া একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় সন্ন্যাসীকে উপযুক্ত আসন প্রদান করিয়া নিজেও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলেন। সেখানে কাহারও প্রবেশ করার অধিকার রহিল না। মহারাজ বল্লালসেনদেব সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দাসের প্রতি কি আদেশ করিতেছেন ?"

'আপনার কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, তাহার বিবাহের কিছু স্থির করিয়াছেন কি ?"

"চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, সুপাত্র পাইতেছি না, এই বঙ্গভূমিতে ক্ষত্রিয়সন্তান পাওয়া বড়ই দুষ্কর, দূরে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

"আপনার কন্যা যেরূপ সুলক্ষণা, তাহাতে একটি সুন্দর ও সুলক্ষণ পাত্র চাই। আহা মাতা সাধনা যেন সাক্ষাৎ দেবী, মা আমাকে পাগ্‌লা ছেলে ব'লে কতই ভালবাসেন।"

"আপনি সাধনার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? প্রভুরও অনেক স্থানে যাতায়াত করা হয়, কোন সুপাত্রের ন্ধান আছে কি ?"

"আছে বৈকি, নতুবা আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিব কেন ?"

"দাসের শুনিতে কি কোন বাধা আছে ?"

"বাধা কি, আপনাকে বলিবার জন্যই ত আসিয়াছি।"

"শিখরভূমীশ্বর মহারাজ কল্যাণশেখরের নাম মহারাজ বোধ য় জ্ঞাত আছেন ?"

"শিখরভূমির কথা কাহার অজ্ঞাত ? যে বল্লালসেন রাঢ়, বঙ্গ, থিলা বারাণসী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছে, শিখরভূমির পর্ব্বতমালা, াজিও তাহাকে উপহাস করিতেছে।"

"মহারাজ কল্যাণশেখর আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।"

"ইহা বড়ই আনন্দের কথা, বড়ই সুখের কথা, শিখর-

ভূমির সহিত গৌড়ের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হয় ইহাতে কাহার অনিচ্ছা হইতে পারে ?”

“কিন্তু মহারাজ, তিনি বিবাহের যে যৌতুক প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা কি আপনি দিতে পারিবেন ?”

“এমন কি যৌতুক, যাহা বল্লালসেনের অদেয় ?”

“বল্লালসেনের অদেয় নহে, তবে বল্লালসেন দিতে পারিলে হয়। কল্যাণশেখর সাধনার সহিত শ্যামরূপাকে চাহিয়াছেন।”

শুনিয়া বল্লালসেন শিহরিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—

“মহারাজের নিকট হইতে কোন উত্তর পাইব কি ?”

“আপনাকে এক্ষণে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, পরে দিব।”

“কত দিন পরে পাইব ?”

“তিন দিনের মধ্যে পাইবেন, সে কয় দিন আপনাকে গৌড়ে অবস্থিতি করিতে হইবে।”

“তাহাই হইবে। মহারাণী বোধ হয় সাধনাকে লইয়া অদ্যই আসিবেন। শ্যামরূপার মন্দিরে কল্যাণশেখরের সহিত সাধনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাধনা শ্যামরূপাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না জানিয়াই, কল্যাণশেখর তাঁহাকে যৌতুক চাহিয়াছেন। অদ্য আমি চলিলাম, তিন দিন পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

রাজা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন, সন্ন্যাসীও অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ বল্লালসেনের হৃদয়ে এক অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। শ্যামরূপা সেনবংশের কুলদেবতা, কিরূপে তাঁহাকে অপরের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং তিনি সেনবংশকে পরিত্যাগ করিলে সেনবংশেরই বা কিরূপ পরিণাম হইবে? আবার সাধনাও শ্যামরূপাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, কল্যাণশেখরও শ্যামরূপাকে না পাইলে সাধনাকে গ্রহণ করিবেন না। এই সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তবে তাঁহার মনে মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার অবসানের পর সেনবংশের পরিণাম শুভ হইবে না। কারণ পুত্র লক্ষ্মণসেনের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। এইরূপ আন্দোলিত চিত্তে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে মহারাণী ও সাধনা সেনপাহাড়ী হইতে প্রত্যাগত হইলেন। বিশ্রামের পর মহারাণী মহারাজকে চিন্তান্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহারাজকে এরূপ ভাবিত দেখিতেছি কেন?"

"সে কথার উত্তর পরে দিব, এখন আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার উত্তর দাও।"

"কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"শ্যামরূপার মন্দিরে সাধনার সহিত শিখরভূমির রাজা কল্যাণশেখরের কি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

"আপনার নিকট সে সংবাদ আসিল কিরূপে ? বোধ হয় সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া থাকিবেন।"

'সে কথা পরে বলিব, আমি যাহা জানিতে চাহিলাম তাহার উত্তর কৈ ?"

"হয়েছিল, সেই অবধি সাধনা ত কেমন কেমন হয়েছে। তাঁর সহিত সাধনার বিয়ে না দিলে পরিণামে বড়ই অমঙ্গল ঘ'ট্‌বে।"

"তা যেন বুঝ্‌লাম, কিন্তু তিনি কি যৌতুক চান শুনেছ ?"

"না তাত, শুনিনি।"

"তিনি শ্যামরূপাকে যৌতুক চান,"

"ও সেই জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুর সাধনাকে ব'লেছিলেন যে, মহারাজ ও মহারাণীকে ব'লো যে শ্যামরূপাকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না, সাধনাও শ্যামরূপার পদে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে বাঁচ্‌বেও না, আপনাকে বুঝি সন্ন্যাসী ঠাকুর সব ব'লেছেন।"

"হাঁ তাঁহার নিকট থেকে সমস্তই শুনেছি। এক্ষণে উপায় কি ?"

"তাইত"

"কেমন ক'রে সেনবংশের কুলদেবতাকে অপরের হস্তে অর্পণ করি।"

"কেন সাধনা ত তোমার বংশেরই, তাকে দিলে কি অপরকে দেওয়া হবে ?"

"তা যেন বুঝ্‌লেম, কিন্তু সেত ঠিক সেনবংশের হ'ল না।"

"আমি অত বুঝ্‌তে পারি না। মার যা ইচ্ছা তাই হবে।"

"বেশ কথা বলেছ মহারাণি, মায়ের যা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

মহারাণীর সহিত কোন কথার মামাংসা হইল না বটে, কিন্তু মহারাজ নিজেই তাহার মীমাংসা করিয়া লইলেন। তিনি অমাত্যগণের সহিতও কোন পরামর্শ করিলেন না। কিন্তু স্থির করিলেন, যদি সাধনা প্রাণ ভরিয়া শ্যামরূপার সেবা করে, তবে মাকে তাহারই হস্তে দিব; সেনবংশের অদৃষ্টে যাহা আছে, মা তাঁহার বিধান করিবেন। বল্লালসেন সন্ন্যাসীকে ডাকাইয়া তাহার অভিপ্রায় জানাইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মায়েরও তাহাই অভিপ্রায়।"

৪

নীলাকাশের কোলে ঘনীভূত মেঘখণ্ডের ন্যায় পঞ্চকূট পর্ব্বত দূর হইতে শোভা পাইতেছিল। নিকটে কেবল চিরহরিত বৃক্ষরাজির শ্যামতরঙ্গ অবিরত খেলা করিতেছিল। শাল, বংশ, কূটজ, পলাশ প্রভৃতি নানাজাতি বৃক্ষ পর্ব্বতের পাষাণস্তর ভেদ করিয়া চিরদিনই সমভাবে দণ্ডায়মান। কত সুন্দর পক্ষীর সুমিষ্ট কাকলী সেই নির্জ্জন পর্ব্বতবক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। দুই একটি গিরিনির্ঝরিণী কুলুকুলুরবে পর্ব্বতগাত্র ধৌত করিয়া নীচে নামিতেছিল। এই পর্ব্বতের পাদদেশে একটি সুদৃঢ় দুর্গ কালের কঠোর পীড়ন সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। দুর্গের পরিখাগুলি গিরিনির্ঝরিণীর জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হইয়া দুর্গটিকে অজেয় করিয়া রাখিয়াছিল। দুর্গের মৃৎপ্রাচীরের মধ্যে মধ্যে প্রস্তর-

নির্ম্মিত তোরণ সর্ব্বদাই সুরক্ষিত ছিল। পর্ব্বতপার্শ্বে ও দুর্গ-মধ্যে অনেক গুলি দেবমন্দির পঞ্চকূটের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিতে-ছিল। শিখরভূমির সুদৃঢ় প্রাসাদ এই দুর্গ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তাহার গৌরব বাড়াইতেছিল। বহুকাল হইতে পঞ্চ-কূটের পাদমূলে দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে শিখররাজগণের রাজধানী গঠিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের নামানুসারে রাজধানী ও রাজ্য পঞ্চকূট আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

এই রাজধানীতে শিখরভূমির বা পঞ্চকূটের রাজগণ স্বাধী-নতালক্ষ্মীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা কল্যাণশেখর তাঁহাকে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিবার জন্যই কল্যাণকূটে কল্যাণেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প দিন হইল তিনি সেন-পাহাড়ী হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর অনুরোধে তিনি সাধনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজমাতা ও রাজ্যের আর আর সকলে সম্মত হইবেন কিনা তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। কল্যাণশেখর বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া স্নেহময়ী মাতার দ্বারা লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া শিখরভূমির রাজদণ্ড ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় রাজমাতাই একরূপ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এখনও কল্যাণশেখর মাতার অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, সাধনাকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু মাতার অনুমতি ব্যতীত তাহা কিরূপে পারিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে-

ছিলেন, এবং কিরূপেই বা মাতার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন, ইহাও সর্ব্বদা তাঁহার মনে উদয় হইত। অবশেষে শ্যামরূপা-দর্শনের কথা উপলক্ষে রাজমাতাকে সমস্ত বলিলেন ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের দোহাই দিয়া তাঁহার অনুমতি লইবেন ইহাই স্থির করিলেন। পঞ্চকূটের রাজপ্রাসাদ ও অন্তঃপুর সন্ন্যাসী ঠাকুরের পক্ষে অবারিতদ্বার ছিল। রাজমাতাও নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন।

সেনপাহাড়ী হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাজমাতার সহিত শ্যামরূপা সম্বন্ধে কল্যাণশেখরের সামান্য কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। একদিন আবার তাহা একটু বিশেষভাবে বলিবার জন্য কল্যাণশেখর ইচ্ছুক হইলেন এবং তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষাও করিতেছিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া কল্যাণশেখর চিন্তিত হইতেছিলেন।

একদিন রাজমাতা নিজেই শ্যামরূপার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি বলিলেন,—

"কল্যাণ, কৈ ভাল করিয়া ত শ্যামরূপার কথা শুনিতে পাইলাম না?"

"কয়দিন ধরিয়া বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।"

"শ্যামরূপা খুব জাগ্রত, না?"

"হাঁ মা, তাঁহারই জন্যই সেনবংশের এত গৌরব। বল্লালসেন তাঁহারই জন্য দিগ্বিজয় করিতে পারিয়াছেন।"

"তা করুক, কিন্তু পঞ্চকূটে সেনেরা আসিতে পারে নাই।"

"সেও শ্যামরূপার কৃপায়।"

"তা কি ক'রে হবে, তিনি সেনেদের কৃপা করিলে ত তাহারা আসিত।"

"সে বিষয়ে তিনি সেনেদের কৃপা করেন নাই বটে, কিন্তু আমাদিগকে কৃপা করিয়াছেন, এবং আরও করিবেন।"

"তা সেনবংশের কুলদেবতা আমাদিগকে কৃপা করিবেন কেন?"

"তিনি কেবল সেনবংশের কুলদেবতা নন, তিনি সমস্ত বাঙ্গলার রাজরাজেশ্বরী। যেখানে স্বাধীনতালক্ষ্মী থাকিবেন, তিনি সেই খানেই কল্যাণ বর্ষণ করিবেন। সেনবংশের কুলদেবতা শিখরভূমিরও কুলদেবতা হইতে পারেন।"

"সে কি কথা, তা কেমন ক'রে হবে?"

"আগে ত বলিলাম যে, যেখানে স্বাধীনতালক্ষ্মী থাকিবেন, তিনিও সেখানে থাকিবেন। সেনবংশের স্বাধীনতা যাইতে পারে, কিন্তু শিখরভূমির স্বাধীনতা অপহরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। কাজেই মা শিখরভূমিতেই কল্যাণ বর্ষণ করিবেন।"

"তোর কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মনে কর, শ্যামরূপা যদি শিখরভূমিতে আসেন?"

"সে আবার কি? তিনি কেমন করিয়া আসিবেন?"

"আমি যদি তাঁহাকে আনিতে পারি?"

"তুই কি বল্লালসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্?"

"না মা তাহা করি নাই।"

"তবে কি করিয়া শ্যামরূপাকে আনিবি ?"

"সে কথা পরে বলিতেছি, কিন্তু মা শ্যামারূপা নিশ্চয়ই শিখরভূমিতে আসিবেন।"

রাজা কল্যাণশেখর এই কথা কয়টি বলিতে না বলিতে পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিলেন,—

"এবং তিনি হইবেন কল্যাণেশ্বরী।"

রাজা ও রাজমাতা ফিরিয়া দেখিলেন যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন,—

"আপনাদের মঙ্গল হউক। মা কল্যাণেশ্বরী আপনাদের কল্যাণ করুন।"

রাজমাতা বলিলেন,—

"ঠাকুর আপনাদের হিঁয়ালী বুঝিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর মধ্যে মধ্যে রাজবাটীতে আসায় রাজমাতা তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতেন এবং রাজান্তঃপুর যে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পক্ষে অবারিতদ্বার ছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসী রাজার অনুসন্ধানে আসিয়া মাতাপুত্রের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। রাজমাতার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—

"মা, ইহার মধ্যে হিঁয়ালী কিছুই নাই; সত্যসত্যই মাতা শ্যামরূপা মহারাজ কল্যাণশেখর কর্ত্তৃক কল্যাণকূটে আনীত হইয়া কল্যাণেশ্বরী হইবেন।"

"কেমন করিয়া হইবে তাহাই ত হিঁয়ালী।"

"তবে আমি সমস্তই আপনাকে খুলিয়া বলিতেছি, আগে আমি যাহা ভিক্ষা চাহিব, তাহা আমাকে দিবেন, স্বীকার করুন।"

"আপনি যাহা চাহেন তাহা দিতে আমি কবে অসম্মত ?"

"সত্য কথা, পুত্রের প্রার্থনা মা সর্ব্বদাই পালন করিয়া থাকেন।"

"এখন আপনার কথা কি বলুন।"

"আমি মহারাজ কল্যাণশেখরকে আপনার নিকট ভিক্ষা চাই।"

রাজমাতা চমকিত হইয়া উত্তর করিলেন,—

"কেন তাহাকে সন্ন্যাসী করিবেন নাকি ?"

"না মা, তাহা মনেও আনিবেন না। আমি তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিব না, কিন্তু গৃহী করিব।"

"এও হিঁয়ালী বলিয়া বোধ হচ্ছে।"

"তবে শুনুন," বলিয়া সন্ন্যাসী আরম্ভ করিলেন,—

"মহাপুরুষদিগের আদেশ যে মহারাজ কল্যাণশেখর মাতা শ্যামরূপাকে কল্যাণকূটে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন ও তদবধি মা হইবেন কল্যাণেশ্বরী।"

"কেমন করিয়া তাঁহাকে আনিবে ?"

"তাহাই বলিতেছি শুনুন, যদি মহারাজ কল্যাণশেখরের সহিত বল্লালসেনের কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে বল্লাল শ্যাম-রূপাকে যৌতুক দিবেন।"

"কেমন করিয়া তাহা হইবে, সেনেরা যে কি জাতি তাহার ঠিক নাই। ক্ষত্রিয় বলিয়া শুনা যায় বটে, কিন্তু লোকে তাহাদের সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকে।"

"লোকে যা বলে বলুক্, কিন্তু তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়; শিখরভূমির রাজবংশের সহিত অনায়াসে তাঁহাদের আদান প্রদান হইতে পারে।"

"যদি তাঁহারা সত্যসত্যই ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই।"

"সে বিষয়ে আমি দায়ী, মা শ্যামরূপা শিখরভূমিতে আসিয়া আপনারই পুত্রের নামে কল্যাণেশ্বরী হইবেন। মায়ের তাহাই ইচ্ছা।"

"মায়ের যদি ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তাই হবে। আপনারা বিবাহের আয়োজন করিতে পারেন। বল্লালসেন সম্মত আছেন ত?"

"আছেন" বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাদিগকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন। শুনিয়া রাজ মাতাও বিবাহের আয়োজনের আদেশ দিলেন। পঞ্চকূটে মহাধূম পড়িয়া গেল।

৫

আজ গৌড়নগরে মহাসমারোহ। বিশাল রাজপথের মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম তোরণসমূহ পত্রপুষ্পে ভূষিত হইয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তোরণের সম্মুখে কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ মাঙ্গল্য-চিহ্নস্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। তোরণের

উপরিভাগ হইতে নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুমধুর বাদ্যধ্বনি তরঙ্গায়িত হইয়া সুদূর দিগন্তক্রোড়ে মিলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি আনন্দ-তরঙ্গ তুলিতেছে। তোরণশীর্ষে নানা বর্ণের মঙ্গল-পতাকা হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। রাজপথে লোকজন প্রতিনিয়ত ছুটাছুটি করিতেছে। ভারে ভারে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া বাহকগণ চলিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে প্রহরিগণ সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও বা হস্তে কাহারও বা স্কন্ধে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত দণ্ডাদি শোভা পাইতেছে। সমস্ত নগর যেন মহোৎসবে মগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাজ প্রাসাদে উৎসবের ঘটা অধিক পরিমাণেই বিদ্যমান। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয়বিধ পত্রপুষ্পে প্রাসাদ সজ্জিত হইয়াছে। নানা পতাকা তাহাকে সুশোভিত করিয়াছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে কারুকার্য্যযুক্ত বিশাল চন্দ্রাতপ নীলাকাশকে আচ্ছাদিত করিয়াও তাহার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। নানা প্রকারের বাদ্যে প্রাসাদ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির বিরাম নাই। নানা প্রকার মাঙ্গল্য-চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রাসাদ পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি রূপে প্রতীত হইতেছে। প্রাসাদতোরণ হইতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মাঙ্গল্য-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজকন্যা সাধনার বিবাহের জন্যই যে এই উৎসবের অনুষ্ঠান তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

কয়েক দিন হইতেই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আজই তাহার ঘটা অধিক, কারণ আজই সাধনার বিবাহের দিন। বিবাহ আরও কিছুদিন পূর্ব্বে হইত, কিন্তু যুবরাজ লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগত না হওয়ায় বিলম্ব ঘটিয়াছে। বল্লালের বার্দ্ধক্য অবস্থায় লক্ষ্মণসেনই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। পিতার সহিত লক্ষ্মণের তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় তিনি দূরেই থাকিতে ভাল বাসিতেন। গৌড় অবশেষে তাঁহার নামানুসারে লক্ষ্মণাবতী নাম ধারণ করিলেও নবদ্বীপ ও বিক্রমপুর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। লক্ষ্মণ আজই বিক্রমপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি সাধনার বিবাহের সংবাদ পাওয়ার পূর্ব্বেই বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং পথিমধ্যে পত্রবাহকের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া দ্রুতগতিতে গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হন। যেদিন উপস্থিত হইবেন পূর্ব্বে তাহার সংবাদ দিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন গৌড়ে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, বল্লালসেন শ্যামরূপাকে বিবাহের যৌতুক দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শুনিয়া ক্ষোভে ও রোষে তিনি জ্ঞানহারা হইয়া পড়েন। শ্যামরূপা সেনবংশের কুলদেবতা। বল্লাল যখন তাঁহাকে যৌতুক দিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মতিভ্রম ঘটিয়াছে, লক্ষ্মণ ইহাই স্থির করিলেন। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া পিতামাতার পদধূলি লইলেন। পরস্পর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় লক্ষ্মণ পিতাকে বলিলেন,—

"সাধনার বিবাহ কি আজই হইবে ?"

"আজই হইবে বৈ কি ? কেন, বিবাহের দিনের কথা তোমাক ত জানান হইয়াছে।"

"অনেকবার ত দিনের কথা শুনিয়াছি।"

"তা সত্য, তোমার আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া ক্রমাগত দিনের পরিবর্ত্তন হইতেছিল।"

"তবে আজও পরিবর্ত্তন করিলে কি কিছু হানি আছে।"

"তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আর পরিবর্ত্তন করা ভাল দেখায় না। বরপক্ষ দিনপরিবর্ত্তনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

"যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আজই বিবাহ হউক ; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"কি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?"

"বিবাহে কি যৌতুক দিবেন স্থির করিয়াছেন ?"

"রত্ন, আভরণ, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি যাহা যৌতুক দেওয়া হইয়া থাকে তাহাই দিতে হইবে।"

"আর কিছু দিবার কি ইচ্ছা করেন নাই ?"

বল্লালসেন একটু বিরক্তিসহকারে বলিলেন,—

"হুঁ করিয়াছি।"

"কি করিয়াছেন, শুনিতে পাই না কি ?"

"অবশ্য পাইবে, মাতা শ্যামরূপাকে যৌতুক দিব মনে করিয়াছি।"

"আপনার মতিভ্রম ক্রমেই গুরুতর হইতেছে।"

"কি এত বড় কথা, বল্লালসেনের সমক্ষে কে তাঁহার মতি-ভ্রমের কথা বলিতে সাহস করে।"

"তাঁহারই পুত্র, বঙ্গরাজ্যের ভাবী সম্রাট্ লক্ষ্মণসেন।"

"বঙ্গরাজ্যের ভাবী সম্রাট্?" বলিয়া বল্লালসেন হাসিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন,—

"কেবল বঙ্গরাজ্যের নয়, অর্দ্ধ ভারতের ভাবী সম্রাট্।"

বল্লাল এবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

"সে কথার তর্ক এক্ষণে আমি আপনার সহিত করিতে চাহিনা। আপনি শ্যামরূপাকে যৌতুক দিতে পারিবেন না।"

"বল্লালসেন যে অঙ্গীকার করিয়াছে, কখনও তাহা ভঙ্গ করিবে না।"

"অন্যায় অঙ্গীকারভঙ্গে কোনই দোষ নাই।"

"বল্লালসেনের অঙ্গীকার অন্যায় একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে?"

"আমি বলিতেছি।"

"কিসে অন্যায় হইল?"

"কিসে নয়? যে অঙ্গীকারে কুলদেবতার বিসর্জ্জন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অন্যায়, অসঙ্গত, গর্হিত।"

"কুলদেবতার বিসর্জ্জন?" বলিয়া বল্লাল সেন 'হাহা'রবে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

"বিসর্জ্জন বৈকি?"

"বিসর্জ্জন নয়, প্রতিষ্ঠা।"

"সেনবংশের কুলদেবতা শিখরভূমে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, নূতন কথা বটে ? বীরসেন হইতে বিজয়সেন পর্য্যন্ত সেনবংশের হাপুরুষগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন সন্দেহ নাই !"

"বল্লালসেন কাহারও পরিহাসের পাত্র নন। তাঁহার যাহা অভিরুচি তাহাই হইবে।"

"কুলদেবতার সহিত সমস্ত বংশেরই সম্বন্ধ, তাঁহার একা নহে।"

"সমস্ত বংশের যিনি বর্ত্তমান প্রতিনিধি তাঁহারই ইচ্ছা প্রবল হইবে।"

"কে বর্ত্তমান প্রতিনিধি, তাহার বিচার করিবে কে ?"

"কি এত বড় স্পর্দ্ধা, বল্লালসেন জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেনবংশের প্রতিনিধি বলিতে চাহে, বিশেষতঃ তাঁহার অযোগ্য পুত্র !"

"অযোগ্য কি যোগ্য ; তাহার পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।"

"তোমার যোগ্যতা তোমাকেই থাকুক। আমি কেবল শ্যামরূপা নহে, সমস্ত বঙ্গ সাম্রাজ্য সাধনার বিবাহে যৌতুক দিব, দেখি, কে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করে।"

"আমিই করিব" বলিয়া সাধনা সেই সময়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহারাণী বলিলেন, "তুই এসময়ে এখানে আসিলি কেন ?"

"বেশ করিয়াছি মা, তুমি কাহাকেও থামাইতে পারিলে না ?"

"কেমন করিয়া থামাইব। কাহার মুখে হাত দিব মা। পিতাপুত্রের কলহ কে থামাইতে পারে ?"

সাধনা লক্ষ্মণসেনের পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দাদা আমাকে কি একেবারে বিসর্জ্জন দিতে চান ?"

"কেন ভগিনি, সেকথা বলিতেছ কেন ?"

"শিখরভূমির পাহাড়ে আমাকে পাঠাইতেছেন, আমার সঙ্গে কি কাহাকেও দিবেন না ?"

"কেন তোমার সঙ্গে কি দাস দাসী যাইবে না ?"

"তাহাতে কি আমার তৃপ্তি হইবে ? তাই মা শ্যামরূপাকে আমি চাহিয়াছি।"

"তুমি চাহিয়াছ ? না রাজা কল্যাণশেখর চাহিয়াছেন ?"

"তাহা আমি জানিনা, তবে আমি যে চাহিয়াছি ইহা সত্য।"

"কিন্তু কুলদেবতা কি কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায় ?"

"কুলের বাহির করিবেন কেন ? আমাকে দিবেন ?"

"তোমাকে ত অন্য কুল আশ্রয় করিতে হইতেছে ?"

"তাই বলিয়া কি এ কুলের সহিত আমার সম্বন্ধ ঘুচিল ?"

"সম্বন্ধ না ঘুচিলেও তোমাকে ত কেহ এ কুলের লোক বলিবে না"।

"না বলিলেও আমি পিতৃকুলের সম্বন্ধ ছাড়িতে পারিব না। আপনি বঙ্গরাজলক্ষ্মীকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখুন। আমায় শ্যামরূপাকে ছাড়িয়া দিন্।"

লক্ষ্মণসেন বলিলেন,—

"সেকথার উত্তর এখন আমি দিতে পারিতেছি না।"

মহারাণী বলিলেন,—

"তবে কি আজ সাধনার বিবাহ হইবে না?"

"বিবাহ হইবে বৈকি? আমি এখনই তাহার আয়োজনে চলিলাম" বলিয়া লক্ষ্মণসেন তথা হইতে চলিয়া গেলেন। আর আর সকলেই ক্রমে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

যথাসময়ে বিবাহ আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর কল্যাণশেখরকে লইয়া বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত বিবাহমণ্ডপ দানসামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছিল। যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণের পর বল্লালসেন সাধনাকে কল্যাণশেখরের হস্তে সম্প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"আমি রত্ন, অলঙ্কার, শয্যা, আসন প্রভৃতি দানসামগ্রী সহ সাধনাকে রাজা কল্যাণশেখরকে সম্প্রদান করিলাম। আর মাতা শ্যামরূপাকে যৌতুক দিলাম।"

লক্ষ্মণসেন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"শ্যামরূপাকে যৌতুক দিবার অধিকার কাহারও নাই।"

শুনিয়া কল্যাণশেখর সন্ন্যাসীর দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তাঁহাকে স্থির থাকিতে বলিলেন। সে দিবস নির্ব্বিঘ্নে বিবাহব্যাপার সংসাধিত হইয়া গেল।

৬

কল্যাণকূট পর্ব্বতমালার পাদদেশে শোভনপুর গ্রাম কয়েকখানি তৃণকুটীর বক্ষে লইয়া বিরাজ করিতেছিল। বর্ষার মেঘ

আজ যেন শোভনপুরের আকাশ হইতে সরিয়া কোন্ দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে। মেঘমুক্ত তপনের নবালোকে গ্রামখানি হাসিয়া উঠিতেছিল। এদিকে ওদিকে শ্যামল বৃক্ষপত্রের উপর প্রভাতের রৌদ্র পড়িয়া ঝিক মিক করিতেছিল। কিছু দূরে কল্যাণকূটের শিখরস্থ প্রস্তরপুঞ্জের গায়ে সূর্য্য-কিরণ লাগিয়া হীরকখণ্ডের ভ্রম জন্মাইতেছিল। প্রান্তরে কৃষকগণ গ্রাম্যগীতি গাহিতে গাহিতে ধান্যরোপণে নিযুক্ত ছিল। গো, মেষ, মহিষ দলে দলে শ্যামল নবীন তৃণরাজি ভক্ষণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতেছিল। রাখালগণ বৃক্ষতলে বসিয়া কাহিনীর স্রোত বহাইতেছিল, ও মধ্যে মধ্যে গো, মহিষদিগকে ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছিল।

শোভনপুরে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস। ইঁহারা বল্লালসেনের কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ না করিলেও আচারবিনয়াদিতে বিশেষরূপই অনুরক্ত ছিলেন। শিখরভূমিতে বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রবেশ করে নাই। সেই জন্য ইঁহারা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শিখরভূমির অধিপতিগণ ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতেন। শোভনপুরের ব্রাহ্মণবংশে রোহিণীর জন্ম, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রোহিণী বাল্যকাল হইতে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, দেবতা সন্ন্যাসীতে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। আমাদের পরিচিত সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত তাঁহার যে বিশেষরূপ পরিচয় ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন প্রভাতে রোহিণী

প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া আসিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলি-লেন ,—

"ব্রাহ্মণি, আজ যেন বোধ হইতেছে, সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেখা পাইব ও মা শ্যামরূপারও সাক্ষাৎ লাভ হইবে।"

"তুমি ত মাঝে মাঝে ঐ কথা ব'লে থাক। কোথাকার এক সন্ন্যাসী এসে তোমাকে কেমন কেমন ক'রে দিয়ে গেল।"

"ও কথা বলিতে হয় না ব্রাহ্মণি, সন্ন্যাসী ঠাকুর সাক্ষাৎ মহা-পুরুষ।"

"কি জানি আমরা অত বুঝি সুঝি না। তবে সেনবংশের দেবতা শিখরে আস্‌বেন, একথা কিছুতেই প্রত্যয় হয় না।"

"আসেন না আসেন দেখ্‌তেই পাবে।"

"যখন দেখ্‌তে পাব তখন প্রত্যয় করিব।"

"বোধ হয়, আজই দেখ্‌তে পাবে।"

"ন্যাও, তোমার ও কথা রেখে দেও, কবে আস্‌বেন তার ঠিকানা কি ?"

"সত্য ব্রাহ্মণি, শয্যা হইতে উঠিয়াই আমার মনে হচ্ছে, যেন সন্ন্যাসী ঠাকুর আজই মা শ্যামরূপাকে নিয়ে আস্‌বেন, আর মা এখানে আসিয়া কল্যাণেশ্বরী হইবেন।"

"এখানে কি, শোভনপুরে ?"

"তা হতেও পারে, মা কল্যাণকূটে থাকিবেন বটে, কিন্তু সেখানে যতদিন তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন কোথায় থাকিবেন ?"

"তবে মন্দির প্রতিষ্ঠা না হ'লে তাঁহার আসাই হবে না।"

"তা বটে, কিন্তু আজ শয্যা থেকে উঠেই সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে মাকে নিয়ে সন্ন্যাসীঠাকুর আজই আসিবেন। কেন হচ্ছে তা ব'ল্‌তে পারি না।"

"কি জানি, তোমার মনে মাঝে মাঝে ও কি রকম হয় বুঝ্‌তে পারি না।"

"যা হউক আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌তে হবে।"

"আমরা আবার কিসের জন্য প্রস্তুত হ'তে যাব ?"

"যদি তাঁহারা এদিক্ দিয়া যান, যান কি ? এদিক্ দিয়াই ত কল্যাণকূটে যাইতেই হইবে।"

"ভাল, তাতে আমরা প্রস্তুত হব কেন ?"

"মায়ের পূজার আয়োজনাদি আমরা না করিলে কে করিবে ?"

"সন্ন্যাসীঠাকুর কি তাহা বলিয়া গিয়াছেন ?"

"না গেলেও আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদিগকে তাহার আয়োজন করিতে হইবে।"

"কেন রাজা বিয়ে করে মাকে যৌতুক নিয়ে আস্‌ছেন। তাঁর সঙ্গে কি লোক জন নেই ?"

"থাক্‌লেও তাহারা ঠিক পূজার আয়োজন কর্ত্তে পার্‌বে না, আমাদিগকেই তার আয়োজন কর্ত্তে হবে।"

"তাই যদি তোমার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে তুমি ফুল বিল্বপত্র তুলিয়া আন, আমি চন্দন ঘসিয়া পূজার আয়োজন করিতেছি।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় দূর হইতে যেন অস্পষ্ট বাদ্যধ্বনি শোভনপুরে আসিয়া পৌঁছিল। গ্রামবাসী সকলে কিসের

বাদ্যধ্বনি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল, রোহিণী বাদ্যধ্বনি শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"ব্রাহ্মণি, ঐ শুন আমি যাহা বলিলাম সত্য কিনা, ঐ বাদ্য নিশ্চয়ই শ্যামরূপা ও রাজা কল্যাণশেখরের আগমন ঘোষণা করিতেছে। নতুবা এরূপ বাদ্য সহসা হইবে কেন?"

"তা হ'তেও পারে, তবে তুমি ফুল বিল্বপত্র তুলিতে যাও; আমিও পূজার আয়োজনে চলিলাম।"

এই বলিয়া রোহিণী-গৃহিণী পূজার আয়োজনে চলিয়া গেলেন এবং রোহিণীও ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহের জন্য বাহির হইলেন।

বাদ্যধ্বনি ক্রমে অস্পষ্ট হইতে সুস্পষ্ট হইয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরে শোভনপুরের নিকটে তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি লোকজন কতকগুলি শিবিকাসহ শোভনপুরে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের সঙ্গে বাদ্যকরগণ মহানন্দে বাদ্যধ্বনি করিতেছিল। এই জনতার মধ্যে দেখা গেল, কয়েক জন ব্রাহ্মণ একখানি চতুর্দ্দোলা স্কন্ধে করিয়া আসিতেছেন। চতুর্দ্দোলার মধ্যে এক চতুর্ভুজা দেবী মূর্ত্তি; বলা বাহুল্য, তিনিই শ্যামরূপা। চতুর্দ্দোলার পার্শ্বে আমাদের পরিচিত সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিতেছিলেন। এই লোকজনের মধ্যে অনেকগুলি সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সকলের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। যে সময়ে ইহারা শোভনপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অমনি আর একদল সৈন্য দ্রুতগতিতে তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্রগামী লোকদিগকে আক্রমণ করিল। দেখিতে

দেখিতে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমরা এই স্থানে এই ব্যাপারের একটু পরিচয় দিতেছি।

বল্লালসেন বিবাহ-সভায় শ্যামরূপাকে যৌতুক প্রদান করিলেও লক্ষ্মণসেন তাহার আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কল্যাণশেখর সন্ন্যাসীঠাকুরের পরামর্শক্রমে পূর্ব্ব হইতে সেনপাহাড়ীতে সৈন্য পাঠাইয়া মাতা শ্যামরূপাকে আনিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা গৌড় হইতে শিখরভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যসামন্তের সহিত মিলিত হন। তাহারা শ্যামরূপাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ-সেন আপনার সৈন্যসহ দ্রুতগতিতে সেনপাহাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, মন্দির শূন্য করিয়া শ্যামরূপাকে তথা হইতে তৎ-পূর্ব্বেই অপসারিত করা হইয়াছে। তিনিও কালবিলম্ব না করিয়া ইহাদের অনুসরণ করিলেন ও শোভনপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কল্যাণশেখরের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া শ্যামরূপাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যুদ্ধারম্ভ করেন।

যুদ্ধ ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীঠাকুর কিছু পূর্ব্বেই শ্যামরূপাকে রোহিণীর বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং রোহিণীর প্রতি তাঁহার পূজার ভার দিয়া যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, উভয় পক্ষের সৈন্য ক্রমে হত হইতেছে, তাহাদের রক্তে শোভনপুর ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমে শোভনপুর অতিক্রম করিয়া সমর-স্রোত কল্যাণকূটের দিকে ধাবিত হইল। চারিদিক্ নরদেহে শ্মশান হইয়া উঠিল। ক্রমে

কল্যাণশেখর ও লক্ষ্মণসেন উত্তেজিত হইয়া উভয় পক্ষের সেনা চালনা করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অস্ত্রবিনিময়ের আশঙ্কা হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর বিলম্ব না করিয়া একেবারে সাধনার শিবিকার নিকট উপস্থিত হইলেন, ও শিবিকার দ্বার সরাইয়া সাধনাকে বলিলেন—

"মা আর ত রক্ষা হয় না, কল্যাণে লক্ষ্মণে শীঘ্রই অস্ত্রবিনিময় হইবে।"

"এক্ষণে উপায় ?"

"কোন চিন্তা নাই, একবার তোমাকে আসিতে হইবে ও উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইতে হইবে।"

"তাহাতে কি কোন ফল হইবে ?"

"নিশ্চয়ই তাহাতে উভয়েই নিবৃত্ত হইবে। তুমি উভয়কে নিবৃত্ত হইতে বলিলেই যুদ্ধ থামিয়া যাইবে।"

"তবে আর বিলম্ব করিব না। আপনি আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলুন।"

এই বলিয়া সাধনা শিবিকা হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসীর সহিত অগ্রসর হইলেন। ইহার মধ্যে কল্যাণশেখর ও লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। সাধনা সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই চেলবস্ত্র-পরিহিতা অনিন্দ্যসুন্দরীকে ও গৈরিকবসনপরিহিত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া উভয়পক্ষের সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সাধনা বলিয়া উঠিলেন—

"মহারাজ ক্ষান্ত হউন, দাদা প্রতিনিবৃত্ত হও, শিখর-সৈন্য,

গৌড়-সৈন্য আমার কথা শোন; যদি তোমরা আর একপদ অগ্রসর হও, তাহা হইলে স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে।”

কল্যাণশেখর ও লক্ষ্মণসেন একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—“কে তোমাকে এসময়ে এখানে আসিতে বলিল?”

“কেহ বলে নাই, আমি নিজেই আসিয়াছি। শিখররাজ ও লক্ষ্মণসেনের রক্তে বসুন্ধরা সিক্ত হওয়ার পূর্ব্বে সেনকুলকন্যা ও শিখরকুলবধূর রক্তেই তিনিই রঞ্জিত হউন।”

লক্ষ্মণ বলিলেন,—

“ভগিনি, তোমার এস্থানে আসা ভাল হয় নাই, তুমি এস্থান ত্যাগ কর।”

“হয় আমি শিখররাজ ও লক্ষ্মণসেনকে প্রতিনিবৃত্ত করিব, না হয় নিজ রক্তে বসুন্ধরাকে তৃপ্ত করিব। আপনারা আমাকে আঘাত না করিয়া পরস্পরের অঙ্গে আঘাত করিতে পারিবেন না।”

সাধনা অচল অটল, তাঁহার কুন্তলরাশি তখন আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। রক্তচেলের মধ্য হইতে তাঁহার তপ্তকাঞ্চনাভা বাহির হইয়া চারিদিক আলো করিতেছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ তাঁহার এই নিশ্চল ভাব দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল। লক্ষ্মণ পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার সৈন্যেরা অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

“বুঝিলাম, মায়ের ইচ্ছা শিখরেই থাকিবেন। আচ্ছা তাহাই হউক। আমি সেনপাহাড়ীর মন্দির শূন্য রাখিব না, তুমি চতুর্ভুজা ছিলে আমি আবার তোমায় দশভুজা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিব।”

এই বলিয়া লক্ষ্মণ আপনার সৈন্যদিগকে লইয়া শোভনপুর পরিত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসী রাজা কল্যাণশেখরকে বলিলেন,—

"মায়ের ইচ্ছা, এখানেই কিছু দিন থাকিবেন। তিনি শ্মশান-বাসিনী, তাই নিজেই এখানে শ্মশান করিয়া লইয়াছেন। যতদিন কল্যাণকূটে মায়ের মন্দির নির্ম্মিত না হয়, ততদিন মা এই খানেই থাকিবেন।"

"মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।"

তাহার পর সন্ন্যাসী, রাজা ও সাধনাকে পঞ্চকূটে পাঠাইলেন। শ্যামরূপা শোভনপুরে রোহিণীর বাটীতেই রহিলেন। অল্পদিনের মধ্যে কল্যাণকূটে মায়ের মন্দির নির্ম্মিত হইল। সন্ন্যাসী শ্যাম-রূপাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তদবধি মা হইলেন কল্যাণেশ্বরী। রাজা ও সাধনা আসিয়া মায়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। অদ্যাবধি মাতা কল্যাণেশ্বরী কল্যাণকূটে অব-স্থিতি করিয়া চতুর্দ্দিকে কল্যাণ বর্ষণ করিতেছেন।

উপসংহার।

লক্ষ্মণসেন সেনপাহাড়ীর শ্যামরূপার মন্দিরে দশভুজা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আজিও সেই মূর্ত্তি বিরাজিতা। কিছু কাল পরে বল্লালসেনের দেহত্যাগ হইল। লক্ষ্মণসেন বঙ্গ সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর হইলেন। তিনিও বাহুবলে অনেক দেশ

জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে মুসল্‌মানেরা তাঁহার নিকট হইতে পশ্চিম বঙ্গ কাড়িয়া লয়। মাতা কল্যাণেশ্বরী শিখর-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। মোগল বাদসাহদিগের সময়ে পঞ্চকূটের অধিপতিগণ সামন্তরাজরূপে গণ্য হইলেও তখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনতা লক্ষ্মী একেবারে শিখরভূমি পরিত্যাগ করেন নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের সময় হইতে ইঁহাদিগের স্বাধীনতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে শিখরভূমি অধীনতা-শৃঙ্খলে সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ। যখন হইতে শিখরভূমি গলদেশে অধীনতা-শৃঙ্খল পরিয়াছে, তখন হইতে মাতা কল্যাণেশ্বরী আপনাকে আবরিত করিয়া অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি বঙ্গরাজরাজেশ্বরী ছিলেন তিনি এখন গুহাবাসিনী! এখন আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, লোকে তাঁহার সিন্দূরলেপিত আচ্ছাদন মাত্র দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকে।

গ্রাণ্ড কর্ড রেল লাইনের বরাকর ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কল্যাণেশ্বরী অবস্থিত। কল্যাণেশ্বরী পঞ্চকূট-প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কনিংহামের আরকেওলজিক্যাল সার্ভে পুস্তকে কল্যাণেশ্বরীর উল্লেখ আছে। কল্যাণেশ্বরী সম্বন্ধে তৎপ্রদেশে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই গল্পটি লিখিত হইল। পঞ্চকূট রাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় হওয়ায় সেনবংশের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধস্থাপনে, সেনবংশেরও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

পঞ্চকূট রাজগণের বংশপত্রিকায় রাজা কল্যাণশেখরের নামোল্লেখ নাই। রাজগণ ভিন্ন ভিন্ন নামেও অভিহিত হইতেন। কল্যাণশেখর সম্ভবতঃ রাজা দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্র-শেখরের নামান্তর। সাধারণের মধ্যে কল্যাণশেখর নামই প্রচলিত।



আহেরিয়া।

১

শুক্লপক্ষ, অষ্টমীর চাঁদ আকাশের মাঝখানে সহসা হাসিয়া উঠিল; তাহার হাসিরাশিতে জগৎ ভরিয়া গেল। দুই একটি তারকাও নীলাকাশে জ্বল জ্বল করিতেছিল। পুষ্করের স্বচ্ছ সলিল জ্যোৎস্না-চুম্বনে, যেন ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তারকারাজিও প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিতেছিল। তীরস্থিত সৌধসমূহের শুভ্রচ্ছবি সলিলবক্ষে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। সোপানাবলি জ্যোৎস্নাবিধৌত হইয়া শ্বেতমর্ম্মরখচিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। তখন মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা নীরব হইয়াছে। কিন্তু ভেক ও ঝিল্লীর অব্যক্ত কাতরধ্বনি হ্রদবক্ষে কেমন এক মৃদু গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার করিতেছিল। জন-কোলাহল শান্ত ও ধূপধূনার গন্ধ নিবৃত্ত হইলেও, বসন্তের মন্দ-

মারুত কোন এক সুদূর অজ্ঞাত স্থান হইতে পাপিয়ার ক্ষীণতান ও মল্লিকার মৃদুবাস বহন করিয়া আনিতেছিল। বাসন্তী শুক্লাষ্টমীতে স্বচ্ছসলিল পুষ্করের এই মনোহারিণী শোভা সকলের হৃদয়কেই মাতাইয়া তুলিতেছিল। যে একবার সেই শোভা দেখিয়াছে, সে কিছুক্ষণের জন্য আপনার চক্ষু ও চিত্ত ফিরাইতে পারে নাই।

এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিবার জন্য পুষ্করহ্রদের একটি বাঁধাঘাটে দুইটী রাজপুত-বালিকা বসিয়া ছিল। বালিকা দুইটি সমবয়স্কা। তাহাদের বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ হইবে। যৌবনোদ্গমে তাহাদের অঙ্গেও অষ্টমীর জ্যোৎস্নার ন্যায় সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ সলিলশোভা দেখিয়া তাহারা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। একটি অপরটিকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"মীরা, কুমার রত্নসিংহকে কি ভাল ক'রে দেখেছিস্?"

"দেখেছি বৈকি ভাই, কেন কৃষ্ণা, তুমি কি দেখ নাই?"

"দেখেছি ব'লেই ত তোকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি।"

"আমি বলি তুমি বুঝি সাহস ক'রে দেখ্‌তে পারনি।"

"কেন পার্‌ব না, আমার ভয় কিসের?"

"ভয় আর কিছুরই না, ভয় কেবল সেই মদনঠাকুরের, পাছে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।"

"মরণ আর কি, রাজপুতের মেয়ের কি সহজে ধাঁধা লাগে?"

"মদনঠাকুরের কাছে কারুরই জারিজুরি খাটে না, তা রাজপুতের মেয়েই হোক্, আর মোগলের মেয়েই হোক্।"

"আচ্ছা ভাই, বল্ দেখি, কুমার দেখ্‌তে কেমন?"

"বেশ সুন্দর, কার্ত্তিকের মত চেহারা ; তোমারই বর হবার যুগ্যি।"

"আ মর্, সে কথা তোকে কে ব'ল্‌তে ব'ল্‌ছে ?"

"ব'ল্‌বে আর কে ? তোমার মনপ্রাণ ?"

"আমার মনপ্রাণের কথা তুই কি ক'রে জান্‌লি ?"

"এতদিন তোমার সঙ্গে থেকে। আর লুকিয়ে কি হবে ? তোমার ভাব বেশ বোঝা গেছে। সত্যি ভাই, আর লুকিও না ; এখন কি করে তোমাদের মিলন হবে, এস, তারই উপায় দেখা যাক্।"

"কি উপায় হবে, তাই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।"

"এখন পথে এস, আমার কথায় যদি রাজি হও, তাহ'লে উপায় সহজেই ঠিক হবে।"

"তোমার কোন্ কথায় ভাই আমি অরাজি ?"

"বা, একেবারে যে মোমের পুতুল, এতক্ষণ তবে পাথরের ছবির মত ঠন্ ঠন্ কচ্ছিলে কেন ?"

"নে ভাই, এখন রহস্য রাখ্ ?"

"আর বুঝি তর সচ্ছে না ? তবে শোন। যদি তুমি সাবিত্রী-মন্দিরে যেতে রাজি হও, তাহ'লে আমি রত্নসিংহকে সেখানে এনে তোমাদের মিলন ক'রে দিতে পারি, যেখানে প্রথম দেখা সেখানেই প্রাণে বাঁধা।"

"সাবিত্রীর মন্দিরে যাওয়া আর কঠিন কি ? দেবদর্শনে কাহারও আপত্তি হবে না, তবে তিনি কেমন ক'রে সেখানে আস্‌বেন ?"

"ও বাবা, এর মধ্যেই তিনি হ'য়ে গেলেন ?"

"তোর ভাই, সকল কথায় পরিহাস ?"

"পরিহাস না হ'লে ভাব জমাট বাঁধে না। এই যে বল্লেম, আমি গিয়ে আন্‌বো ?"

"তুমি কি ক'রে আন্‌বে ? তবে কি কুমারের সহিত তোমার দেখা হ'য়েছিল ?"

মীরা এইবার হাসিয়া ফেলিল। সে বলিতে লাগিল,—"যে দিন হ'তে তোমাদের দুজনের চারি চক্ষের মিলন হয়, সেদিন হ'তে আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি ; তোমাকে ত সকল সময়ে দেখ্‌ছি, রত্নসিংহকেও অনেক সময়ে দূর হ'তে দেখেছি, শেষে তিনি নিজেই আমাকে ধরা দিয়েছেন।"

"ত'বে ভাই তাঁ'র সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল ?"

"হাঁ গো হাঁ, তাইত ব'ল্‌ছি তিনি আমাকে দিয়ে তোমার পাণি-চুম্বনের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন।"

"এসব কথা ত তুই ভাই আমাকে একদিনও বলিস্‌নি।"

"তোমার মুখ দিয়ে কথাটা বা'র ক'রে নিয়ে ব'ল্‌বো মনে করেছিলেম। আজ যখন তুমি ব'লে ফেল্লে, তখন আমিও সমস্ত কথা বল্লেম।"

"তোর পেটে ভাই এত বুদ্ধি ?"

"তা তোমাকে জিঁত্তে পারিনি, এখন আমার কথায় রাজি আছ ত ?"

"তুমি যা বল আমি তাতেই রাজি।"

"তবে আমার সঙ্গে সাবিত্রীমন্দিরে চল"। এই বলিয়া মীরা

কৃষ্ণার হাত ধরিয়া তুলিল, উভয়ে দাঁড়াইয়া ফিরিয়া দেখিল একটি যুবক তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই যুবকই রত্নসিংহ। রত্নসিংহকে দেখিয়া প্রথমে উভয়ে একটু চমকিত হইল। পরে মীরা কহিল,—

"কৃষ্ণা এই দেখ্ আসামী হাজির, বলিস্ ত এই খানেই শাঁখ বাজাইয়া দিই।"

কৃষ্ণা লজ্জায় অধোবদন হইল। মীরা রত্নসিংহকে বলিল, "কুমার কতক্ষণ ?"

রত্ন—"আমি কিছু পূর্ব্বে আসিয়া তোমাদের মধুর আলাপ শুন্‌ছিলেম।"

"আপনি ত বড় অসামাজিক, পুরুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের কথা কাণ পাতিয়া শুন্‌ছিলেন কেন ?"

"অপরাধ হ'য়ে থাকে ত দণ্ড দেও।"

মীরা হাসিয়া বলিল,—"আপনি শীঘ্রই উহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবেন। চল্ ত কৃষ্ণা আমরা দণ্ডের ব্যবস্থা করিগে। আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন।"

রত্ন—"কোথায় যাইতে হইবে ?"

"অপরাধীর তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া মীরা কৃষ্ণাকে লইয়া চলিল। রত্নসিংহও স্তম্ভিতের ন্যায় তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আমরা এইখানে ইঁহাদের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। পবিত্র তীর্থস্থল পুষ্করহ্রদের তীরে রাজপুতানার প্রায় সমস্ত নরপতিবৃন্দের প্রাসাদ অবস্থিত। তাঁহারা

মধ্যে মধ্যে পুষ্করে সমাগত হইয়া ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও অন্যান্য দেব-দেবী দর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে অম্বররাজ, পৃথ্বীরাজের মহিষী কন্যা কৃষ্ণাবাইকে লইয়া পুষ্করে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মীরা কৃষ্ণার শৈশব-সহচরী; সুতরাং সেও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। এই সময়ে মিবারেশ্বর রাণা সঙ্গের পুত্র রত্নসিংহ মৃগয়া করিতে করিতে পুষ্করে আসিয়া উপস্থিত হন। একদিন সাবিত্রী-দেবীর মন্দিরে রত্নসিংহ ও কৃষ্ণার চারি চক্ষের মিলন হয়। তদবধি উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মীরা তাহাই লক্ষ্য করিয়া উভয়ের মিলন সংঘটিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। পাঠক তাহার কথা হইতেই উহার কিছু আভাস পাইয়াছেন।

মীরা, কৃষ্ণা ও রত্নসিংহকে লইয়া সাবিত্রী-মন্দিরে উপস্থিত হইল। পূজারি ঠাকুর ভোগরাগ দিয়া তখন মন্দির বন্ধের উপক্রম করিতেছিলেন, মীরা গিয়া তাঁহাকে মন্দির বন্ধ করিতে নিষেধ করিল। পরে তাঁহার কাণে কাণে কি কথা কহিল। পূজারি ঠাকুর রত্নসিংহ ও কৃষ্ণাকে সাবিত্রী-দেবীর সম্মুখে লইয়া বসাইলেন। তাহার পর নূতন দুইগাছি ফুলের মালা আনিয়া উভয়ের গলে দিলেন। মীরা মালা দুইগাছি বদল করিয়া কৃষ্ণার হাত লইয়া রত্নসিংহের হাতে স্থাপন করিল। পূজারি ঠাকুর তাহাদিগকে দুইচারিটী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলেন। মন্ত্র উচ্চারিত হইলে মীরা মন্দিরের শঙ্খটি লইয়া ফুঁ দিল। সেই নীরব রাত্রিতে নীরব মন্দিরের শঙ্খধ্বনি পুষ্করের নীরব হৃদয়ে যেন

একটু তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রত্ন ও কৃষ্ণার হৃদয়ে তরঙ্গ বহিয়া গেল।

২

পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে। পুষ্করের শুক্লাষ্টমীর ঘটনা ক্ষীণরেখার ন্যায় সকলের মনে জাগিতেছে। কৃষ্ণার হৃদয়েও যে তাহা উজ্জ্বলভাবে আছে, এরূপ বোধ হয় না। বালিকা-সুলভ চাপল্যে মীরার কথায় সে রত্নসিংহের হাতে হাত দিয়াছিল। কিন্তু তাহাই যে তাহার প্রকৃত বিবাহবন্ধন, ইহা সে মনে করিতে পারে নাই। অম্বরে ফিরিয়া আসিয়া মীরার সহিত তাহার দুই চারি দিন সে বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ক্রমে অন্যান্য ছেলেখেলার ন্যায় তাহারও স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়। মীরা সে কথা লইয়া মাঝে মাঝে কৃষ্ণার সহিত রহস্য করিত বটে, কিন্তু কৃষ্ণার হৃদয় তাহাতে আর আন্দোলিত হইত না। যদি আবার কখনও রত্নসিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত, অথবা উভয়ে উভয়ের সংবাদ লইত, তাহা হইলে তাহার চিত্ত হইতে সে দাগ কখনও মুছিয়া যাইত না। পুষ্করে সাক্ষাতের পর আর তাহাদের দেখাশুনা ঘটে নাই। কাজেই বালিকার চিত্তে সে ভাব স্থায়ী হয় নাই। বালিকাজীবনে এরূপ ছেলেখেলা অনেক ঘটিয়া থাকে।

কৃষ্ণার বয়স এক্ষণে সপ্তদশ অষ্টাদশ হইবে, সে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। রাজপুতকন্যাগণের কিছু অধিক বয়সেই বিবাহ হয়, বিশেষতঃ রাজকন্যাগণের উপযুক্ত পাত্র না মিলিলে তাহাদিগকে

কিছু অধিককালই অপেক্ষা করিতে হয়। কৃষ্ণার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণা অম্বরের রাজকন্যা; কাজেই তাহার উপযুক্ত পাত্র না হইলে কি রূপে বিবাহ হইবে? অম্বরাধিপ পৃথ্বীরাজ অনেক দিন হইতে কন্যার পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। মহিষী তজ্জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গঞ্জনাও দিতেন। কিন্তু পাত্র কোথায়? রাণা সঙ্গের অনেক গুলি পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা জ্যেষ্ঠ তাঁহারা সেরূপ গুণশালী ছিলেন না। তাঁহার তৃতীয় পুত্র রত্নসিংহ রূপেগুণে অদ্বিতীয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বর্ত্তমানে তিনি মিবারের সিংহাসন পাইবার অধিকারী নহেন। কাজেই পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে লক্ষ্য করেন নাই। এই সময়ে একটী রাজপুত যুবকের অদ্ভুত বীরত্ব, সাহস ও অন্যান্য গুণগ্রামের কথা রাজস্থানে প্রচারিত হইতেছিল, তাঁহার নাম সূর্য্যমল্ল। সূর্য্যমল্ল বুন্দীরাজ নারায়ণদাসের একমাত্র তনয়। বুন্দীর বীরগণ আপনাদের অসীম বীরত্বের জন্য চিরবিখ্যাত। মিবারের রাণার সাহায্য করিয়া তাঁহারা অনেক সময়ে রাজ-স্থানে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সূর্য্যমল্ল সেই বংশের উপযুক্ত বংশধর, এবং নারায়ণদাসের মৃত্যুর পর তিনিই বুন্দীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লের সহিতই কৃষ্ণার পরিণয়সংঘটনের ইচ্ছা করিলেন। মহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরে তাহাই কর্ত্তব্য স্থির হইল। বুন্দীরাজের সহিত কথাবার্ত্তার পর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে মীরা আসিয়া কৃষ্ণাকে বলিল,—"কিলো তোকে বিয়ে কত্তে নাকি নতুন বর আস্ছে।"

"বর ত নতুনই হয়।"

"তা ত বটে, কিন্তু তোমার নাকি আগে আর একটি বর জুটেছিল,—তাইতে ওকথা ব'ল্ছি।"

"আর ভাই সে কথা ব'লে লজ্জা দেও কেন ?"

"ভাল ভাল, অমন সুন্দর বরটিকে একেবারেই ভুলে গেলে।"

মীরার কথা শুনিয়া কৃষ্ণার একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহার মনে একটু যেন পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাহাকে বিচলিত হইতে দেখিয়া মীরা কহিল,—

"কিলো আবার চঞ্চলা হলি কেন ?"

"তুমিই ভাই চঞ্চলা করিয়া তুলিলে।"

"এখন কোন্ বরকে চাও বল দেখি ?"

"তোমার মত কি ?"

"আমার ত বিয়ে নয় যে আমি মত দিব। তোমার মনের কথাটা কি খুলে বলত।"

"কি ব'ল্ব ভাই, বাসন্তী শুক্লাষ্টমীতে পুষ্করের সেই সমস্ত কথা মনে প'ড়্ছে, সেই বাঁধা ঘাট, সেই তুমি, সেই আমি, সেই কুমার, তার পর সেই সাবিত্রীমন্দিরের কথা।"

"তবে পুরাণ বরটির দিকে মনটা টান্ছে দেখ্ছি।"

"মন টান্লে কি হবে ভাই !"

"সেকি এখনও ত তোমার বিয়ে হয় নি ?"

"বিয়ে না হ'লেও এখন আর কোন উপায় নাই।"

"তুমি রাজি হওত, আমি মহারাজ ও মহিষীকে সমস্ত কথা খুলে বলি।"

"না ভাই তুমি কখনও তা ক'রো না। তুমি কি শুন নাই, বুন্দীরাজপুত্রের সহিত বিয়ের কথাবার্ত্তা স্থির হ'য়ে গেছে। রাজপুতের কথার কি নড় চড় হয়। আর হ'লেও উভয় বংশে চিরদিনের জন্য অশান্তির আগুন জ্ব'ল্‌তে থাক্‌বে।"

"তোমার মনের আগুন কি নিবে যাবে ?"

"যাবেনা সত্যি, কিন্তু আমার মনের আগুন বড় না রাজপুতানার দুটী বড় বংশের মধ্যে অশান্তির আগুন বড়।"

"তা হ'লে উপায় ?"

"উপায় আর নেই। আমি নিজেই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি। পোড়া লজ্জায় সাবিত্রীমন্দিরের কথা কাহাকেও জানাই নাই। তোমাকেও ব'ল্‌তে নিষেধ ক'রেছিলেম।"

" তাইতে ত এমন ঘ'ট্‌লো।"

"তার পর কি এক মোহে সবই ভুলে গিছিলেম, তাতেই মা কি মহারাজ আমার কোন ভাবান্তর বুঝ্‌তে পারেন নি।"

"সত্যি কথা, তুমি যেন সে ব্যাপারটাকে ছেলেখেলার মত ক'রে তুলেছিলে।

"তুলে ভাই, তবুও কিছুদিন বেঁচে ছিলেম, নতুবা তখন হ'তেই পুড়ে মর্ত্তেম।"

"তখন হতে পুড়্‌তে কেন ?"

"তুমি কি মনে ক'রেছ, রাণার তৃতীয় পুত্রের সঙ্গে অম্বর-রাজকন্যার বিয়ে হ'ত ? মহারাজ সাবিত্রীমন্দিরের কথা জান্‌লেও বিয়ে দিতেন না। কাজেই তখন থেকে যে পুড়্‌তে আরম্ভ করিনি, এই টুকুই লাভ মনে কচ্ছি।"

"তবে একদিনের দেখায় মনপ্রাণ দিয়ে বসেছিলে কেন ?"

কৃষ্ণা কপালে হাত দিয়া কহিল,—

"সকলই অদৃষ্টের লেখা, পুড়িবার জন্য বোধ হয় আমার জন্ম, কাজেই আমাকে পুড়িতেই হইবে।"

মীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—

"তবে কি ভাই কোন উপায় নেই।"

"না ভাই, চল, এখন আমার নতুন বিয়ের উদ্যোগ ক'র্‌বে চল !"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে কৃষ্ণার বিশাল চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। বোধ হইল নেত্রকোণেও যেন দুই এক ফোঁটা অশ্রুও দেখা দিল।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে বুন্দীরাজপুত্র সূর্য্যমল্ল অম্বরে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি কৃষ্ণা ও সূর্য্যমল্লের বিবাহ হইয়া গেল। কৃষ্ণা যাইবার সময় মীরার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "মীরা, চিরজীবন পুড়িতে চলিলাম, আমার একটি প্রার্থনা, একথা আর কাহাকেও বলিও না।" মীরাও তখন কাঁদিতেছিল। তাহার পর বরবধূ বুন্দী অভিমুখে যাত্রা করিল। হায়! কৃষ্ণা কেন তুমি এমন ভ্রম করিয়াছিলে ?

৩

কৃষ্ণা রাজস্থানের দুইটি বংশের অশান্তির আগুন নিভাইয়া আপনার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দিল। যদিও তাহাদের একটি রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু অপরটি আর একটির সহিত দগ্ধ হইয়া যায়। অম্বররাজবংশ রক্ষা পাইলেও বুন্দী ও মিবার কৃষ্ণার হৃদয়ের আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল। পুষ্করের শুক্লাষ্টমীর ঘটনা বালিকা কৃষ্ণার হৃদয়ে অধিক দিন জাগিয়া না থাকিলেও, রত্নসিংহের মন হইতে তাহা কদাচ মুছিয়া যায় নাই। রত্নসিংহ কৃষ্ণার সেই কমনীয় প্রতিমা হৃদয়ে স্থাপন করিয়াই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাণা সঙ্গের মত পিতার নিকট তিনি ইহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই। তদ্ভিন্ন রত্ন মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণাই তাহার পিতামাতার নিকট পুষ্করের ব্যাপার বলিয়া ফেলিবে, এবং তাঁহারাই উদেযাগ করিয়া কৃষ্ণার সহিত রত্নের বিবাহ প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণারও দশা ঘটিয়াছিল। সেও গুপ্ত পরিণয়ের কথা আপনার পিতামাতাকে বলিতে সাহসী হয় নাই। যখন তিনি শুনিলেন যে, সূর্য্যমল্লের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি ক্ষোভে ও রোষে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণার প্রতি তাঁহার ঘৃণার সঞ্চার হইল ও সূর্য্যমল্লের প্রতি তাঁহার প্রতিহিংসার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সে সময়ে রাণা সঙ্গ জীবিত। রত্নসিংহ মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিলেন। রাণা সঙ্গ রত্নের বিবাহের উদেযাগ করিতে

লাগিলেন। সূর্য্যমল্লের ভগিনী সুজাবাইএর সহিত রত্নের বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহসময়ে আবার কৃষ্ণার সহিত রত্নের সাক্ষাৎ হয়। আবার চারিচক্ষের মিলন হইল, রত্নের প্রতি কৃষ্ণার দীনদৃষ্টিতে রত্নের হৃদয়ে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কৃষ্ণার প্রতি তাঁহার যে ঘৃণার ভাব জন্মিয়াছিল, তিনি তাহা দূর করিলেন। বুঝিলেন কৃষ্ণার কোনও দোষ নাই। ভাগ্যচক্রে সে সূর্য্যমল্লের সহিত পরিণীতা হইয়াছে। ক্রমে রত্নের ক্রোধাগ্নি সূর্য্যমল্লের দিকে ধাবিত হইল। বিবাহের পর হইতে কৃষ্ণা দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছিল, তাহার হৃদয়ের বেদনা সে ও মীরা ব্যতীত আর কেহই জানিত না। কেহ বুঝিতে পারে নাই কেন সে দিন দিন শুখাইতেছে। সূর্য্যমল্লের সহিত সে কথাও কহিত না, আলাপও করিত না, তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত যাইত না। সূর্য্য মল্ল প্রথম প্রথম কৃষ্ণাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও তাহার চিত্তে সন্তোষ দিতে পারেন নাই। ক্রমে তিনিও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণা একাকিনী থাকিয়া আরও শুখাইয়া যাইতেছিল। সূর্য্যমল্লের মাতা কৃষ্ণাকে চিররুগ্না মনে করিয়া আবার পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিলেন। রত্নসিংহের ভগিনীর সহিত সূর্য্যমল্লের আবার বিবাহ হইল।

রাণা সঙ্গ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রত্নসিংহ এক্ষণে মিবারের সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সঙ্গের জীবিতকালেই স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন, কাজেই সঙ্গের দেহ-

ত্যাগের পরই রত্নের মস্তকে মিবারের রাজছত্র ধৃত হইল। হায়! কৃষ্ণা যদি জানিত যে, রত্ন মিবারের সিংহাসনে বসিবেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পিতামাতার নিকট পুষ্করের ঘটনা বলিয়া ফেলিত, বা মীরাকে দিয়া বলাইত। কে জানিত সঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন ও রত্ন সিংহাসনে বসিবেন। যখন হইতে কৃষ্ণা জানিতে পারিল যে, রত্ন মিবারের রাণা হইবেন, তখন হইতে তাহার হৃদয়ের বেদনা আরও বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু সমস্তই অদৃষ্টের লেখা মনে করিয়া সে আপনাকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিত। রত্নসিংহ কিন্তু আগুন চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। রাণা হইয়া তিনি যখন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার প্রতিহিংসার আগুন আরও প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু যাহাকে তিনি দগ্ধ করিতে চাহেন, তাহার সহিত নানাপ্রকার বন্ধনে তিনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখনই তাঁহার প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিত, তখনই সুজাবাইএর ও তাঁহার আপন ভগিনীর কথা মনে পড়িত। কিন্তু কৃষ্ণার কথা মনে করিয়া তিনি আগুন একেবারে চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না।

এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। রত্নসিংহ মধ্যে মধ্যে বুন্দী গিয়া কৃষ্ণাকে দেখিয়া আসিতেন, ও তাঁহার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। একবার বুন্দী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সুজাবাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তোমার দাদার প্রথম স্ত্রী ওরূপ শুখায়ে যাচ্ছেন কেন?"

"জানি না কেন ? বিয়ের পর হইতেই তিনি ঐরূপ শুখায়ে যাচ্ছেন, তাইতে মা আবার দাদার বিয়ে দিলেন।"

"কেন শুখাচ্ছেন তোমরা কিছুই জাননা ?"

"না আমরা কিছুই জানিনে।"

"ও সম্বন্ধে কোন কথাই শুন নাই ?"

"লোকে বলে ওঁয়ার নাকি আর কাকে বিয়ে কত্তে ইচ্ছে ছিল।"

"কাকে, তা শুনেছ ?"

"না তা শুনিনি।"

"তাই যদি ছিল তবে তোমার দাদা বিয়ে ক'ল্লেন কেন ?"

"দাদা কি জান্‌তেন ?"

"তাঁর জানা উচিত ছিল।"

"সে কি কথা, তিনি কেমন ক'রে জান্‌বেন। যাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁকেই জানাতে হ'ত।"

"মেয়েমানুষ কি মনের কথা জানাতে পারে ?"

"তবে দাদার দোষ কি ?"

"তাঁরই সম্পূর্ণ দোষ, তাঁর খোঁজ খবর নিয়ে বিয়ে করা উচিত ছিল।"

সুজাবাই আর স্বামীর সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারণ, তিনি জানিতেন, রত্নের ক্রোধাগ্নি সহজেই জ্বলিয়া উঠে। সুজার নিকট হইতে কৃষ্ণার কথা জানিতে পারিয়া রত্নসিংহের মনে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল। তিনি এতদিন ধরিয়া যাহা

সহ্য করিয়াছিলেন, এখন তাহা আর পারিলেন না। সূর্য্যমল্ল তাঁহার জীবনের শান্তি নষ্ট করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সেই জন্য তিনি সূর্য্যমল্লকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। তজ্জন্য সুজাবাই বা আপনার ভগিনীর কথা বিবেচনা করিলেন না। তিনি সূর্য্যমল্লকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার রাজধানীতে আনাইলেন। পরে তাঁহার সহিত আহেরিয়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। রাজপুতগণ বসন্তকালে যে মৃগয়া করিয়া থাকেন, তাহাকে আহেরিয়া কহে। এই আহেরিয়া বা বাসন্তী মৃগয়া রাজপুতদিগের একটি পর্ব্ববিশেষ। এই মৃগয়ামোদ উপভোগ করিবার জন্য রাজপুতনায় অনেক প্রকার আয়োজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রত্নসিংহ সূর্য্যমল্লকে সেই আহেরিয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার মনে রহিল যে, সূর্য্যমল্লকেই আহেরিয়ায় মৃগস্থানীয় করিবেন। তাঁহার রাজধানীতে ঐরূপ ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে পাছে লোকে তাঁহার নামে কলঙ্ক প্রদান করে, সেই জন্য রত্নসিংহ আহেরিয়া উৎসবে সূর্য্যমল্লকে লইয়া চলিলেন। সূর্য্যমল্লের রাজ্য বুন্দীর সীমাতেই আহেরিয়া অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। তখন তাহার অয়োজনের জন্য মিবারে মহাধূমধাম পড়িয়া গেল।

বসন্তকাল, বুন্দীর প্রান্তস্থিত শৈলমালা শ্যামলতায় আপনাদের নীল কলেবর ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বৃক্ষগুলি নবীন পত্রে

সাজিয়া আবার যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। সমতলক্ষেত্র-সমূহ নবীন তৃণে ভূষিত হইয়া শ্যামগালিচাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। নানাপ্রকার বনফুলের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত, তাহাদের সৌন্দর্য্যও চক্ষুর তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। নানাবিধ পক্ষিকূজনে অরণ্যানী মুখরা। অদূরে স্বচ্ছসলিলা চর্ম্মন্বতী তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। এই সুন্দর পার্ব্বত্য অরণ্য রাজপুত-দিগের মৃগয়ার একটি উপযুক্ত স্থান। এখানে পশুরাজ সিংহ হইতে ক্ষুদ্রকলেবর শশক পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভল্লুক, মহিষ, শৃগাল ও বহুবিধ হরিণ আপন মনে তথায় বিচরণ করে। রাজপুতগণ মৃগয়ার জন্য সমবেত হইয়া যখন ঢক্কাধ্বনিতে সমস্ত বনস্থলী কম্পিত করিয়া তুলে, সেই সময়ে ঐ সমস্ত পশু ভীত ও চকিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। সেই সুন্দর বনমধ্যে পশুদিগের ইতস্ততঃ যাতায়াত দেখিয়া রাজপুতগণ পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাহারা আপনাদের অহিফেনসেবন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। এমন কি এই মৃগয়ামোদ ভোগ করিতে করিতে তাহারা আপনাদের ঘরসংসারও বিস্মৃত হয়। আহেরিয়া উৎসবে মত্ত হইয়া তাহারা কখনও কখনও যুদ্ধের কথাও ভুলিয়া যাইত। এই বাসন্তী মৃগয়া রাজপুত-জীবনের একটি প্রধান আনন্দের সামগ্রী।

রাণা রত্ন ও সূর্য্যমল্ল আহেরিয়া উৎসবে মত্ত হইয়া চর্ম্মন্বতীর পশ্চিম তীরের নিকট নন্দতা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং

সেই স্থানই মৃগয়ার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল। রাণা ও বুন্দীরাজ মৃগয়ার জন্য এক একটি স্থান বাছিয়া লইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুই একজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর রহিল। তাঁহাদের সৈন্য ও অন্যান্য লোকজন এদিকে ওদিকে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ঢক্কাধ্বনিতে প্রথমে মৃগকুল বনমধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল, তাহার পর রাজানুচরেরা তাহাদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল। তাহাদের তাড়নায় ও কোলাহলে পশুগুলি প্রমাদ গণিয়া এদিক ওদিক পলায়ন করিবার আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটি বাণবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িতেছিল। ঐ সিংহ যাইতেছে, ঐ ভল্লুক দৌড়াইল ও হরিণ আসিতেছে, এইরূপ শব্দে বনমধ্যে এক রূপ কলরবের সৃষ্টি হইল। রাণা, বুন্দীরাজ ও তাঁহাদের অনুচরগণ মৃগয়া করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন। সকলেই মৃগয়ামোদে মত্ত, কিন্তু রাণা রত্নসিংহ কেবল সূর্য্যমল্লকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে, সেই জন্য তিনি আহেরিয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন নাই। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, মৃগয়া শেষ হওয়ার উপক্রম হইল, রত্নসিংহ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, বুঝি তাঁহার সমস্ত সংকল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই সময়ে সূর্য্যমল্ল মৃগ অন্বেষণে একাকী রাণা ও তাঁহার অনুচরগণের সম্মুখীন হইলেন। রত্নসিংহ তাঁহার একজন অনুচরকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "পুরবিয়া, বরাহ শিকারের এই উপ-

যুক্ত সময়।” এই পুরবীয় সর্দ্দারের পিতাকে সূর্য্যমল্ল কোন কারণে হত্যা করিয়াছিলেন। পুরবীয় রাণার ইঙ্গিত পাইবামাত্র একটি শর সূর্য্যমল্লের প্রতি নিক্ষেপ করিল। সূর্য্যমল্ল তাহা দেখিতে পাইয়া আপনার ধনুকের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, শরটি বুঝি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার দিকে আসিয়াছে। কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ রাণার আর একটি অনুচরের নিক্ষিপ্ত শর তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। এ অনুচরটি রাণার ধাত্রীপুত্র। সে শরটিও সূর্য্যমল্ল ক্ষিপ্রহস্তে নিবারণ করিলেন, এবার তাঁহার হৃদয় সন্দেহে দোলায়মান হইয়া উঠিল। ধাত্রীপুত্রের শর নিবারণ করিতে না করিতে রত্নসিংহ স্বীয় অশ্বকে সূর্য্যমল্লের দিকে ধাবিত করিলেন ও মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্য্যমল্লের প্রতি শাণিত তরবারি চালিত করিয়া কহিলেন, “এই আহেরিয়ার শেষ।” তরবারির আঘাতে বুন্দীরাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, রুধিরধারায় তাঁহার অঙ্গ ও ভূমিতল প্লাবিত হইয়া গেল। অশ ভীত হইয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল। রাণা রত্ন সেখানে উপস্থিত থাকা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন, অশ্ব দ্রুতবেগে তাঁহাকে লইয়া ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরদ্বয়ও ধাবিত হইল। সূর্য্যমল্ল তথায় অজ্ঞান হইয়া একাকী পড়িয় রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি আপন গাত্রের শা দ্বারা ক্ষতস্থান বাঁধিয়া ফেলিলেন, ও দেখিলেন রাণা দূরে পলায়

করিতেছেন। সূর্য্যমল্ল রাণাকে পলাইতে দেখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন "হা কাপুরুষ, এখন তুমি পলাইয়া যাইতেছ? তোমা হইতেই মিবারের গৌরব চিরদিনের জন্য ডুবিল।"

রাণার অনুচর পুরবীয়ের কর্ণে বুন্দিরাজের কথা কয়টি গেল, সে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, সূর্য্যমল্ল ক্ষতস্থান বাঁধিতেছেন। তখন সে রাণাকে ডাকিয়া কহিল, "মহারাজ, কাজটা আধাআধি হইল, এখন উহা শেষ করা উচিত," রাণা দেখিলেন, সূর্য্যমল্ল উঠিয়া বসিয়াছেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার আপনার অশ্বকে তাঁহার প্রতি ধাবিত করিলেন; অশ্ব বুন্দীরাজের নিকটে পঁহুছিল। রাণা তাঁহার প্রতি আপনার বর্শা উদ্যত করিলেন। কিন্তু সূর্য্যমল্ল তখনও বলহীন হন নাই, তাঁহার শরীরে তখনও পর্য্যন্ত হার-রক্ত বহিতেছিল। তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া রাণার গাত্রবস্ত্র ধরিয়া ফেলিলেন ও তাঁহাকে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। পরে রাণার বক্ষের উপর জানু স্থাপন করিয়া এক হাতে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিলেন, ও অপর হাতে কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া রাণার বক্ষে বসাইয়া কহিলেন, "তখন আহেরিয়ার শেষ হয় নাই, এখন হইল!" রাণা বিকট চীৎকার করিয়া সূর্য্যমল্লের চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ুও বাহির হইয়া গেল। এই উদ্যমের জন্য সূর্য্যমল্লের ক্ষতস্থান হইতে আবার রক্ত ছুটিল, এবং তিনিও প্রতিযোগীর শবদেহের উপর পতিত হইয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

এইরূপে আহেরিয়া উৎসব সমাপ্ত হইল। রাণা রত্ন ও সূর্য্যমল্ল

আপন আপন জীবন দান করিয়া আহেরিয়া শেষ করিলেন। যে আগুন রত্ন এতদিন হৃদয় মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-দীপের সঙ্গে আজ তাহাও নির্ব্বাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যমল্লও তাহাতে পুড়িয়া মরিলেন। হায় কৃষ্ণা, তোমারই ভ্রমের জন্য আজ বুন্দী ও মিবার ছারখার হইয়া গেল। তুমি রাজপুতনার দুইটি বংশের অশান্তির আগুন নিভাইয়া আপনার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়াছিলে, কিন্তু তাহাতেই যে বুন্দী ও মিবার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তোমার সামান্য ভ্রমে আজ এই মহানর্থ সংঘটিত হইল। রাণা ও বুন্দীরাজের শবদেহ সেই খানেই পড়িয়া রহিল। রাণার অনুচরগণ তথা হইতে পলাইয়া গেল। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। তাঁহাদের অন্যান্য লোকজন ও সেনাগণ তাঁহাদের অন্বেষণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাদিগের শবদেহ দেখিতে পাইল। উভয়ের তথাবিধ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল। আজ আহেরিয়ার আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল, তাহারা সকলে কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কেন এমন হইল, কেহই বুঝিতে পারিল না। পরে অনুসন্ধানে বুঝিল যে, তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের জীবন শেষ করিয়াছেন। প্রথমে তাহারা মনে করিয়াছিল, বুঝি আহেরিয়ায় মৃগ লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকিবে। কিন্তু মদনের মৃগ যে এরূপ ঘটাইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, একটি সোণার মৃগের জন্যই এই আহেরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

৫

বুন্দী ও মিবারে এই শোচনীয় আহেরিয়ার সংবাদ পৌঁছিল। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বুন্দীরাজমাতা শোকে উন্মত্তার ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি সুজো মরিয়াছে, সে কি একাকীই মরিয়াছে, সেত কখনও এ পৃথিবী হইতে একাকী যায় নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল ও দর দর বেগে ক্ষীরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। পরে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সূর্য্যমল্ল প্রতিশোধ লইয়াই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তখন তিনি কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। সূর্য্যমল্ল তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলেন, তিনি বৈধব্যদশায় পতিত হইয়া তাঁহাকে অন্ধের যষ্টি করিয়াছিলেন। পুত্রও রূপেগুণে রাজস্থানে বিখ্যাত ছিলেন, হারবংশ সূর্য্যমল্লের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার যে অপরিমিত বল ও অদ্ভুত সাহস ছিল, তাহা তিনি মৃত্যুকালেও দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। এরূপ পুত্রের অকালমৃত্যুতে বুন্দীরাজমাতা যে বিহ্বল হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? তিনি যে কেবল পুত্রশোকে বিহ্বল হইলেন এমন নহে। কিন্তু রত্নসিংহের মৃত্যুতে তাঁহাকে যে আপনার কন্যাটিও বিসর্জ্জন দিতে হইবে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, বুন্দী ও মিবার দুই বংশের সোণার সংসার কাল আহেরিয়ার জন্য ছারখার হইয়া যাইবে।

কিছুদিন হইতে কৃষ্ণার অসুখ বাড়িয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য মীরা আসিয়াছে। মীরার এখন দুই তিনটি সন্তান। ছোট

ছেলেটিকে লইয়া মীরা বুন্দীতে আসিয়াছিল। কৃষ্ণা রুগ্ন-শয্যায় শুইয়া তাহাকে লইয়া আদর করিত, মধ্যে মধ্যে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। মীরা আসিয়া দেখিল, কৃষ্ণার জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অধিক দিন যে সে এ জগতে থাকিবে, তাহার আশা নাই। যে দিন কাল মৃগয়ার কথা বুন্দীতে পৌঁছিল, সেদিন মীরা কৃষ্ণার পাশে বসিয়া তাহার সহিত দুটি একটি কথা কহিতেছিল। কৃষ্ণা বলিতেছিল,—

"ভাই এখন শীঘ্র ছুটি হইলে বাঁচি।"

মীরা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—

"ছুটি ত হয়েছে, বাকী কি আর আছে? সেই রত্নসিংহ ত রাণা হইলেন, তবে তুমি এমন সর্ব্বনাশ করিলে কেন?"

কৃষ্ণা কপালে হাত দিয়া কহিল, "সবই বিধাতার লিখন।"

তাহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় বুন্দীরাজবাটীতে সংবাদ পৌঁছিল যে, সূর্য্যমল্ল ও রত্নসিংহ আহেরিয়ায় পরস্পরের জীবন শেষ করিয়াছেন। যেখানে কৃষ্ণা ও মীরা ছিল, সেখানেও সংবাদ গেল। সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহার সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। মীরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, সে ধূলাতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া সকলে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কৃষ্ণার জীবনদীপ নিবিয়া গিয়াছে। মীরা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—

"কৃষ্ণা, তুই যদি ভুল না কত্তিস্, তাহ'লে তোরও এদশা ঘ'টৃত না; আর মিবার ও বুন্দী ছারখার হ'ত না।"

সকলে মীরার কথা শুনিয়া অবাক্ হইল ও ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, কৃষ্ণার জন্যই কাল আহেরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রত্নের ভগিনী স্বামীর সহগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি শ্বশ্রূর চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ চাহিলেন। রাজমাতা কহিলেন, "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্"; পরে তিনিও তাঁহার সহিত মৃগয়াস্থানে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। বুন্দীর সকলে তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সমস্ত উদ্যোগ শেষ হইলে, তাঁহারা নন্দতায় গমন করিলেন। যেখানে সূর্য্যমল্ল ও রত্নসিংহের দেহ পড়িয়া ছিল, তাঁহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যমল্লকে দেখিয়া রাজমাতা একবার তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন, কহিলেন, "বাপ সুজো! তুমি এত শীঘ্র আমাকে ফেলিয়া চলিলে ? মা শাকম্ভরি, তোমার মনে এই ছিল ?" তাহার পর তাঁহার হস্ত হইতে সকলে সূর্য্যমল্লের দেহ কাড়িয়া লইল। রাজমাতা ভূতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সূর্য্যমল্লের মহিষীও কাঁদিয়া সকলকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। ক্রমে শবদেহের সৎকারের ও সহগমনের আয়োজন হইতে লাগিল, এমন সময়ে মিবার হইতে সংবাদ আসিল যে, মহিষী সুজাবাইও সহগমনে আসিতেছেন। তখন সুজাকে দেখিবার জন্য রাজমাতা একটু আশ্বস্ত হইলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সমাগত না হন, ততক্ষণ সৎকার হইবে না স্থির হইল, কিন্তু তাহার আয়োজন চলিতে লাগিল।

মিবারে এই সংবাদ পৌঁছিলে সুজাবাই বিহ্বল হইয়া পড়ি-

লেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই আহেরিয়ায় ফল ভাল হইবে না। রাণা রত্নের ক্রোধ যে সূর্য্যমল্লের প্রতি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সুজাবাই তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্রমে যখন তিনি শুনিলেন যে, কৃষ্ণার জন্য এই রক্তপাত ঘটিয়াছে, তখন তিনি আরও ব্যস্ত হইলেন। মীরার ঐ কথা প্রকাশের পর বুন্দী ও মিবারে আহেরিয়ার রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুজাবাইও তাহা শুনিতে পান। তখন তাঁহার মনে হইল যে, রত্নসিংহ কেন তাঁহাকে কৃষ্ণার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেনই বা সূর্য্যমল্লের প্রতি তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ইহাই যদি ঘটিয়াছিল, তবে কৃষ্ণা কেন মিবারের মহিষী হইল না? আমি চিরদিন তাহার সেবা করিয়া রাণার মনস্তুষ্টি করিতাম। কেন সে বুন্দীতে গিয়া দুইটি সংসার পোড়াইয়া ছারখার করিল?" তাহার পর তিনি রাণার সহগমনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, গুরুজনদিগের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আহেরিয়াক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, এবং পূর্ব্বে তথায় সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। সুজাবাই শুনিলেন যে, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃবধূ তথায় আসিয়াছেন, এবং ভ্রাতৃবধূও সহগমনে যাইবেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন, ক্রমে ক্রমে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রত্ন সিংহের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন।

চিতা সজ্জিত হইল। একটিতে রত্নসিংহের অপরটিতে সূর্য্যমল্লের দেহ উঠিল। সুজাবাই ও রত্নের ভগিনী আপন আপন

স্বামীর চিতায় উঠিয়া বসিলেন। ক্রমে তাহাতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার শিখা আকাশে উত্থিত হইল। দূর হইতে লোকে অনুমান করিল, দাবানলের সঞ্চার হইয়াছে। বুন্দীরাজমাতাকে লইয়া সকলে তথা হইতে অপসৃত হইল। যেখানে দুই সতী সহগমন করিয়াছিলেন, তথায় এক একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। সুজাবাইয়ের স্মৃতিস্তম্ভ উপত্যকার শিরোদেশ শোভা করিয়া আজিও সেই কাল আহেরিয়ার কথা সকলের মনে জাগাইয়া দিতেছে।



এই গল্পের মূলভাগ Tod's History of Rajasthan মিবার ও বুন্দী দেখ।



প্রতিশোধ।

১

সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে সুন্দর গালিচার উপর ন্যস্ত তাকিয়ায় দেহভার স্থাপন করিয়া বর্দ্ধমানাধিপ কৃষ্ণরাম রায় স্বর্ণ-খচিত আলবোলার সূক্ষ্ম মুখ হইতে ধূমপান করিয়া মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখস্থ দ্বারটি ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া গৃহমধ্যে লুক্কায়িত অন্ধকারপুঞ্জকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছিল। সহসা বহির্দ্দেশ হইতে এক প্রবল আঘাতে দ্বারটি খুলিয়া গেল, এবং অন্ধকাররাশিও প্রকো-ষ্ঠের কোণে কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দ্বারোন্মোচনের শব্দে কৃষ্ণরামের তন্দ্রা জাগরণে পরিণত হইয়া তাঁহার দেহযষ্টিকে তাকিয়ার স্কন্ধ হইতে অপসারিত করিয়া দিল। কৃষ্ণরাম সন্ত্রস্তভাবে দ্বারোদ্ঘাটনকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সংবাদ কি?"

"সংবাদ বড়ই অশুভ।"

"কিরূপ অশুভ খুলিয়া বল।"

দ্বারোদ্‌ঘাটনকারী উত্তর করিল, "বিপক্ষগণ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছে। যদিও তাহারা বাঁকার পরপারে আছে, কিন্তু শীঘ্রই নগর আক্রমণ করিবে, তাহাদের সহিত পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁও যোগ দিয়াছে।"

"কোতোয়ালকে এ সংবাদ দিয়াছ কি?"

"তাঁহার নিকট সংবাদ দিয়াই মহারাজের নিকট আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "এক্ষণে উপায় কি? জগৎরাম এ সংবাদ শুনিয়াছেন কি?"

"আমি এখনও তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি নাই।"

"তাঁহাকে শীঘ্র সংবাদ দেও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটনকারী নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারোদ্‌ঘাটনকারী বর্দ্ধমানাধিপের জনৈক দূত, এবং জগৎরাম তাঁহার পুত্র যুবরাজ। দূত চলিয়া গেলে কৃষ্ণরাম অপর একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

আমরা এইখানে উক্ত কথোপকথনসম্বন্ধে একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি। বর্দ্ধমান প্রদেশের চেতোয়া ও বর্দ্দা নামক স্থানের জমীদার সভাসিংহের সহিত কৃষ্ণরাম রায়ের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষ্ণরাম ঐশ্বর্য্যে ও ক্ষমতায় পশ্চিম বঙ্গে অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন। সভাসিংহ প্রভৃতির প্রতিও তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু সভাসিংহের পক্ষে তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং পরিশেষে তাহা

ঘোরতর আকার ধারণ করিয়াছিল। সভাসিংহ সহসা কৃষ্ণরামের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিতেন না, কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপের প্রাধান্যনাশের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। তিনি বহুদিন হইতে নানাপ্রকার আয়োজন ও অনেকগুলি সৈন্য-সংগ্রহও করিয়াছিলেন, কৃষ্ণরামও গোপনে তাঁহার সমস্ত সংবাদই লইতেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজার বিরুদ্ধে একাকী অগ্রসর হইতে সাহসী না হওয়ায়, সভাসিংহ উড়িষ্যার পাঠানগণের মধ্যে রহিম খাঁ নামক একজন পরাক্রান্ত সর্দ্দারকে আপনার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। কতলু খাঁ ও ওসমানের শিক্ষিত সৈন্যের বংশধরগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশে বিরাজ করিত। রহিম খাঁ তাহাদেরই জনৈক সর্দ্দার। রহিম খাঁ সভাসিংহের আহ্বান উপেক্ষা না করিয়া আপনার পাঠান সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। যথা সময়ে উভয়ে মিলিত হইয়া অতি গুপ্তভাবে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন। দূত সেই সংবাদই কৃষ্ণরামকে প্রদান করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ইঁহাদের মিলন বা অন্যান্য গতিবিধির কথা রাজা জানিতে পারেন নাই। যে সময়ে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে সময়ে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কৃষ্ণরাম শেষে যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেটি অস্ত্রাগার। তাহাতে অনেক প্রকার অস্ত্র সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত ছিল। তীর, তরবারি, বর্ষা, বন্দুক, বর্ম্ম, চর্ম্ম, কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি একটি সুদৃঢ় বর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া কটিদেশে

তরবারি ঝুলাইয়া বন্দুকহস্তে অস্ত্রাগার হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার কটিবন্ধের নিম্নে আর একখানি ক্ষুদ্র অস্ত্রও দেখা যাইতেছিল। কৃষ্ণরাম বাহিরে আসিবামাত্র রণসাজে সজ্জিত কোতোয়ালও উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোতোয়াল, সমস্ত শুনিয়াছ ত ?"

কোতোয়াল উত্তর করিল,—"সমস্তই শুনিয়াছি।"

রাজা বলিলেন,—"কি উপায় স্থির করিয়াছ ?"

"যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন উপায় দেখি না" বলিয়া কোতোয়াল উত্তর দিল।

সহসা কে একজন উপস্থিত হইয়া বলিল,—"যুদ্ধ ? প্রবল তুফানের মুখে ডিঙ্গি নৌকা লইয়া যাইতে সাহস করিবে কে ?"

কোতোয়াল একটু ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিল,—"ছি, যুবরাজ, ক্ষত্রিয়কুমারের মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না।"

কোতোয়াল যুবরাজ জগৎরামকেই উত্তর দিয়াছিল।

যুবরাজ বলিলেন, "সে যাহা হউক, কিন্তু শুনিয়াছ ত, সভাসিংহের সহায় কে ?"

রাজা কৃষ্ণরাম ইহাদের বাদ-প্রতিবাদে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "গৃহদ্বারে শত্রু উপস্থিত, আর তোমরা এই সময়ে বিতণ্ডা আরম্ভ করিলে ? যাক্ আর তর্ক বিতর্কে প্রয়োজন নাই। জগৎরাম, আমি যা বলি শুন।"

"আজ্ঞা করুন," বলিয়া জগৎরাম পিতার দিকে চাহিলেন।

রাজা বলিলেন, "আমি ও কোতোয়াল নগর রক্ষা করিতেছি ; তুমি এখনই কৃষ্ণনগর যাত্রা কর। রাজা রামকৃষ্ণ আমাদের পরম সুহৃৎ, তাঁহার সাহায্য ব্যতীত জয়াশার সম্ভাবনা নাই।"

জগৎরাম বলিলেন, "আমিও তাই মনে করিতেছিলাম, কিন্তু গৃহদ্বারে উপস্থিত শত্রুর সম্মুখ দিয়া কেমন করিয়া যাইব ?"

রাজা উত্তর করিলেন, "সে জন্য তোমার কোনই চিন্তা নাই। পূর্ব্বেই আমি সে সমস্যার পূরণ করিয়া রাখিয়াছি।"

"তবে যাহা আদেশ করেন তাহাই প্রতিপালন করিব।"

"শুন জগৎরাম, বিপক্ষগণ এখনও নগর বাহিরে আছে, বাঁকা পার হইতে তাহাদের বিলম্ব হইবে, তুমি নবদ্বীপের পথ ধরিয়া যাও, ভীত হইও না, তোমাকে স্ত্রীলোকের শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতে হইবে, কেহই তোমাকে চিনিতে পারিবে না।"

কোতোয়াল বলিল, "মহারাজের যুক্তি প্রশংসনীয় বটে," মনে মনে কহিল,"তোমার কাপুরুষ পুত্রের ইহা ভিন্ন আর কি গতি হইতে পারে ?"

রাজা বলিলেন, "এখন বুঝিতে পারিয়াছ ত ? তবে যাও, আর বিলম্ব করিও না, প্রবাসোপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সত্বর শিবিকায় আরোহণ কর।"

"চলিলাম" বলিয়া জগৎরাম চলিয়া গেলেন। রাজা কোতোয়ালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"কোতোয়াল, তুমি অবিলম্বে সৈন্যগণের নিকট যাও, আমি একবার অন্তঃপুর হইতে সাক্ষাৎ করিয়া আসি। আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাইতেছি।"

"মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া কোতোয়াল চলিয়া গেল। রাজাও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

২

রাজান্তঃপুর মাধ্যাহ্নিক ভোজনের কোলাহলে সে সময়ে মুখর হইতেছিল। দাস দাসী ও পরিজনবর্গের ভোজন শেষ হয় নাই। তাহাদের কলরব অন্তঃপুর-চত্বরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। রাজা সেই কলরবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাণীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। রাণী গালিচার উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। পার্শ্বে তাঁহার ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী কন্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য একটি পাশা খেলার ঘর বুনিতেছিলেন। রাণী প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু নবীনযৌবনোদ্গমে রাজকন্যার রূপরাশি প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্নার ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও সুচারুমুখমণ্ডলে লাবণ্য উছলিয়া উঠিতেছিল। ঘর্ম্ম-বিন্দুসিক্ত-ললাটচুম্বনলোলুপ, ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অলকরাজিকে মধ্যে মধ্যে স্থানচ্যুত করিয়া রাজকুমারী সুচীকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছিলেন। অসময়ে রাজাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার রণবেশ দেখিয়া তাঁহারা একটু শঙ্কিতও হইয়াছিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"অসময়ে রণবেশে আগমন কেন?" রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,—

"বিপদের কথা এখনও কি তুমি শুনিতে পাও নাই?"

রাজকন্যা বলিলেন, "কি হয়েছে বাবা?"

"আর কি হইবে? সর্ব্বনাশ উপস্থিত, সভাসিংহ আমার সর্ব্বস্বহরণের জন্য সসৈন্যে বর্দ্ধমানে আসিয়াছে, পাঠানসর্দ্দার রহিম খাঁও তাহার সহিত যোগ দিয়াছে।"

রাণী বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, তুমি কি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ?"

"তোমার কি মনে হয় রাণি?"

"আমার ত তাহাই বোধ হইতেছে, কিন্তু তোমার এ বয়সে কি ঐরূপ ভয়ানক শত্রুর সম্মুখে যাওয়া ভাল?"

রাজা একটু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। রাজকন্যা বলিলেন,—

"সে কি মা, বাবা এখনও শিকারে বাঘের সহিত লড়াই করিতে পাবেন, আর এই মানুষগুলার কাছে যাইতে পারিবেন না?"

"ঠিক বলিয়াছিস্" বলিয়া রাজা কন্যার মস্তকে আশীর্ব্যঞ্জক হস্ত প্রদান করিলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "আমার কেবল তোরই জন্য ভয় ছিল, এখন সে ভয় ঘুচিয়া গেল।"

"কেন বাবা, আমার জন্য কি ভয় ছিল?"

"তুই আত্মরক্ষা করিতে পারিবি কি না তাহাই ভাবিতেছিলাম।"

রাণী বলিলেন,—

"তোমরা ও সব কি বলাবলি করিতেছ? ভগবান্ কি আমাদের প্রতি এত নিদয় হইবেন যে, আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে?"

"রাণি, ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে? পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া কি ভাল নয়? আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছি, জগৎরাম এখনই রাজা রামকৃষ্ণের নিকট কৃষ্ণনগরে যাত্রা করিবে। আমি ফিরিয়া আসিব কিনা সন্দেহ, কাজেই তোমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

রাজকন্যা বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। দাদা কৃষ্ণনগরে গেলেও আমরা নিজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিব। ক্ষত্রিয়কুমারী আত্মরক্ষা করিতে ভাল করিয়াই জানে।"

"তবে এই ধর," বলিয়া রাজা কটিবন্ধের নিম্ন হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া রাজকন্যার হস্তে প্রদান করিলেন, এবং তাহার কোষটিও উন্মোচন করিয়া দিলেন। রাজকন্যা ছুরিখানিকে পুনর্ব্বার কোষমধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে সযত্নে রাখিয়া দিলেন।

এই সময়ে যুবরাজ জগৎরাম প্রবাসোপযোগী বেশভূষায় ভূষিত হইয়া উপস্থিত হইলেন ও পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন। জ্যেষ্ঠকে দেখিয়া রাজকুমারী বলিলেন,—

"দাদা, তুমি কৃষ্ণনগর হইতে ঘুরিয়া আইস, তোমার খেলার ঘর প্রায় শেষ হইয়াছে।" জগৎরাম উত্তর দিলেন,—

"এখন কি খেলা খেলিব তাহাই ভাবিতেছি।"

রাজা—"জগৎরাম আর বিলম্ব করিও না।"

জগৎ—"বিলম্বের কোনই প্রয়োজন নাই; তবে আপনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইতেছেন পরিবারবর্গের রক্ষার উপায় কি?"

রাজা—"সে ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না, আমি তাহার উপায় করিতেছি। তুমি শীঘ্রই শিবিকারোহণে গমন কর।"

"তবে আসি," বলিয়া জগৎরাম পিতা মাতার পদধূলি লইলেন, পরে ভগিনীর মস্তকে হাত দিয়া স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"তোর হাতে ছুরী দিলাম কেন বুঝিতে পারিয়াছিস্।"

"বুঝিয়াছি বাবা, আত্মরক্ষার জন্য।"

"কেবল তাহাই নহে, নারায়ণ না করুন, যদি আমি ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে ঐ ছুরী যেন প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত না হয়।"

রাণী ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও কি বলিতেছ? আমার এই দুধের মেয়ে ছুরী দিয়ে কি করিবে?"

"সে তোমার দুধের মেয়ে বুঝিতে পারিয়াছে। আমি জগৎরাম অপেক্ষা তোমার মেয়েকেই অনেক কার্য্যে উপযুক্ত মনে করি।"

সহসা দূরে ভেরী বাজিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, "রাণি, তবে আমি চলিলাম, বোধ হয় এই শেষ দেখা," এই বলিয়া

কৃষ্ণরাম দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। রাণী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে কন্যাকে বলিতে লাগিলেন,—

"সত্যসত্যই কি আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে?"

"কি করিয়া বলিব মা, বাবা যাহা বলিলেন, তাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়ই বোধ হইতেছে।"

"রাজা কি সত্যসত্যই ফিরিবেন না?"

"জানি না মা, অদৃষ্টে কি আছে।"

"জগৎ ত কোনরূপে প্রাণে বাঁচিবে, তোর উপায় কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি।"

"সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না মা, বাবা তার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন," এই বলিয়া রাজকুমারী কোষমধ্য হইতে সেই শানিত ছুরিকাখানি উন্মুক্ত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ছুরিকা তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া যেন ধন্য হইয়া উঠিল, রাণী ছুরিকাখানিকে দেখিয়া একটু শিহরিয়া উঠিলেন। রাজকন্যা পুনর্ব্বার তাহাকে কোষমধ্যে রাখিয়া দিলেন।

৩

বর্দ্ধমানের দক্ষিণ ভাগে বাঁকানদী আপনার ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী তুলিয়া বক্রগতিতে ছুটিয়া যাইতেছিল। হিন্দু ও পাঠান সৈন্যের তাড়নায় আজ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় একটু আলোড়িত হইয়া উঠে। ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহকে প্রথমে বাঁকা পার হইবার আদেশ দিয়া সভাসিংহ রহিম খাঁর সহিত অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বাঁকা পার হইলেন। তাঁহাদের সহিত অশ্বারোহী

ও পদাতি উভয়বিধ সৈন্যই আসিয়াছিল। যে সময়ে তাঁহারা বাঁকার অপর পারে ছিলেন, দূত তাহা অবগত হইয়া রাজা কৃষ্ণরামকে সংবাদ দেয়। যদিও তাঁহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য দূত পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাঁহাদের বর্দ্ধমানের নিকট উপস্থিতির পূর্ব্বে বিশেষ কিছুই জানিতে পারে নাই। রাজাও অধিক পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যখন বিপক্ষগণ বাঁকা পার হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে কোতোয়ালের ভেরীধ্বনিতে রাজার সমস্ত সৈন্য তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। রাজা কৃষ্ণরামও অবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন ও কতকগুলি সৈন্যকে রাজপুরী রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন।

রাজার সৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া সভাসিংহ রহিম খাঁর সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিকটে হিম্মৎসিংহও উপস্থিত ছিলেন। সভাসিংহ বলিলেন,—

"কিরূপে শত্রুগণকে আক্রমণ করা যায়?" রহিম খাঁ উত্তর করিলেন,—

"এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের জন্য ভাবনা কি? এক ফুৎকারে ইহারা কোথায় উড়িয়া যাইবে।"

সভাসিংহ—"তাহা হইলেও একটা কিছু করিতে হইবে ত?"

হিম্মৎ সিংহ বলিলেন,

"আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন, আমি একাকীই উহাদিগকে ধরাশায়ী করিতেছি।"

সভাসিংহ—"ভাল তুমিই অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাতে থাকিতেছি।"

রহিম—"বেশ কথা, হিম্মৎ প্রথমে, তাহার পিছনে আমি ও আমার পিছনে আপনি থাকিবেন।"

"সেই ভাল" বলিয়া সভাসিংহ সৈন্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। পূর্ব্বপরামর্শ মত এক ভাগ হিম্মৎ সিংহের অধীনে অগ্রে অবস্থিত হইল, দ্বিতীয় ভাগ রহিম খাঁর অধীনে মধ্যস্থলে, ও তৃতীয় ভাগ তাঁহার নিজের অধীনে সর্ব্বশেষে রক্ষিত হইল। রাজসৈন্য মধ্য হইতে প্রথমতঃ দুই একটি বন্দুক-নিক্ষিপ্ত গুলি হিম্মৎসিংহের সৈন্য মধ্যে পড়িতে লাগিল, তখন হিম্মৎ-সিংহের সৈন্যেরাও প্রতিবর্ষণ আরম্ভ করিল। রাজার ও কোতো-য়ালের অবিরত উৎসাহে রাজসৈন্যগণ মুহুর্মুহুঃ গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। হিম্মৎ সিংহের সৈন্যগণ একটু পিছু হটিয়া গেল, অমনি রাজসৈন্যগণ একটু অগ্রসর হইল। এই সময়ে রহিম খাঁ অগ্রসর হইয়া হিম্মৎ সিংহের সহিত যোগদান করিলেন। দলে পুষ্ট হইয়া উভয়ে রাজার সৈন্যদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের সৈন্যগণের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে রাজ-সৈন্যগণ ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল। অবশিষ্টেরা পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময়ে অশ্বপৃষ্ঠারূঢ় রাজা কৃষ্ণরাম রায় অগ্রসর হইয়া স্বহস্তে গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ যুবার ন্যায় উৎসাহে বিপক্ষগণের গতি-রোধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার উৎসাহ দেখিয়া সেই অল্পসংখ্যক

সৈন্য দ্বিগুণপরাক্রমে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। পশ্চাদ্ভাগ হইতে কোতোয়াল তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর যখন হিম্মৎ সিংহ ও রহিম খাঁ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, সেই সময়ে সভাসিংহ তাঁহাদের পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া যোগ দিলেন। এইবার আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। রাজার সৈন্য ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিল, বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যগণও ধরাশায়ী হইতে আরম্ভ করিল। রাজা কৃষ্ণরাম রায় উৎসাহসহকারে যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সভাসিংহের হস্তনিক্ষিপ্ত একটি গুলি আসিয়া তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিল, রাজা অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন, অমনি বিপক্ষ পক্ষ হইতে জয়ধ্বনি উঠিল। রাজসৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, কোতোয়াল তাহাদিগকে আর স্থির রাখিতে পারিল না। বিপক্ষগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

এইবার তাহারা রাজপুরী অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। কোতোয়াল বহুকষ্টে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল, তথায় পূর্ব্বেও কতকগুলি সৈন্য প্রাসাদ রক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া ছিল। কোতোয়ালকে পুনর্ব্বার যুদ্ধের জন্য উদেযাগী দেখিয়া বিপক্ষগণ নানা প্রকার বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোতোয়াল তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সৈন্যগণকে গুলিবর্ষণের আদেশ দিল। তাহারা প্রবলবেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল, কোতোয়ালও স্বহস্তে বিপক্ষগণের প্রতি গুলিবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া বিপক্ষগণ পরা-

ক্রমসহকারে রাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল, কোতোয়ালের সৈন্যগণের অধিকাংশই ধরাশায়ী হইল, অবশিষ্টেরা পলায়ন করিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিল। কোতোয়াল নিজে বক্ষঃস্থলে গুলিবিদ্ধ হইয়া বসুধার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল! প্রভুভক্তের রক্তে প্রভুর দ্বারদেশের মৃত্তিকা রঞ্জিত হইল!

প্রাসাদের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল, বিজেতাদিগের আঘাতে ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। সৈন্যগণ উদ্দামগতিতে প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুট পাট আরম্ভ করিল। কতিপয় সৈন্য সহ সভাসিংহ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়া, যেখানে রাণী ও রাজকন্যা ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। রাণী ও রাজকুমারী যুদ্ধের সমস্ত সংবাদই পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, রাণী শোকের আবেগে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু রাজকন্যা শোকে ও ক্ষোভে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের কথা ভাবিতেছিলেন। রাজকন্যার অতুলনীয় রূপলাবণ্য দেখিয়া সভাসিংহের চিত্তে এক প্রবল তুফান উঠিল, অতিকষ্টে চিত্তবেগ প্রশমিত করিয়া সভাসিংহ তথা হইতে সরিয়া আসিলেন। তিনি যতক্ষণ ছিলেন, রাণী আর্ত্তনাদে প্রকোষ্ঠ বিদীর্ণ করিতেছিলেন, কিন্তু রাজকুমারী মধ্যে মধ্যে সেই ছুরিকাখানি স্পর্শ করিতেছিলেন। সভাসিংহ কতিপয় সৈন্যকে অন্তঃপুরের প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে জনৈক প্রধান সৈন্যকে আদেশ দিলেন যে, রাজকুমারী ও রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখে। তৎপরে তিনি প্রাসাদ হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গমনের কিছু পরেই সেই প্রধান সৈনিক রাণীর প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,

"রাজকুমারি, আপনি এই দিকে আসুন,"

"উত্তম" বলিয়া রাজকন্যা উঠিয়া দাঁড়াইলেন,

রাণী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে আমার দুধের মেয়েকে কোথায় নিয়ে যাস্" সৈনিক উত্তর করিল, "তাঁহার জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না,"

রাণী তাহা না শুনিয়া আছড়াইয়া পিছড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজকন্যা নিঃশঙ্কচিত্তে সৈনিককে বলিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে চল," "আসুন" বলিয়া সৈনিক অগ্রসর হইল, রাজকন্যাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। সৈনিক তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে থাকিতে বলিয়া তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য রীতিমত পরিচারিকাদি নিযুক্ত করিল, কিন্তু তথায় প্রহরীও নিযুক্ত হইল, রাণীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাতের উপায় রহিল না। রাণীর প্রকোষ্ঠেও পরিচারিকা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীও নিযুক্ত হইল। এইরূপে সমস্ত অন্তঃপুর ও প্রাসাদে প্রহরী নিযুক্ত হইয়া গেল।

৪

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিতেছে, পাখিগণ কলরব করিতে করিতে উড়িয়া বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইয়া এক্ষণে নীরব হইয়াছে, গাভীর পাল ধূলি উড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে, গ্রামমধ্যস্থ গোশালা

হইতে ধূম বহির্গত হইয়া ধূলির সহিত মিশিয়া সন্ধ্যার ছায়াকে আরও গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। এমন সময়ে বৰ্দ্ধমান হইতে নবদ্বীপের পথে একখানি শিবিকা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল, শিবিকাখানি বস্ত্রমাণ্ডত, তাহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকের বহনোপ-যোগী বলিয়াই বোধ হইতেছিল। শিবিকাবাহকদিগের শব্দও মন্দীভূত। দুই এক জন পথিক শিবিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"সওয়ারী কোথায় যাইবে?" বাহকেরা উত্তর দিল, "কালনা,"

"রাত্রিতে চটিতে থাকিতে হইবে" বলিয়া পথিকেরা গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেল। শিবিকা আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। যে সমস্ত পথিক শিবিকা দেখিয়াছিল, তাহারা বৰ্দ্ধমানাভিমুখে যাইতেছিল, কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাহাদের সহিত দুইজন অশ্বারোহী সৈনিকের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,

"এদিকে কাহাকেও অশ্বারোহণে যাইতে দেখিয়াছ?"

পথিকেরা উত্তর দিল, "আমরা যতদূর হইতে আসিতেছি তাহার মধ্যে দেখি নাই।"

প্রথম সৈনিক—"আচ্ছা, কাহাকেও হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছ?"

"হাঁটিয়া ত কত লোক যাইতেছে, কাহার কথা বলিতেছ, কেমন করিয়া বুঝিব?"

দ্বিতীয়—"আচ্ছা, আচ্ছা, কোন পাল্কী যাইতে দেখিয়াছ কি ?"

"দেখিয়াছি একখানি পাল্কী কিছু পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে।"

প্রথম—"তাহাতে কাহাকেও দেখিতে পাইলে ?"

"কেমন করিয়া দেখিব ?"

দ্বিতীয়—"পাল্কীতে লোক যাইতেছে, আর তোমরা দেখিতে পাইলে না ?"

"পাল্কীর সমস্তই যে কাপড়মোড়া, সে যে মেয়ে মানুষের পাল্কী।"

প্রথম—"মেয়ে মানুষের পাল্কী, তবে ত কিছুই হইল না।"

দ্বিতীয়—"তবে বোধ হয় রাজপুত্র হুগলীর পথে গিয়া থাকিবে।"

প্রথম—"তাই হইবে, আমরা তবে ফিরি,"

"সেই ভাল" বলিয়া দ্বিতীয় উত্তর দিল। তখন উভয়ে বর্দ্ধমানাভিমুখে ফিরিয়া গেল।

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সভাসিংহ জগৎরামের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া নগরমধ্যে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। নগরেও কোন সন্ধান না পাওয়ায় সৈনিকদিগকে নবদ্বীপ, হুগলী ও মুকসুদাবাদের পথে পাঠাইয়া দেন। মুকসুদাবাদ মুর্শিদাবাদেরই পূর্ব্বনাম। নবদ্বীপের পথে যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐরূপ হুগলী ও মুকসুদাবাদের পথ হইতেও সৈনিকেরা

ফিরিয়া আসিল। সভাসিংহ জগৎরামের কোনই সংবাদ না পাওয়ায় একটু চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া রহিম খাঁ বলিলেন,—

"তার জন্য ভাবনা কেন? সে আর কি করিবে?"

"না খাঁ সাহেব, আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। কি জানি সে যদি নবাবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে? প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তাহার মনে কি কিছুই হইবে না?"

"ঢাকায় যাইতে তাহার অনেক দিন লাগিবে। ততদিন আমাদিগকে পায় কে?"

"কেবল আপনারই ভরসায় আমি এই অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি।"

"সাগর পার হইবার ত উপায় হইয়াছে, এক্ষণে উপস্থিত কি কর্ত্তব্য তাহারই পরামর্শ করুন।"

"আমাদিগকে শীঘ্রই হুগলীর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। হুগলী অধিকার করিয়া ফিরিঙ্গীদিগের চুঁচুড়া, সুতানুটি প্রভৃতি লুট করিতে হইবে। তাহাদের কুঠী হইতে অনেক ধন দৌলত পাওয়া যাইবে।"

"বেশ কথা, আপনার রাগ মিটিয়াছে ত। এক্ষণে কিছু অর্থসংগ্রহের চেষ্টা দেখা যা'ক্।"

"তাহাতে আর সন্দেহ কি, হুগলী যাইবার পূর্ব্বে এ অঞ্চল হইতেও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।"

"তবে বিলম্ব না করিয়া কল্য হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া ফেলুন।"

"তাহাই হইবে," বলিয়া সভাসিংহ সে দিবস বিশ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সকলেই বিশ্রামলাভে চলিয়া গেলেন।

আমরা যে শিবিকার কথা বলিয়াছি, জগৎরাম সেই শিবিকায় যাইতেছিলেন। তিনি নবদ্বীপ হইয়া কৃষ্ণনগরে রাজা রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগরে পঁহুছিবার পূর্ব্বে তিনি আপনাদের দুর্ভাগ্যের সমস্ত সংবাদই শুনিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা রামকৃষ্ণ কিছুদিন জগৎরামকে লুকাইয়া রাখিয়া পরে তাঁহাকে ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎকালে ঢাকাই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল ও নবাব ইব্রাহিম খাঁ তথায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। জগৎরাম নবাবকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলে তিনি প্রথমে সে সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ক্রমেই বিদ্রোহীদের অত্যাচার নানাদিক্ হইতে তাঁহার নিকট পঁহুছিলে, তিনি যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁকে বিদ্রোহীদিগের দমনের জন্য আদেশ দেন। আদেশ পাইয়া নূরউল্লা খাঁর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি যশোরে অনেক কাল শান্তভাবে কাটাইয়াছিলেন। কপোতাক্ষ নদের তীরবর্ত্তী মির্জানগরে তিনি অবস্থিতি করিতেন। নূরউল্লা অনেকদিন হইতে যুদ্ধবিগ্রহ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নবাবের আদেশ পাইয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারি-

লেন না। তাঁহার দেওয়ান রামভদ্র রায় অত্যন্ত বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শের পর খাঁ সাহেব অবশেষে তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহীদিগের দমনের জন্য অগ্রসর হইলেন। রামভদ্র তাঁহাকে বারম্বার বলিয়া দেন যে, 'আপনি সাহসসহকারে লড়াই করিবেন, কদাচ পলায়ন করিবেন না, ফিরিঙ্গীরা আপনার সাহায্য করিবে। তাহাদের কামানের গোলায় বিদ্রোহিগণ ছাতু হইয়া যাইবে।' নূরউল্লা তাহাতেই সম্মত হন, পরে যশোর হইতে অগ্রসর হইয়া ভাগীরথী পার ও হুগলী বন্দরে উপস্থিত হন। এদিকে সভাসিংহ ও রহিম খাঁ নানাস্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন।

৫

হুগলী দুর্গের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া পতিতপাবনী ভাগীরথী কুল কুল স্বরে উদ্দাম গতিতে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। তাঁহার বক্ষে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি তরণী তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে নাচিয়া উঠিতেছে। দুর্গমধ্যস্থ কলধ্বনি তাঁহার মৃদু আরাবের সহিত মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুরতার সৃজন করিতেছিল। আজ যশোরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ তিন সহস্র সৈন্য লইয়া হুগলী দুর্গে অবস্থিত, তাই সৈনিকগণের কোলাহল দুর্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভাগীরথী-বক্ষেও ছড়াইয়া পড়িতেছিল। নূরউল্লা খাঁ হুগলীতে পঁহুছিয়াই চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠান। কিন্তু তাঁহাদের সাজসজ্জার জন্যই

হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হুগলীতে উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিতেছিল। সভাসিংহ ও রহিম খাঁ এ সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শের জন্য তিন জনে সমবেত হইলেন। সভাসিংহ বলিলেন,

"নূরউল্লা খাঁ ত কেল্লায় আসিয়াছে ও ফিরিঙ্গীদের নিকট খবর দিয়াছে, এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

রহিম খাঁ উত্তর করিলেন,

"তাহাতে আর ভয় কি ? ফিরিঙ্গীরা আসিয়া কি করিবে ?"

"যদিও তাহা ঠিক বটে তথাপি তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া হইবে না।"

হিম্মৎসিংহ বলিলেন, "তবে কি আমাদের মধ্যে কাহাকেও চুঁচুড়ায় গিয়া ফিরিঙ্গীদের আটক করিতে হইবে ?"

সভা—"না তাহার প্রয়োজন নাই, তাহাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ফৌজদারকে আক্রমণ করিতে হইবে।"

রহিম—"এই পরামর্শ ভাল বটে, নূরউল্লা লড়াইএর কিছুই জানে না, আমরা অনায়াসে তাহাকে বন্দী করিতে পারিব।"

হিম্মৎ—"আর ফিরিঙ্গীদেরই বা আমাদের ভয় কিসের ?"

সভাসিংহ বলিলেন,—"আর বিলম্ব না করিয়া সন্ধ্যা লাগিলেই কেল্লা ঘিরিয়া ফেলা যাউক।" তাহার পর সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে তাঁহারা তিন জনে দুর্গের তিন দিক্‌ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। কেবল নদীর দিকে তাঁহারা কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। কারণ, তাঁহাদের কোনরূপ জলযানের বন্দোবস্ত ছিল না।

বিদ্রোহিগণ দুর্গ বেষ্টন করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করিতে লাগিল, কাজেই দুর্গরক্ষকদিগের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু দুর্গরক্ষকেরা তাহাদের বেগ সহ্য করিতে পারিল না, বন্যার মুখে উৎখাতমূল বৃক্ষের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নূরউল্লা খাঁ বিপক্ষগণের আক্রমণ বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, তখনও পর্য্যন্ত ওলন্দাজগণের কোনই সংবাদ পঁহুছে নাই। খাঁ সাহেব তাঁহার সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ?"

সেনাপতি উত্তর দিলেন,

"যাহাতে বিপক্ষেরা দুর্গ অধিকার করিতে না পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

"কেমন করিয়া করিবে ?"

"আমাদের যে সৈন্য আছে, তাহাতেই আমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে পারিব, ইহার মধ্যে ফিরিঙ্গীরাও আসিতে পারে।"

"ফিরিঙ্গীরা জাহান্নমে যাক্, রামভদ্র বেয়াকুব, তাই বলিয়াছিল ফিরিঙ্গীরা সাহায্য করিবে। তুমি একা লড়িতে পারিবে কি ?"

"যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

এমন সময়ে দুর্গ মধ্যে মহাকোলাহল ধ্বনি উপস্থিত হইল। ফৌজদার ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এত হল্লা কিসের ?"

সৈনিকেরা দ্রুতপদে আসিয়া খবর দিল, "হুজুর, বিপক্ষেরা কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

"আরে কোন্ হ্যায়রে জল্‌দি আও" বলিয়া খাঁ সাহেব চীৎকার করিলেন। চীৎকার শুনিয়া তাঁহার অনুচরেরা নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, "জরুর কিস্তি হাজির রাখ্‌নে বোল, রামভদ্র বড়ই বেয়াকুব, আমাকে বলিয়াছিল যে, আপনি কিছুতেই পিছপাঁও হইবেন না, এখন আমাকে কে রক্ষা করে ?"

সেনাপতি—"হুজুর, আপনি ভীত হইবেন না, আমি প্রাণপণে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। দেওয়ানজী আপনাকে ভাল কথাই বলিয়াছিলেন।"

নূর—"রাখ, তোমার দেওয়ানজীর কথা, রামভদ্র বড়ই বেয়াকুব।"

কোলাহল ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল দেখিয়া সেনাপতি বলিলেন, "আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না, বিপক্ষগণের অধিকাংশই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

"আচ্ছা তুমি লড়াই স্থুরু কর, আমি আমার উপায় দেখিতেছি।"

সেনাপতি যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলে, নূর উল্লা খাঁ আপনার সহচরদিগকে আহ্বান করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই রাত্রিযোগে নৌকারোহণে হুগলী হইতে পলাইয়া গেলেন, সেনাপতি তাঁহার সৈন্য লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিপক্ষগণকে

বাধা প্রদান করিলেন, তাহাতে তাঁহার অনেক সৈন্যের ক্ষয় হইল, কিন্তু যখন শত্রুপক্ষ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তিনিও কতকগুলি সৈন্য লইয়া নৌকা-যোগে হুগলী হইতে প্রস্থান করিলেন, যে কিছু অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল, তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে আত্মবিসর্জ্জন দিল। বিপক্ষেরা অল্পায়াসেই দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে রাত্রি প্রভাত হইল, ঊষার আলোক ধীরে ধীরে ভাগীরথীবক্ষ চুম্বন করিয়া দুর্গপ্রাকারে ছড়াইয়া পড়িল। সভাসিংহের সৈনিকেরা দেখিল যে,নরদেহ ও রুধিরে দুর্গপ্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীরে উঠিয়া দেখিল, প্রভাতপবন হু হু করিয়া ভাগীরথীবক্ষে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

৬

হুগলী বন্দর জনশূন্য, বড় বড় সওদাগরেরা আপনাদের গুদামপাট ফেলিয়া চুঁচুড়ায় পলাইয়াছে, অবশ্য সঙ্গে যথাসাধ্য দ্রব্যাদিও লইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সাধারণ গৃহস্থেরাও আপনাদের যৎ-কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থাদি লইয়া বন্দর ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের কতক অর্থ বিদ্রোহিগণের হস্তগতও হইয়াছে। হুগলী দুর্গ মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি করিয়া বিদ্রোহীরা দেশের চারিদিকে লুটপাট করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক এক দিকে এক এক দল প্রেরিত হইয়াছিল। যেখানে অর্থাদির সন্ধান পায়, নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিয়া তাহারা সে সমস্ত অধিকার করিয়া বসে। ক্রমে হুগলী

বন্দর ও তাহার নিকটে গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ অনেক গ্রাম নির্ম্মনুষ্য হইয়া পড়ে, এবং চুঁচুড়ায় দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চুঁচুড়া, সুতানুটি ও চন্দননগরের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীগণ আপনাদের কুঠীর চারি পাশ প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া সুরক্ষিত করেন, এই সময় হইতে ঐ সমস্ত স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণের সূচনা হয়। চুঁচুড়ায় আগত লোকগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া ওলন্দাজগণ কোনরূপ উপায় স্থির করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিলেন যে, হুগলী দুর্গ হইতে বিদ্রোহীদিগকে যে উপায়েই হউক বিতাড়িত করিতেই হইবে। কিন্তু স্থলপথে তাহাদিগকে আক্রমণ করা সহজ নহে, কাজেই জলপথে গমন করিয়া ভাগীরথীবক্ষ হইতে দুর্গমধ্যে অগ্নিবৃষ্টি করাই যুক্তিযুক্ত।

দুর্গমধ্যে সভাসিংহ ও রহিম খাঁ সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, একদিন তাঁহারা দেখিলেন যে, দক্ষিণ দিক্ হইতে দুইখানি জাহাজ হুগলীবন্দরের দিকে আসিতেছে, জাহাজ দুইখানিকে দুর্গের নিকট আসিতে দেখিয়া কতকগুলি সৈনিক দুর্গপ্রাচীরে উঠিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সহসা জাহাজ হইতে, গুড়ুম, গুড়ুম, গুম করিয়া তোপধ্বনি হইল। তোপ দুর্গপ্রাচীরে আঘাত করিয়া অনেকগুলি সৈনিকসহ তাহার কতকাংশকে ধরাশায়ী করিল। আবার সেই গুড়ুম, গুড়ুম, গুম শব্দ—ভাগীরথীবক্ষ আঁধারে ঢাকিয়া গেল। সেই মেঘাকার ধূমরাশির মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠে ও পরক্ষণে আবার সেই কর্ণবিদারক গুড়ুম, গুড়ুম, গুম ধ্বনি।

সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টির ন্যায় বন্দুকের শব্দ ও গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল। দুর্গমধ্যে গোলাগুলি পড়িয়া অনেক সৈনিককে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল। কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও বা মস্তক উড়িয়া গিয়াছে, কাহারও ললাট, কাহারও বক্ষ, কাহারও পার্শ্ব বিদ্ধ হইয়া রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তাহাদের আর্ত্ত-নাদে দুর্গপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল। সহসা এইরূপ আক্রান্ত হইয়া সভাসিংহ ও রহিম খাঁ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়ি-লেন, রহিম খাঁ বলিলেন,

"এ হইল কি? দুশ্‌মন ফিরিঙ্গীরা শেষে সমস্তই পণ্ড করিল, এ তোপ নিশ্চয়ই ফিরিঙ্গীর।"

সভা—"তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? চুঁচুড়া হইতে ফিরিঙ্গীদের জাহাজ আসিয়াছে।"

রহিম—"এক্ষণে উপায় কি?"

সভা—"দুর্গ পরিত্যাগ ব্যতীত আর ত কোনই উপায় দেখিতেছি না।"

হিম্মৎ সিংহ বলিলেন,

"দুর্গ না ছাড়িলে একটি সৈন্যেরও প্রাণ বাঁচিবে না।"

রহিম—"তবে কেল্লায় থাকার প্রয়োজন কি?"

"কোনই প্রয়োজন নাই" বলিয়া সভাসিংহ ভেরীধ্বনি করি-লেন। সৈনিকেরা সকলেই সমাগত হইলে, তিনি আদেশ দিলেন, "এখনই দুর্গ ছাড়িয়া চল, নতুবা কেহই প্রাণে বাঁচিবে না।" সৈনিকেরা তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিল। সভাসিংহের আদেশ পাইয়া

তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া দুর্গের বাহিরে যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলেই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিল। দুর্গ নীরব দেখিয়া জাহাজ হইতেও তোপধ্বনি নীরব হইল।

হুগলী হইতে বিদ্রোহীরা সপ্তগ্রামে উপস্থিত হয়। এই সপ্তগ্রাম একদিন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠবন্দররূপে বিরাজ করিত। সরস্বতীর পবিত্র সলিল দ্বারা প্রক্ষালিত হইয়া ইহা বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রিয় আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সরস্বতীর প্রবাহ ক্ষীণ হওয়ায় বাণিজ্যলক্ষ্মী ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই জন্য হুগলী বন্দর প্রসিদ্ধ হয়। সপ্তগ্রামের পতনের পরই হুগলী বন্দর প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সভাসিংহ হুগলী হইতে সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া কি কর্ত্তব্য তাহারই পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। তিনি রহিম খাঁকে বলিলেন,—

"খাঁ সাহেব, এক্ষণে আমাদের চারিদিকে শত্রু, বুঝিতে পারিতেছেন ত।"

রহিম খাঁ বলিলেন,

"বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ?"

"আমাদের আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নহে। যে সমস্ত স্থান সহজে আমলে আসিবে, সেই সেই স্থানে এক্ষণে যাইতে হইবে, এবং আমাদিগকে আর এক সঙ্গে থাকিলেও চলিবে না, আমি মনে করিয়াছি, আপনি মুকসুদাবাদাভিমুখে যান, আমি আপাততঃ এই দিকে থাকি, হিম্মৎও আমার সঙ্গে থাকুক।"

"বেশ কথা, আমি মুক্স্দাবাদই যাইব, আপনি কি এক্ষণে এখানেই থাকিবেন ?"

"না, আমি বর্দ্ধমানে প্রধান আড্ডা করিব মনে করিয়াছি"।

"সে মন্দ নহে।"

তাহার পর উভয়ে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া একজন বর্দ্ধমানে ও আর একজন মুক্স্দাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন, হুগলী বন্দর তাঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আবার লোকজন-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

৭

বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের কোন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল। চঞ্চল দীপশিখা বায়ুভরে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেছিল। কখনও বা অধিক জ্বলিয়া উঠিতেছিল, কখনও বা আরও ক্ষীণ হইতেছিল, আবার কখনও বা হেলিয়া ঢুলিয়া নাচিতেছিল। প্রদীপের নিকট গালিচায় অর্দ্ধশয়িত ভাবে একটী রমণীপ্রতিমা বিরাজ করিতেছিল। সম্মুখে একখানি পালঙ্কে শয্যা বিন্যস্ত। রমণীকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন তাঁহার অনুপম লাবণ্যই দীপশিখাকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এই লাবণ্যে যেন একটু কালিমার রেখা পড়িয়াছিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে উৎকট চিন্তার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। রমণী ভাবিতে ভাবিতে আনমনে বলিতেছিলেন, "অনেক দিন হইয়া গেল প্রতিশোধ ত লওয়া হইল না। পোড়া অবসর ত ঘটিতেছে না, দাদার ত কোনই খবর নাই। মার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে তিনি দু চারি দিনের বেশী এ জগতে থাকিবেন কি না সন্দেহ।" আবার যেন

তাঁহার হৃদয়ে প্রবল চিন্তার স্রোত বহিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠা পরিচারিকা বলে কিনা সভাসিংহ আমাকে বিবাহ করিয়া রাণী করিতে চাহে। যে পিতৃ-হন্তা, তাহার পাণিস্পর্শ দূরে থাকুক, ছায়াস্পর্শেও মহাপাপ, আমি তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবই না, কিন্তু যে করিবে সে নীরবেই অব-স্থিতি করিতেছে। মা, রণচণ্ডিকে, হৃদয়ে বল দেও মা।" এই বলিয়া রমণী বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি কোষমণ্ডিত ছুরিকা বাহির করিলেন ও তাহাকে কোষ হইতে উম্মুক্ত করিয়াও ফেলিলেন। শাণিত ছুরিকা দীপালোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। এই সময়ে বাহিরে পদশব্দ হওয়ায় রমণী ছুরিকা কোষমণ্ডিত করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রথমা দ্বিতীয়াকে বলিলেন,

"আবার কি খবর আনিয়াছ ?"

"রাগ না করেন ত বলি।"

"অনায়াসে বলিতে পার, কোনই বাধা নাই।"

"রাজা সভাসিংহ আজ এখানে আসিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রথমা রমণী গালিচার উপর উঠিয়া বসিলেন। দ্বিতীয়া রমণা উত্তর করিল, "ভয় পাইবেন না, তিনি অন্তঃপুরেই আসিয়াছেন।"

"আমাকে কি করিতে বল ?"

"আপনাকে ত অনেকবার সে কথা বলিয়াছি।"

"সভাসিংহ আমাকে বিবাহ করিতে চাহে? বিবাহ কি

এখনই হইবে নাকি ?” বলিয়া প্রথমা রমণী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

“আপনি ভবিষ্যতে সুখে থাকিবেন বলিয়াই আমি বার বার অনুরোধ করিতেছি।”

“পুনর্ব্বার যদি তুমি ওকথা বল, তাহা হইলে পদাঘাতে তোমার মুখ ভাঙ্গিয়া দিব।”

দ্বিতীয়া রমণী ব্যাপার গুরুতর হইতে চলিল দেখিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। যাইবার সময় বলিল, “আপনি যেরূপ রাগ করিতেছেন, তাহাতে আমার সকল কথা বলা হইল না।”

“আচ্ছা, তোমার যাহা বলিবার আছে, বলিতে পার।”

“যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে রাজা একবার আপনার সহিত দেখা করিতে চাহেন।”

প্রথমা রমণী শুনিয়া প্রথমে একটু চমকিত হন, পরে কিছু চিন্তা করিয়া বলিলেন,

“আচ্ছা, তিনি দেখা করিতে পারেন, আমার আপত্তি নাই। ভাল তাঁহারই মুখ হইতে সকল কথা শুনা যাউক।”

“সেই ভাল, তবে আমি তাঁহাকে খবর দিতেছি” বলিয়া দ্বিতীয়া রমণী চলিয়া গেল। আমরা এইখানে রমণী দুইটির পরিচয় দিয়া রাখি। প্রথমা রমণী যে বর্দ্ধমানের রাজকুমারী, তাহা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও বিলম্ব হইতেছে না। দ্বিতীয়াটি তাঁহার নিকট নিযুক্ত পরিচারিকা, সভাসিংহের লোক কর্ত্তৃক সে নিযুক্ত হইয়াছিল।

রাজকুমারীর রূপলাবণ্য দেখিয়া অবধি সভাসিংহের হৃদয়ে এক প্রবল বেগ উঠিয়াছিল। তিনি সেই 'অনাঘ্রাত পুষ্পের' আঘ্রাণের জন্য একরূপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। যদিও হুগলী বন্দরাদি অধিকারের জন্য তিনি সমরসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মন সেই ধ্রুবতারার প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকিত। যুদ্ধের জয় পরাজয় কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না, অথচ অর্থসংগ্রহের জন্য ও রহিম খাঁ প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও লুণ্ঠনাদি করিতেও ত্রুটি করিতেন না। আবার তিনি এরূপ মনেও করিয়াছিলেন যে, উত্তরোত্তর ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে সেই রমণীরত্ন সহজেই অঙ্গের ভূষণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সে আশা ফলবতী হইবার নহে।

হুগলী বন্দর হইতে সপ্তগ্রামে আসার পর সভাসিংহের মনে কেবল সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর প্রতিমা জাগিতেছিল। তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রহিম খাঁকে মুকসুদাবাদে পাঠাইয়া নিজে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন। বর্দ্ধমানে আসিয়া সভাসিংহ রাজকুমারীর নিকট নিযুক্ত পরিচারিকার মুখে তাঁহার সমস্ত সংবাদ অবগত হন। রাজকুমারী যে তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আপনার হৃদয়ের বেগ কিছুতেই দমন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যদিও এক একবার রাজকুমারীর প্রতি তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইতেছিল, আবার পরক্ষণেই সেই কমনীয় মূর্ত্তি স্মরণ

করিয়া তিনি অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন। কিছুতেই চিত্তবেগ প্রশমিত না হওয়ায় তিনি একবার নিজে রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিতে ইচ্ছা করেন। তাই, পরিচারিকার দ্বারা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। পরিচারিকা রাজকুমারীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সভাসিংহের কাছে আসিলে, সভাসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন দেখিলে ?"

"রোজ যেরূপ দেখিয়া থাকি আজিও তাহাই দেখিলাম।"

"কোনরূপ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পার নাই কি ?"

"কিছুমাত্র না।"

"তাহা হইলে আমার কথা বোধ হয় বলিতে পার নাই ?"

"বলিয়াছি।"

"কোনও উত্তর পাইয়াছ কি ?"

"পাইয়াছি।"

"কি উত্তর পাইলে ?"

"আপনাকে দেখা করিতে বলিয়াছেন।"

সভাসিংহ পরিচারিকার মুখ হইতে শেষ কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন ও তাহাকে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন। পরিচারিকা তাঁহাকে প্রকোষ্ঠের দ্বারে পঁহুছিয়া দিয়া চলিয়া আসিল। সভাসিংহ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি যেন একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন, যে প্রতিমা তিনি মনে মনে পূজা করিতেছিলেন, এ যেন তাহা নহে।

রাজকুমারীকে দেখিয়া তাঁহার ক্রুদ্ধা ফণিনী বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন মৃত্যু তাঁহার চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অল্পক্ষণ পরে সে ভাব দূর হইলে তিনি অনিমেষ নয়নে রাজকন্যার রূপলাবণ্য দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার চিত্তে নানা তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। রাজকন্যা নিশ্চল পুত্তলিকার ন্যায় গালিচার উপর বসিয়া ছিলেন। সেই নীরব গৃহমধ্যে ক্ষীণ দীপশিখা মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছিল; সভাসিংহ প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,

"রাজকুমারি, তোমার পদপ্রান্তে দাস সমাগত, আদেশ হইলে পদস্পর্শ করিয়া জীবনের সাধ মিটাইয়া লই।"

রাজকুমারী উত্তর দিলেন,

"দিগ্বিজয়ী বীর কি কাহারও দাসত্ব স্বীকার করে?"

"উপযুক্ত প্রভু পাইলে দিগ্বিজয়ী বীরও মস্তক অবনত করিয়া থাকে।"

"আবার সুযোগ পাইলে প্রভুহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।"

"কে প্রভু, কৃষ্ণরাম রায়?" বলিতে বলিতে সভাসিংহের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

"কাহারও নামের প্রয়োজন নাই," বলিয়া রাজকন্যা উত্তর দিলেন।

"এক্ষণে দাসের প্রতি কি অনুমতি হয়?"

"আপনি কি বলিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না।"

"হা ভগবান্," বলিয়া সভাসিংহ একটু হাসিয়া উঠিলেন, পরে আবার বলিতে লাগিলেন, আমি যাহার পায়ে জীবন বিকাইয়াছি, সে কিনা এখনও পর্য্যন্ত আমার প্রাণের কথা বুঝিতে পারিতেছে না।"

"সত্য সত্যই আপনার কথা কি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"যে রূপশিখা হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়াছে, একবার তাহাকে স্পর্শ করিতে চাহি।"

"অগ্নিস্পর্শ করিলে কি হয় তাহা কি আপনি জানেন না ?"

"যদি পুড়িতে হয় তবে ভাল করিয়াই পুড়িয়া মরিব" এই বলিয়া সভাসিংহ বাহু প্রসার করিয়া রাজকন্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজকন্যা গালিচার উপর বসিয়া ছিলেন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিতে লাগিলেন, "সাবধান, আর অধিক দূর অগ্রসর হইও না, পিতৃহন্তার ছায়া যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ না করে।"

সভাসিংহের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনও তাঁহার হৃদয়ে কামনা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, এমন কি ইন্দ্রিয়লালসা তাঁহাকে এরূপ হিতাহিত-জ্ঞান-বর্জ্জিত করিয়াছিল যে, তিনি দুই বাহু ছড়াইয়া রাজকন্যাকে ধরিবার জন্য আরও একটু অগ্রসর হইলেন। "কামুক কুক্কুর, এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছি", বলিয়া রাজকন্যা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। এবার সভাসিংহের ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি এত বড় কথা, বলপূর্ব্বক তোমার অঙ্গস্পর্শ করিব।"

এই কথা বলিয়া সভাসিংহ রাজকন্যাকে স্পর্শ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজকন্যা বস্ত্রমধ্য হইতে লুক্কায়িত কোষ-মুক্ত ছুরিকা বাহির করিয়া "এই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ" বলিয়া সভাসিংহের বক্ষে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। "রাক্ষসি, কি করিলি" এই বলিতে বলিতে সভাসিংহ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। "পিতৃহত্যার প্রতিশোধ হইল" বলিয়া রাজকুমারী উত্তর দিলেন ও সভাসিংহের বক্ষ হইতে ছুরিকা তুলিয়া লইলেন। রুধিরস্রোতে সভাসিংহের দেহ ভাসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ুও বাহির হইল। প্রকোষ্ঠের বাহির হইতে "সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল" এইরূপ এক চীৎকারে হিম্মৎসিংহ ও অপরাপর সৈনিকেরা প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে না হইতে রাজকুমারী সেই রুধিরসিক্ত ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, ও "বাবা, প্রতিশোধ লইয়াছি, চরণে স্থান দাও" এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে মূর্চ্ছা আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাঙ্গিল না। হিম্মৎসিংহ প্রভৃতি এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্ষীণ দীপশিখা ক্রমে আরও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। রাজা কৃষ্ণরাম প্রতিশোধ লইবার জন্য কন্যার হস্তে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, আজ তাহা শত্রুর রক্তপান করিয়া তাঁহার বংশেরও রক্ত পান করিতে ত্রুটি করিল না। যে স্বর্গীয় দীপশিখা তাঁহার গৃহ আলো করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অকালে

নিবিয়া গেল। সভাসিংহও পতঙ্গবৎ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া অবশেষে পুড়িয়া মরিল। তাহার সেই সামরিক প্রতাপ, দিগ্বিজয়ের উল্লাস নিমেষ মধ্যে ফুরাইয়া গেল! যাহাকে স্পর্শক্ষম রত্ন মনে করিয়া ধরিতে গিয়াছিল, সহসা তাহার মধ্য হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে এক বজ্রের সৃষ্টি হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল! হায় কে জানিত যে রূপশিখার মধ্যেও এত দাহিকাশক্তি লুক্কায়িত থাকে।

উপসংহার।

কৃষ্ণরাম রায়ের হত্যার প্রতিশোধ হইল। কিন্তু তাহাতে দেশমধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। সভাসিংহের মৃত্যুর পর হিম্মৎসিংহ সমস্ত সৈন্য লইয়া দেশমধ্যে লুট পাট আরম্ভ করিলেন। জগৎরাম ঢাকা হইতে পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরে আসেন। হিম্মৎসিংহ তাঁহাকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা রামকৃষ্ণের জন্য পারিয়া উঠেন নাই। ওদিকে রহিম খাঁ 'রহিম সা' উপাধি ধারণ করিয়া মুকসুদাবাদ প্রদেশে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাদসাহ আরঙ্গজেবও এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া ইব্রাহিম খাঁকে অকর্ম্মণ্য মনে করেন ও স্বীয় পৌত্র আজিম ওশ্বানকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। আজিম

ওশ্মান বর্দ্ধমানে আসিয়া রহিম খাঁকে শান্ত হইতে বলেন। রহিম খাঁ কৌশলপূর্ব্বক সাজাদা আজিম ওশ্মানের মন্ত্রী খাজা আনোয়ায়ের প্রাণসংহার করেন। অদ্যাপি বর্দ্ধমানে আনোয়ারের সমাধি বিদ্যমান থাকিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর সেই ঘোরতর বিদ্রোহের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাহার পর আজিম ওশ্মানের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রহিম খাঁ নিহত হন ও বঙ্গদেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়। জগৎরামও বর্দ্ধমান জমিদারী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সমস্ত ইতিহাসের কথা, ইতিহাসপাঠক যথাস্থানে তাহা দেখিয়া লইবেন। * আমরা কিন্তু এইখানেই উপসংহার করিলাম।

এই গল্পের মূলভাগ রিয়াজুস সালাতীন, Stewarts History of Bengal ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।



রাখীবন্ধন।

১

চিতোরের ভাগ্যাকাশ আজ ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। বহুদিন হইতে এই মেঘ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল, এক্ষণে বিশাল আকার ধারণ করিয়া চিতোরকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। রাণা সঙ্গের দেহত্যাগের পর হইতেই ইহার সূচনা হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রাণা বিক্রমজিৎ চিতোর-সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিক্রমজিৎ রাণা সঙ্গের পুত্র। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা ও সঙ্গের মধ্যম পুত্র রত্নসিংহ কয়েক বৎসরের জন্য মিবারের রাজছত্র মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। মালবের সহিত মিবারের বহু দিন হইতে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। মিবারের রাণাগণ মালবেশ্বরদিগকে নানারূপে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলে পরস্পর পরস্পরের

প্রতিশোধ লইতে সচেষ্ট হইতেন। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর হইতে মালবরাজ সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু রত্নসিংহের রাজত্বকালে সাহসী হইতে পারেন নাই। বিক্রমজিৎ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সকলের অপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, এবং তিনি শিশোদীয় কুলের গৌরবরক্ষার উপযোগী ছিলেন না। লোকে তাঁহার রাজত্বকে পপ্পাবাইনাম্নী কোন দুর্দ্দান্ত রমণীর রাজত্বের সমকক্ষ বলিত। বিক্রমজিতের সিংহাসনে আরোহণ করার পর হইতে মালবরাজ বাহাদুর চিতোর আক্রমণে উদ্‌যোগী হন। তিনি চিতোরধ্বংসের জন্য যে কালমেঘের সূচনা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা ঘনীভূত হইয়া চিতোরের ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

চিতোরের প্রলয়মেঘের সঞ্চার দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাণী কর্ণবতী স্বীয় শিশুপুত্র উদয়সিংহের রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া পড়েন। কর্ণবতী রাণা সঙ্গের অন্যতমা মহিষী, তিনি হারবংশীয়া ছিলেন। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর উদয়সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। বিক্রমজিতের মাতা রাণী জবহীরবাইও চিতোর রক্ষার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হন। জবহীরবাই রাঠোরকুলসম্ভূতা। চিতোরের রাজপ্রাসাদে তাঁহারা দুই জনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন। কর্ণবতী বলিতেছিলেন,—

"দিদি, আমাদের কি উপায় হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?"

"কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। ভগবান্ একলিঙ্গের মনে কি আছে কেমন করিয়া বলিব।"

"শুনিতেছি সুল্‌তান বাহাদুর একেবারে চিতোর ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।"

"মজঃফরসাহের বন্দী হওয়ার অপমান তাহার প্রাণে লাগিয়াছে। তাই তাহার প্রতিশোধের চেষ্টা অনেক দিন হইতে বাহাদুরের মনে উদয় হইয়াছে।"

মজঃফরসাহ বাহাদুরের পূর্ব্বে মালবের অধিপতি ছিলেন, তিনি রাণা সঙ্গের সময় বন্দী হন।

"বিক্রমজিতের প্রতি সর্দ্দারেরা যেরূপ অসন্তুষ্ট, তাহাতে তাহারা চিতোর রক্ষায় মন দিবে কি না সন্দেহ। জানি না বাছার উপর তারাও বিরক্ত কেন? সকলে বলিতেছে, আমরা যেন পপ্পাবাই'এর রাজত্বে বাস করিতেছি।"

"সর্দ্দারেরা বিক্রমজিতের প্রতি লক্ষ্য না করিতে পারে, কিন্তু তাহারা চিতোররক্ষার জন্য কদাচ বিমুখ হইবে না। আর বিক্রমজিতের রাজত্ব কি সত্য সত্যই সেই দুর্দ্দান্ত পপ্পার রাজত্ব?"

"কি জানি, তাহারা তাই বলিয়া থাকে। কোন্ কালে সেই পপ্পাবাই কি ক'রেছিল, তাই তার সঙ্গে বিক্রমের তুলনা করে। কিন্তু তাহারা বিক্রমের প্রতি যেরূপ বিরক্ত তাহাতে চিতোর-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে কি?"

"বোন্, তুমি নিতান্ত বালিকা, চিতোর যে মিবারবাসিগণের কত আদরের বস্তু, বোধ হয় তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। চিতোর তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। চিতোরের রাণাকে

অপদার্থ মনে করিলেও চিতোরকে তাহারা মনে মনে পূজা করিয়া থাকে।”

“তাহা হইলেও মিবারে কে এমন আছে যে, মালবরাজ বাহাদুরের সম্মুখে দাঁড়াইবে ?”

“কি বল বোন্ ! এই যে, মিবার এখন শ্মশান হয়েছে, তবু দেখিও এই শ্মশানের ভস্মস্তূপ হইতে প্রয়োজন হইলে কিরূপ আগুন জ্বলিয়া উঠে।”

“তা হ’তে পারে বটে, কিন্তু দিদি আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।”

“তোমার প্রাণের ভয়টা কি এত বেশী হইল ?”

“ছি দিদি, ও কথা বলিয়া আমাকে কষ্ট দেও কেন ? রাজপুতের মেয়ে কি মরিতে ভয় করে ?”

“তবে তোমার এত ভাবনা হইতেছে কেন ? ভগবান্ একলিঙ্গের মনে যা আছে তাহাই হইবে।”

“আমি কি আমার জন্য ভাব্‌ছি ? বিক্রম ও উদয়ের জন্য আমি ভাবিয়া কূল পাইতেছি না।”

“সত্যি, সে কথা বটে, ছেলে দুটোর জন্যই ত ভাবনা।”

“সেই ভাবনায় ত আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।”

“তাও আবার বলি, রাজপুতের ছেলে নিজের ভাবনা নিজে ভাবিবে, তারা কি ছোটবেলা হ’তে তরবারি ধরিতে শিখে নাই ?”

“তা হলেও বাপ্পারাওয়ের বংশ কি একেবারে লোপ করিতে চাও ?”

"ভাল কথা বলিয়াছ, এ কথা এতক্ষণ ভাবিয়া দেখি নাই। আমাদের যা হবার হ'ক, কিন্তু বাপ্পারাওয়ের বংশ আমাদিগকে রাখিতেই হইবে।"

"সেই জন্যই ত ছেলে দুটোর জন্য এত ভাবনা, কেবল আমাদের ছেলে হ'লে আমি অত ভাবিতাম না।"

"তুমি কি মনে ক'রেছ?"

"আমি ত বলিলাম কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। চিতোর-রক্ষার উপায় না হইলে কিরূপে তাহারা বাঁচিবে। বিক্রম বীর বটে, কিন্তু মালবরাজের সৈন্যের নিকট সেই বা কি করিবে?"

"সে কথা ঠিক বটে, কিন্তু তার উপায় কি?"

"আচ্ছা দিদি, এক কাজ ক'র্‌লে হয় না?"

"কি কাজ?"

"হুমায়ুন বাদসাহকে চিতোররক্ষার জন্য অনুরোধ ক'র্‌লে হয় না?"

জবহীরবাই শুনিয়া একটু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কর্ণবতী পুনরায় বলিলেন,—

"দিদি, একেবারে হেসেই উড়িয়ে দিলে?"

"তোমার ঐ কথা শুনে হাসি পায় না ত কি? যার বাবা মহারাণার পরম শত্রু ছিল, তুমি তাকে চিতোররক্ষার জন্য অনুরোধ ক'র্‌তে চাও?"

"শোন দিদি, একেবারে কথাটা উড়িয়ে দিও না। আমি শুনেছি যে বাবর সাহ মহারাণার পরম শত্রু হ'লেও তাঁর ও

রাজপুতদিগের প্রশংসা তাঁর মুখে ধ'র্‌তো না। হুমায়ুন বাদসাও আমাদের যথেষ্ট প্রশংসা ক'রে থাকেন।"

"মুসলমানের প্রশংসায় কি তুমি বিশ্বাস কর?"

"আমি শুনেছি তারা সেরূপ মুসলমান নয়। মোগলেরা হিন্দুদের সঙ্গে খুব ভাব রাখ্‌তে চায়।"

"এ সব আজগুবি কথা তুমি কোথায় শুনেছ?"

"না দিদি, এ সব আজগুবি কথা নয়, এ সত্য কথা। মোগলেরা বড় শান্তপ্রকৃতি ও হিন্দুদের সঙ্গে মিশ্‌বার জন্য তা'দের বড়ই ইচ্ছে।"

"তা হুমায়ুন বাদসা অনুরোধ শুন্‌বে কেন?"

"চিতোরের রাণী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠা'লে তিনি কখনও অবজ্ঞা করিতে পার্‌বেন না।"

"তবে কি তুমি অনুরোধ ক'রে পাঠাবে?"

"আমি কেন? তুমিই ক'রে পাঠাবে। বিক্রম ত আমাদের কথা শু'ন্‌বে না।"

জবহীরবাই হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আমি মুসলমানের নিকট অনুরোধ করিব? মরণ আর কি!"

"না হয় আমিই করিয়া পাঠাইব।"

"কিরূপে অনুরোধ করিবে? দূত পাঠাইবে?"

"আমি বাদসাহের নিকট রাখী পাঠাইব। যে পবিত্র রাখী-বন্ধনে রাজপুতনীগণ রাজপুতদিগকে ধর্ম্মভাই করিয়া থাকে, আমি মোগল বাদসাহকে সেই পবিত্র বন্ধনে বাঁধিব।"

"যা হ'ক তোমার সাহসকে বলিহারি! মোগল কি রাজপুতের রাখী লইবে?"

"আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই লইবে। হুমায়ুন বাদসাহ যেরূপ লোক তাহাতে তিনি চিতোরের রাণীকে ধর্ম্মভগিনী করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবেন না।"

"যদি সত্য সত্যই তোমার সে বিশ্বাস হ'য়ে থাকে, তা হ'লে আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই বাদসাহের নিকট লোক পাঠাও।"

"এখন কা'কে দিয়ে রাখী পাঠাই, বল দেখি দিদি।"

"যদি রাখীই পাঠাতে হয় তাহা হ'লে আমাদের পুরোহিত মিশ্রঠাকুরকে দিয়া পাঠায়ে দেও। তাঁহারাও ত রাখী পাঠায়ে থাকেন।"

"সেই ভাল কথা, রাজপুতনী ও পুরোহিতগণই কেবল রাখী পাঠাতে পারেন। চিতোরের রাণীর রাখী তাঁহার কুল-পুরোহিত লইয়া গেলে তাহার বন্ধনের জোর আরও বেশী হইবে।"

"কিন্তু আমি বলি আগে বাদসাহের নিকট লোক পাঠায়ে তাঁহার মনের ভাব জানা দরকার। পরে যথাসময়ে রাখী পাঠালেই হবে। রাখী ফিরায়ে দিলে আমাদের অপমানের একশেষ হবে।"

"আচ্ছা তা'ই হ'বে।"

অতঃপর রাণী কর্ণবতী পুরোহিতঠাকুরকে ডাকাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন। পুরোহিতঠাকুর চিতোর রক্ষা

ও বাপ্পারাওয়ের বংশরক্ষার এই সুন্দর উপায়ে প্রীত হইলেন এবং কর্ণবতীর পত্র লইয়া বাদসাহের নিকট যাইতে স্বীকার করিলেন। বাদসাহের নিকট রাণীর অনুরোধ জানাইয়া তাঁহাকে চিতোররক্ষার জন্য আমন্ত্রণ করিবার কথা রাণী কর্ণবতী মিশ্রঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলেন ও বাদসাহকে জানাইতে বলিলেন যে, যথাসময়ে তিনি বাদসাহের নিকট রাখীও প্রেরণ করিবেন। পুরোহিতঠাকুর শুভদিনে আগরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নীল-সলিলা যমুনার স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া যে বিশাল সৌধরাজি আগরাদুর্গে বিরাজ করিতেছে, তাহা 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' আকবর সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তাহার পূর্ব্বে আগরায় লোদী সম্রাটগণের নির্ম্মিত প্রাসাদাদিও বিদ্যমান ছিল। যে সময়ে রাণী কর্ণবতী বাদসাহ হুমায়ুনের নিকট মিশ্রঠাকুরকে পাঠাইয়া দেন, সেই সময়ে তিনি আগরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময় হইতে বিহার ও বাঙ্গলায় সেরসাহের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। বাদসাহ হুমায়ুনও বঙ্গজয়ের ইচ্ছা করিয়া তাহার আয়োজন করিতেছিলেন। এমন সময়ে রাণী কর্ণবতীর পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। আগরাপ্রাসাদে বাদসাহ দরবারে বসিয়াছিলেন। মিশ্রঠাকুর প্রথমে তাঁহার আগমন-সংবাদ বাদসাহের নিকট পাঠাইয়া দেন। চিতোরের রাণার কুলপুরোহিত বাদসাহের নিকট কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছেন শুনিয়া, বাদসাহ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দরবারে আসিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। বাদসাহের

আদেশ পাইবা মাত্র মিশ্রঠাকুর রাণী কর্ণবতীর পত্রখানি সযত্নে লইয়া দরবারে উপস্থিত হন এবং বাদসাহকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হন। বাদসাহ তাঁহাকে বসিবার জন্য আদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—

"আপনি কি জন্য আসিয়াছেন?"

মিশ্রঠাকুর রাণী কর্ণবতীর পত্রখানি বাদসাহকে দিয়া বলিলেন—

"মহারাণা সংগ্রামসিংহের মহিষী রাণী কর্ণবতী বাদসাহের নিকট এই পত্র পাঠাইয়াছেন।"

"রাণী কর্ণবতী কি সঙ্গরাণার মহিষী?"

"হাঁ জাহাঁপনা।"

"তিনি কি রাণা বিক্রমজিতের মাতা?"

"তিনি বর্ত্তমান রাণার বিমাতা। মহারাণা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহের মাতা।"

"রাণা বিক্রমজিতের মাতা কি জীবিত নাই?"

"জীবিত আছেন, তাঁহার নাম জবহীরবাই।"

"ভাল, রাণীর পত্র প্রেরণের উদ্দেশ্য কি?"

"বাদসাহ তাহা পত্র হইতেই জানিবেন। অনুমতি হয় ত আমিও বলিতে পারি।"

"আচ্ছা, প্রথমে তাঁহার পত্রই পড়া যাইতেছে।"

এই কথা বলিয়া বাদসাহ রাণী কর্ণবতীর পত্র পাঠ করিলেন। মিশ্রঠাকুর বলিলেন—

"অতঃপর আমার প্রতি কোন আদেশ হয় ত আমিও তাহা বলিতে পারি।"

"আচ্ছা আপনাকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মাত্র।"

"বাদসাহের যেরূপ আজ্ঞা হইবে, আমি তৎক্ষণাৎই উত্তর দিব।"

"সুল্‌তান বাহাদুর কি চিতোর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছেন?"

"তিনি সজ্জিত হইয়াছেন, শীঘ্রই যাত্রা করিবেন শুনিয়াছি।"

"রাণা বিক্রমজিৎ নিজে সাহায্য চান নাই কেন?"

"রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রের অপেক্ষা তাঁহার মহিষীর প্রার্থনা বাদসাহের নিকট অগ্রগণ্য বলিয়া রাণী কর্ণবতীই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।"

"রাজমাতা জবহীরবাই ত তাহা করিতে পারিতেন?"

এবার পুরোহিতঠাকুর কিছু গোলে পড়িলেন। তথাপি তিনি নিজ বুদ্ধিবলে উত্তর দিলেন—

"রাণা সংগ্রামসিংহের প্রিয়তমা মহিষীর কথা কি বাদসাহের নিকট অগ্রগণ্য নহে?"

বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"আমার এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই। আমি যথাসাধ্য রাণীর অনুরোধরক্ষার চেষ্টা করিব।"

"বাদসাহের কথায় আশ্বস্ত হইলাম। এত দিনে বুঝিলাম

চিতোর রক্ষা হইবে ও সংগ্রামসিংহের বংশ লোপ পাইবে না।”

“রাণা সঙ্গের অদ্ভুত বীরত্বে আমরা যেরূপ মুগ্ধ তাহাতে তাঁহার বংশ রক্ষা করিতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আপনি রাণীকে আমাদের অভিপ্রায়ের কথা জানাইবেন।”

“বাদসাহের আদেশ শিরোধার্য্য।”

“পত্রে জানিলাম আপনি তাঁহাদের কুল-পুরোহিত। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি।”

“আদেশ করুন।”

“রাণী লিখিয়াছেন, যথাসময়ে রাখী পাঠাইবেন। রাখী কাহাকে বলে বুঝিতে পারিলাম না।”

“আমাদের রাজপুতানার একটি প্রথা আছে যে, কাহারও সহিত ধর্ম্মভাই সম্বন্ধ করিতে হইলে রাজপুতরমণীগণ রাখী-বলয় বা সূত্র পাঠাইয়া থাকেন। বিশেষতঃ বিপৎকালে তাঁহারা রাখী পাঠাইয়া দেন। পুরোহিতগণও রাখী পাঠাইয়া থাকেন।”

“রাখীবন্ধনের দ্বারা তবে ভাইভগিনীসম্বন্ধ স্থাপিত হয়?”

“হাঁ জাহাঁপনা। যাঁহার নিকট রাখী প্রেরিত হয়, তিনি প্রাণ-পণে তাঁহার মর্য্যাদা রাখিতে যত্ন করিয়া থাকেন।”

“মোগল বাদসাহও তাহার ত্রুটি করিবেন না। ভাল, যাঁহার নিকট রাখী প্রেরিত হয়, তিনি তাহার বিনিময়ে ধর্ম্মভগিনীকে কিছু পাঠাইয়া থাকেন কি?”

"ধর্ম্মভ্রাতা রাখী পাইয়া ধর্ম্মভগিনীকে কাঁচুলী পাঠাইয়া থাকেন। পরে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে যথাসাধ্য যত্ন করেন।"

"আপনি রাণী কর্ণবতীকে বলিবেন যে, আমি সাদরে তাঁহার রাখী গ্রহণ করিব এবং যথাসাধ্য তাঁহার অনুরোধরক্ষার চেষ্টা করিব।"

"আমি সমস্তই রাণীর নিকট প্রকাশ করিব।"

"কত দিন হইতে আপনাদের এ প্রথা প্রচলিত আছে?'

"বহু প্রাচীন কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। শুনিতে পাই দুর্ব্বাসা মুনির উপদেশে শ্রবণা বাধাবিঘ্ন দূর করিবার জন্য প্রথমে এই রাখী হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন।"

"আপনি সমস্ত কথা রাণীকে বুঝাইয়া বলিবেন। আমি বাঙ্গলাজয়ের জন্য যাইতেছিলাম, কিন্তু তাঁহার অনুরোধরক্ষার জন্য এক্ষণেই আমার সমস্ত সৈন্যকে চিতোরের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিতেছি।"

"বাদসাহের আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া মিশ্রঠাকুর যথারীতি অভিবাদন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাদসাহও কর্ম্মচারিগণকে চিতোরের অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন।

৩

প্রতিহিংসার অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বালিত করিয়া সুল্‌তান বাহাদুর চিতোর ধ্বংসের জন্য ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল রাজ্য গুর্জ্জর ও মালব হইতে পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যরাশি

প্রলয়মেঘের আকার ধারণ করিয়া চিতোরের অভিমুখে ধাবিত হইল। অশ্বারোহী পদাতির ত কথাই নাই। তদ্ব্যতীত সুল্‌তান বাহাদুরের বিশাল বাহিনীর মধ্যে গোলন্দাজ সৈন্যও নিযুক্ত হইয়াছিল। লাব্রিগাঁ নামে জনৈক সুশিক্ষিত ফিরিঙ্গীর অধীনে সেই সমস্ত গোলন্দাজ সৈন্য শিক্ষিত হইয়া অগ্নিময় গোলা-নিক্ষেপে চিতোরদুর্গ ভূমিসাৎ করিবার জন্য ভীমবেগে অগ্রসর হইতেছিল। রাণা বিক্রমজিৎ সেই সময়ে বুন্দী রাজ্যের অন্তর্গত লৈচা নগরে উপস্থিত ছিলেন। বাহাদুরের বাহিনী প্রথমে সেই খানেই দেখা দিল। বিক্রমজিৎ'ও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি আপনার মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া সেই বিরাট্ বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অধীন সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রক্ষা করা অপেক্ষা চিতোররক্ষাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া চিতোরের দিকে গমন করিলেন। বিক্রমজিৎ অসহায় অবস্থায় বাহাদুরের সৈন্যের সহিত রণক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রবল স্রোতের নিকট তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে হইল। লৈচা ক্ষেত্রে বিক্রমজিৎ বাহাদুরের সৈন্যের নিকট পরাজিত হইলেন। জয়োন্মত্ত বাহাদুর আপনার বিজয়িনী সেনা লইয়া অবশেষে বীরদর্পে চিতোর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

আজ চিতোরের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এতদিনে তাহার গৌরব বুঝি লোপ পায়। কিন্তু তাহার এমনই মহিমা যে, রাণার পরাজয় হইলেও তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবলের বাঘজী, বুন্দীরাজপুত্র রাণী

কর্ণবতীর ভ্রাতা অর্জ্জুনরাও, শনিগুরু, দেবর এবং দুর্গারাও প্রভৃতি রাজপুত বীরগণ চিতোররক্ষার জন্য প্রাণদানে অগ্রসর হইলেন। সুল্‌তান বাহাদুরের বিজয়িনী বাহিনীকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা চিতোর রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রাজপুতগণের তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সুল্‌তান বাহাদুরের কামানরাশি গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রলয়হুঙ্কারে যেন বসুমতী বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। মুষ্টিমেয় রাজপুতের অদম্য সাহসের নিকট সুল্‌তান বাহাদুরের বিপুল বাহিনীর গৌরব সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। জ্বলন্ত গোলা সহ্য করিয়াও রাজপুতগণ মস্তক অবনত করিল না। তাহারা আপনাদের বিশাল হৃদয় পাতিয়া কামানের গোলা ধরিয়া লইবার জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাজপুতের সাহসের নিকট ফিরিঙ্গীর গোলাও ব্যর্থ হইয়া গেল।

কিন্তু ফিরিঙ্গীর কৌশল ব্যর্থ হইবার নহে। গোলার আঘাতে ধরাশায়ী হইলেও রাজপুত সহজে বিজিত হইবার নহে দেখিয়া, সুচতুর লাব্রিখাঁ বিকাগিরির নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহাতে বারুদপূর্ণ করিল এবং তাহাতে অগ্নি ধরাইয়া দিল। অল্প ক্ষণের মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া বারুদরাশি প্রলয়গর্জ্জনে চিতোরদুর্গের একাংশ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে হারবীর অর্জ্জুনরাও পঞ্চশত সৈন্যসহ ধরাশায়ী হইলেন। সেই রন্ধ্রপথে বাহাদুরের সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও রাজপুতগণ পশ্চাৎপদ হইল না। তাহারা রন্ধ্রপথে

বাহাদুরের সৈন্যের গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজপুত বীর দুর্গারাও, সত্ত্য ও দতু নামক সর্দ্দারগণ অসীম বীরত্ব দেখাইয়া ধরাশায়ী হইলেন। অমনি বাহাদুরের সৈন্যমধ্য হইতে জয়ধ্বনি আরম্ভ হইল। ক্রমে তাহারা প্রবলবেগে দুর্গমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজপুত বীরগণও প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিল। সেই রন্ধ্রপথে তখন ভীষণ যুদ্ধের স্রোত বহিয়া গেল। যাহারা চিতোরকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করিয়া থাকে, তাহারা তাহার রক্ষার জন্য যে অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি? ক্রমে ক্রমে রাজপুত বীরগণ একে একে জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এবার বুঝি চিতোর রক্ষা হয় না।

রাজমাতা জবহীরবাই ও কর্ণবতীর নিকট এ সংবাদ পঁহুছিলে, তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কর্ণবতী জবহীরবাইকে বলিলেন,—

"দিদি! চিতোররক্ষা ত হইল না।"

"তাই ত, ভগবান একলিঙ্গ কি করিলেন?"

"বিক্রমজিৎ ও উদয়ের রক্ষার উপায় কি?"

"তুমি আর বিলম্ব করিও না। এইবার বাদসাহের নিকট রাখী পাঠাইয়া দেও।"

"রাখী পাইয়া বাদসাহ কি পঁহুছিতে পারিবেন?"

"অসম্ভব নহে। মিশ্রঠাকুর আগরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি বলিয়াছেন?"

"বলিয়াছেন বাদসাহ আমার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হইয়াছেন।"

"তবে ত তিনি এতদিনে অনেক দূর আসিয়াছেন।"

"তা সত্য, কিন্তু তাঁহার আসা পর্য্যন্ত চিতোর রক্ষা কে করিবে ?"

"সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। ভগবান একলিঙ্গ তাহার উপায় করিবেন।"

তাঁহারা যে সময়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, সে সময়ে সংবাদ পঁহুছিল যে, দুর্গারাও, সত্ত্যু, দদু রন্ধ্রপথে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র জবহীরবাই নিমেষের মধ্যে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। রাণী কর্ণবতী একাকিনী অকূল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জবহীরবাই বর্ম্মপরিহিতা হইয়া সশস্ত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন ও কর্ণবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ভগিনি, ভগবান্ একলিঙ্গ এবার আমার প্রতি চিতোররক্ষার ভার দিয়াছেন, আমি চলিলাম।"

"আমায় একাকিনী ফেলিয়া কোথায় যাইবে দিদি ?"

"তুমি বিক্রম ও উদয়কে দেখিও, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। চিতোরের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

"দিদি, তুমিই ধন্য, তুমিই মহারাণার প্রকৃত মহিষী।"

"আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় শত্রুপক্ষ এতক্ষণে রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়াছে।"

"দিদি যদি শত্রুপক্ষ দুর্গে প্রবেশ করে, তবে আমরা কি করিব বলিয়া যাও।"

"রাজপুতের চির-আরাধ্য জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।"

এই বলিয়া বীরনারী জবহীরবাই মুহূর্ত্তমধ্যে তথা হইতে গমন করিলেন ও ভীমবেগে সেই রন্ধ্রপথে উপনীত হইলেন। রাজমাতাকে সমাগত দেখিয়া রাজপুত সর্দ্দার ও সেনাগণ দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। তাহারা আবার নবীন উদ্যমে শত্রুসৈন্যের আক্রমণে বাধা দিল। কিন্তু লাব্রিখাঁর কামানের গোলার সম্মুখে তাহারা আর কতক্ষণ স্থির থাকিবে? জবহীরবাই সকলকে উৎসাহিত করিয়া অসীম পরাক্রমে বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার অদম্য সাহস দেখিয়া সুল্‌তান বাহাদুর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু ফিরিঙ্গীর গোলা সে সাহসকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। বীরনারী চিতোররক্ষার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। অবশিষ্ট রাজপুতেরা তাহার পরও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

জবহীরবাইএর আত্মবিসর্জ্জনের কথা রাণী কর্ণবতীর নিকট পৌঁছিলে তিনি শোকে কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি আবার মিশ্রঠাকুরকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। মিশ্রঠাকুর মহিষীর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মা, আমাকে আবার কি আদেশ করিতেছেন?"

"আপনাকে পুনরায় বাদসাহের নিকট যাইতে হইবে। আমাদের দুর্দ্দশার কথা সমস্তই জানিয়াছেন ত।"

"সমস্তই জানিয়াছি মা, রাজমাতার আত্মবিসর্জ্জন অদ্ভুত। সাক্ষাৎ রণচণ্ডীর ন্যায় তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিতোরের দুরদৃষ্ট যে তাঁহাকেও ধরাশায়িনী হইতে হইল।"

"পূর্ব্ব কথানুসারে এইবার আপনি আমার রাখী লইয়া বাদসাহের নিকট যান। তাহা হইলে বাদসাহ নিশ্চয়ই সত্বর উপস্থিত হইবেন।"

"আপনার রাখী পাইলে তিনি আর মূহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবেন না। এতদিনে তিনি বোধ হয় মিবারের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়া থাকিবেন।"

"আপনি আর বিলম্ব করিবেন না।" বলিয়া রাণী কর্ণবতী হীরকখচিত স্বর্ণবলয় রাখীস্বরূপে মিশ্রঠাকুরকে অর্পণ করিলেন। মিশ্রঠাকুর সেই রাখী লইয়া রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রবাসোপযোগী সাজসজ্জা লইয়া কৌশলে চিতোর হইতে পলায়ন করিয়া বাদসাহের নিকট গমন করিলেন।

আগরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাদশাহ আপনার মোগলবাহিনী লইয়া দ্রুতবেগে চিতোরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। মিবারের সীমায় উপস্থিত হইয়া তিনি জানিতে পারেন যে, সুল্‌তান বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করিয়াছেন। তখন তিনি আপনার সৈন্যদিগকে অবিলম্বে চিতোরের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। রাণী কর্ণবতীর পত্রানুসারে বাদসাহ মনে করিয়াছিলেন যে, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত

হয় নাই। কারণ, রাণীর রাখী তখনও পর্য্যন্ত বাদসাহ প্রাপ্ত হন নাই। বাদসাহের আদেশ পাইয়া মোগলসৈন্য দ্রুতগতিতে চিতোরের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তাহারা অল্পদিনে অনেক গ্রাম, নগর অতিক্রম করিয়া চিতোরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মিবারবাসিগণ মোগলসৈন্যের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এক দিক হইতে সুলতান বাহাদুরের পাঠানসৈন্য চিতোর আক্রমণ করিয়াছে। আবার অপর দিক হইতে মোগলবাহিনী চিতোরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের সংঘর্ষ কি মিলন হইবে বুঝিতে না পারিয়া তাহারা যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

যে সময়ে মোগলবাহিনী মিবারের প্রান্তসীমায় বিশ্রামলাভের জন্য শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, মিশ্রঠাকুর সেই সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনিও চিতোর হইতে বহির্গত হইয়া বাদসাহের আগমনের কিছু কিছু সংবাদও পাইয়াছিলেন। পরে লোকমুখে সন্ধান লইতে লইতে বাদসাহ-শিবিরে আসিয়া পৌঁছেন। বাদসাহের নিকট সংবাদ পাঠাইবা-মাত্র বাদসাহ মিশ্রঠাকুরকে আহ্বান করিয়া পাঠান। মিশ্র-ঠাকুর বাদসাহকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিলেন—

"জাহাঁপনা, চিতোরের সর্ব্বনাশ উপস্থিত।"

"সুল্‌তান বাহাদুর কি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়া-ছেন?"

"বোধ হয় এতদিনে পারিয়াছেন।"

"আপনি তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসেন নাই বোধ হয়।"

"না জাহাঁপনা, তাঁহার কি সাধ্য যে সহসা তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবেন? তবে চিতোরের আর কে আছে যে, তাঁহার গতি রোধ করিবে? সকলেই একে একে জীবন বলি দিয়াছেন।"

"রাণা কি জীবিত নাই?"

"ভগবান একলিঙ্গের আশীর্ব্বাদে তিনি এখনও জীবিত আছেন। তবে তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা কেহ জ্ঞাত নহে।"

"তিনি কি চিতোরে নাই?"

"নৈচাক্ষেত্রে সুল্‌তান তাঁহাকে পরাজিত করিয়া একেবারে চিতোরে আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন।"

"তবে চিতোর রক্ষা করিল কে?"

"চিতোর রক্ষা করিল সর্দ্দারগণ আর রাজমাতা জবহীরবাই।"

"সুল্‌তানের সৈন্যের সমক্ষে তাঁহারা কি তিষ্ঠিতে পারিয়াছেন?

"জাহাঁপনা! আপনি কি রাজপুতের সাহস অবগত নহেন, রাণা সংগ্রামসিংহের অনুচরগণের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন?"

"ভুলি নাই, তবে সুল্‌তানের বিপুল সৈন্যের নিকট মুষ্টিমেয় রাজপুতগণ কিরূপে স্থির আছে, তাহাই জানিতে চাহিতেছি।"

"সেই প্রবল বন্যাস্রোতের সম্মুখে তাহারা দুর্ভেদ্য শৈল-

মালার ন্যায় অবস্থিত ছিল, কিন্তু ফিরিঙ্গীর গোলা তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিয়াছে।”

“সুল্‌তান তবে কামানের আশ্রয় লইয়াছেন? সুখের বিষয় দিল্লীর বাদসাহেরও তাহার অভাব নাই। সুল্‌তান তবে গোলার সাহায্যে চিতোরদুর্গ অধিকার করিয়াছেন?”

“সুল্‌তানের গোলাতেও রাজপুতকে হঠাইতে পারে নাই।”

“তবে কিসে পারিল?”

“ফিরিঙ্গীর কৌশল।”

“সে কিরূপ?”

“ফিরিঙ্গী সুড়ঙ্গ কাটিয়া বারুদ পূর্ণ করে, পরে তাহাতে আগুন লাগাইয়া দুর্গ ভঙ্গ করিয়া ফেলে।”

“এ ফিরিঙ্গী কে?”

“সুল্‌তানের গোলন্দাজ সেনাপতি লাব্রি খাঁ।

“তাহা হইলে সুল্‌তান দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?”

“আমি ত দেখিয়া আসি নাই।”

“সে কি? ইহাতেও রাজপুত টলে নাই?”

“টলিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া আসিয়াছি। রন্ধ্রপথে সকলেই জীবন বলি দিতেছেন। এমন কি রাজমাতাও জীবন বলি দিয়াছেন।”

বাদসাহ একটু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কে, রাণী কর্ণবতী?”

"কর্ণবতী নন, জবহীরবাই। তিনি বীর-নারীর ন্যায় যুদ্ধ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন।"

"রাণী কর্ণবতী ও তাঁহার পুত্র উদয়সিংহের সংবাদ কি ?"

"তাঁহারা জীবিত আছেন, দেখিয়া আসিয়াছি। মহিষী পূর্ব্ব কথা মত জাহাঁপনার নিকট রাখী পাঠাইয়াছেন।"

এই বলিয়া মিশ্রঠাকুর সেই হীরকখচিত স্বর্ণরাখী বাদসাহের সমক্ষে স্থাপিত করিলেন। বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ইহাই রাখী ?"

"ইহা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের রাখী বটে।"

"সাধারণের রাখী কিরূপ ?"

"সাধারণে রেশম বা পশমের সূত্র রাখীরূপে পাঠাইয়া থাকে।"

"আমি অতি সমাদরে রাণীর রাখী গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া বাদসাহ সেই হীরক খচিত স্বর্ণবলয় স্বীয় প্রকোষ্ঠে ধারণ করিলেন। পরে কোন কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলে তিনি রত্নখচিত ও নানা কারুকার্য্যভূষিত একটি কাঁচুলী আনয়ন করিলেন। বাদসাহ মিশ্রঠাকুরকে বলিলেন,—

"ধর্ম্মভগিনীর রাখীর বিনিময়ে তাঁহাকে এই সামান্য কাঁচুলীটি দিবেন, এবং তাঁহাকে জানাইবেন যে, তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা দিল্লীর বাদসাহ এই মুহূর্ত্তেই চিতোরে উপস্থিত হইয়া সুল্‌তানের হস্ত হইতে তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করিবেন। আপনি বিলম্ব না করিয়া চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হন। আমি এখনই আমার সৈন্যদিগকে চিতোরে উপস্থিত হইতে আদেশ দিতেছি।"

"বাদসাহের আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া মিশ্রঠাকুর সেই রত্নখচিত কাঁচুলী লইয়া দ্রুতপদে চিতোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তৎপরে বাদসাহ মোগল সৈন্যদিগকে অবিলম্বে চিতোরে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। রাণী কর্ণবতী ও উদয়সিংহের রক্ষার জন্য তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই রাখীবন্ধনকে দৃঢ় কর্ত্তব্যের বন্ধন মনে করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে মোগল বাদসাহ রাজপুতমহিলার রাখীবন্ধনে বদ্ধ হইয়া তাঁহার আহ্বানে বিপদকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বিশ্রাম দূরে পরিহার করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চিতোরে উপস্থিত হইবার জন্য ধাবিত হইলেন।

৫

প্রবলবন্যাবিতাড়িত মহীরুহের ন্যায় মালবসৈন্যের আক্রমণে রাজপুতগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল। রাজমাতার আত্মবিসর্জ্জনের পর যদিও তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি মালবসৈন্যের বেগ প্রতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহারা একে একে আত্মবিসর্জ্জন দিতে লাগিল। চিতোররক্ষার কোনই আশা নাই দেখিয়া সকলে আবার গভীর মন্ত্রণায় মনোনিবেশ করিলেন। আবার রাজবংশের কেহ আত্মবিসর্জ্জন না দিলে চিত্তোররক্ষা হইবে না, ইহাই মন্ত্রণায় স্থির হইল। কিন্তু রাজবংশের কে আত্মদান করিবে? সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহ নিতান্ত শিশু, তাহার আত্মদানে

কোনই ফল নাই, অথবা তাহার আত্মবিসর্জ্জনে রাণার বংশই বা কিরূপে থাকিবে? কারণ বিক্রমজিতের কোনই সংবাদ নাই। তখন দেবলের বাঘজী বলিয়া উঠিলেন, "আমিও শিশোদীয় রাজবংশসম্ভূত, আমার শরীরে বাপ্পারাওএর রক্ত আছে। আমিই আত্মদান করিব।" সকলেই তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহাকে রাজোচিত বেশে ভূষিত করিলেন। তাঁহার মস্তকে বাপ্পারাওএর রাজছত্র ধৃত হইল। চিতোরের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাঘজী মনে মনে ভগবান্ একলিঙ্গকে স্মরণ করিলেন। তাহার পর সেই বেশে উদ্দামগতিতে মালবসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। রাজপুতগণ আবার কঠিন উৎসাহে মালবসৈন্যের গতিরোধ করিল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। দেখিতে দেখিতে তাহাদের ভীষণ আক্রমণে বাঘজী ধরাশায়ী হইলেন। অমনি মালবসৈন্যের মধ্য হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। এবার তাহারা অবশিষ্ট রাজপুতগণকে মথিত করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

রাণী কর্ণবতী সমস্তই শুনিলেন। সর্দ্দারেরা তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া বলিলেন,—

"মা, দুর্গ রক্ষা ত হইল না, এক্ষণে রাজপুতরমণীর কর্ত্তব্য পালন করুন।"

"আপনারা চিতা সজ্জিত করিতে আরম্ভ করুন। আমরাও সুসজ্জিত হইতেছি। হায় রাখী; কেন তোরে বিলম্বে পাঠাইলাম। বাদসাহ ত পৌঁছিতে পারিলেন না।"

"আপনি কি বাদসাহের নিকট রাখী পাঠাইয়াছেন ?"

"পাঠাইয়াছি, কিন্তু তিনি পৌঁছিতে পারিলেন কৈ ?"

"রাখীই যদি পাঠাইলেন, তবে বিলম্ব করিলেন কেন ?"

"যাহা ভগবান্ একলিঙ্গের মনে ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি আমাদের জীবনবলি ইচ্ছা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার চরণে জীবন বলিই দিব। উদয়ের উপায় কি আপনারা কিছু স্থির করিয়াছেন ?"

"তাঁহার জন্য আপনার চিন্তা নাই, বুন্দীবীর শূরতানরাও তাঁহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আপনার পিতৃকুলে অর্পণ করা হইয়াছে।"

"তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া আত্মবলি দিতে পারিব। আপনারা জহরব্রতের আয়োজন করুন. আমরা সজ্জিত হইতেছি।"

"আমরা আপনার আদেশপালনে চলিলাম," বলিয়া সর্দ্দারেরা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া জহরব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্তূপাকার কাষ্ঠরাশি আনিয়া এক বিরাট্ চিতা প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং তাহার নিকট অন্যান্য দাহ্য পদার্থও আনীত হইল। রাজপুতগণ মহাড়ম্বরে সেই চিতাসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। আজ চিতোর শ্মশান করিয়া তাঁহাদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী সকলেই সেই জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিবেন। ইহাতে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব না করিয়া তাঁহারা যেন কোন মহাব্রতের অনুষ্ঠানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে যাঁহারা রন্ধ্রপথে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট সংবাদ গেল যে,

জহরব্রতের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারাও তাঁহাদের মহাব্রতের উদযাপনের চেষ্টা করিতে থাকুন! সেই অল্পসংখ্যক রাজপুতগণ তখন আর একবার মালবসৈন্যকে আক্রমণ করিল। পরে একে একে ধরাশায়ী হইল। এদিকে চিতাও প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

চিতা প্রজ্বলিত হইলে, যখন তাহার দিগন্তব্যাপিনী শিখা নীলাকাশ স্পর্শ করিবার জন্য উত্থিত হইল, তখন রাজপুতরমণীগণ সজ্জিত হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাণী কর্ণবতীর নিকট ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতললনা আগমন করিলেন। তিনি সকলকে মিষ্টবাক্যে আহ্বান করিয়া ভগবান্ একলিঙ্গকে স্মরণ করিতে বলিলেন। এই সময় বুন্দীসর্দ্দার শূরতানরাও উদয়-সিংহকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মাতাকে দেখিয়া উদয়সিংহ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"মা, কোথায় যাইতেছ ?"

"মহারাণার নিকট যাইতেছি।"

"না, তুমি চিতায় পুড়িয়া মরিবে।"

"চিতায় উঠিলেই ত তাঁহার কাছে যাইতে পারিব। রাজপুতনী ত চিতায় উঠিয়াই স্বর্গে যায়।"

"আমি কোথায় থাকিব ?"

"তোমার মামার বাড়ীতে থাকিবে, আমাকে বিদায় দেও" বলিয়া রাণী পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন, এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু সেই সময়ে তাঁহার চক্ষু হইতে অলক্ষ্যে নিপতিত হইল। শূরতান

উদয়সিংহকে বলিলেন, 'মাকে প্রণাম কর'। উদয়সিংহ তাহাই করিল।

সেই সময়ে সংবাদ আসিল যে, মালবরাজ দুর্গে প্রবেশ করিয়া ঐ দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন রাণী কর্ণবতী ভগবান্ একলিঙ্গের নাম উচ্চারণ করিয়া জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ত্রয়োদশ সহস্র রমণী চিতার বক্ষে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। শূরতান উদয়সিংহকে লইয়া দুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই অলোকসামান্য ত্রয়োদশ সহস্র রমণীরত্ন বলি পাইয়া অনলদেব আপনার বিশ্বনাশিনী জিহ্বা বিস্তার করিলেন। ধূ ধূ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে চিতোরের সেই অনুপম রূপসমষ্টি ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। আজ সহস্র সহস্র রমণীর বলি পাইয়া অগ্নিদেব আপনার ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসিনী লালসার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের গূঢ় ইচ্ছার পূরণ হইল। মালবরাজ স্থল্‌তান বাহাদুর সসৈন্যে সেই অর্দ্ধদগ্ধ বিরাট্ চিতাভস্মের সম্মুখে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি কোন মহাশ্মশানে সমাগত হইয়াছেন।

মিশ্রঠাকুর দ্রুতগতিতে চিতোরে উপস্থিত হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, রাণী কর্ণবতী জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মিশ্রঠাকুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার পূর্ব্বেই রাণী সেই ত্রয়োদশ সহস্র ললনার সহিত চিতাবক্ষে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। যখন সেই চিতাগ্নি ধূ ধূ

করিয়া জ্বলিতেছিল, সেই সময়ে মিশ্রঠাকুর দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থিতি করেন। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"ভগবন্ একলিঙ্গ, তোমার মনে কি এই ছিল? রাজপুতনীর বলি না লইলে কি তোমার প্রাণ তৃপ্ত হয় না? রাণী কর্ণবতী কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তুমি বলি লইলে? যিনি বাপ্পারাওএর বংশরক্ষার জন্য আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই বাপ্পারাওএর কুলদেবতা হইয়া তুমি তাঁহাকেই বলি লইলে? অথবা কে তোমার ইচ্ছা বুঝিতে পারে? হায় মা, কেন তুমি বিলম্বে রাখী পাঠাইয়াছিলে! মা, বাদসাহ তোমার রাখীর উপহার পাঠাইয়াছেন, তুমি স্বর্গ হইতে হাত বাড়াইয়া তাহা লও।" এই বলিয়া পুরোহিতঠাকুর বাদসাহপ্রদত্ত রত্নখচিত কাঁচুলী সেই জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিলেন।

উপসংহার।

চিতোর জয় করিয়া বাহাদুর কয়েক দিবস আমোদ প্রমোদে কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, হুমায়ুন বাদসাহ চিতোরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। বাদসাহের নিকট হইতে পত্র লইয়া দূতও উপস্থিত হইল। তাহাতে তাঁহাকে অবিলম্বে

চিতোর পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধও করা হইয়াছিল। বাহাদুর আর কালবিলম্ব না করিয়া চিতোর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বাদসাহ চিতোরে উপস্থিত হইয়া রাণী কর্ণবতীর আত্মবিসর্জ্জনের কথা শুনিলেন, পরে রাণা বিক্রমজিৎকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসাইলেন। উদয়সিংহের রক্ষারও সুবন্দোবস্ত হইল। বাদসাহের সুন্দর প্রকোষ্ঠে রাণী কর্ণবতীর রাখী দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। রাজপুতরমণীর রাখীবন্ধনে মোগল বাদসাহ বদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এস রাখি, আমরাও তোমাকে হতভাগ্য বঙ্গদেশে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের বড় বিপদের সময়ই আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছ। কিন্তু তুমি রাজপুতমোগলকে যে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছিলে, আমাদিগকে কি সেরূপে বাঁধিতে পারিবে? চিতোর শ্মশান করিয়া তুমি রাজপুতমোগলকে বাঁধিয়াছিলে, আমাদের সোনার বাঙ্গলাও ত শ্মশান! শ্মশানেই যদি তোমার বন্ধন সুদৃঢ় হয়, তবে বাঙ্গলাই ত তোমার উপযুক্ত স্থান। এমন মহাশ্মশান আর কোথাও পাইবে না। কিন্তু অপদার্থ আমাদিগকে ভ্রাতৃবন্ধনে বাঁধিতে পারিবে কি? আত্মদান যদি তোমার বন্ধনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা তাহা পারিব কি না তুমিই বলিতে পার।



বৌঠাকুরাণীর হাট।

১

সুন্দরবনের একটি স্ফীতকলেবর নদী বহিয়া একখানি বজরা ও কয়েকখানি নৌকা যাইতেছিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের শেষছটা অরণ্যানীর শ্যামাঞ্চলে লুকাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে আকাশের কোলে ঢলিয়া পড়িল। সহসা নদীর বক্ষে কে যেন তপ্ত সোনা ঢালিয়া দিল। পরক্ষণে প্রকৃতির সেই স্বর্ণরাগ লুকাইয়া গেল, এবং অন্ধকার আপনার কজ্জলরাশি আনিয়া বিশ্বশোভাকে আবৃত করিয়া ফেলিল। পাখীগুলি কলরব করিয়া পত্ররাশির অন্তরালে আশ্রয় লইল। ক্রমে দুই একটি হিংস্র জন্তুর শব্দ নিবিড় অরণ্যকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। অরণ্যানীর শ্যামলতা গাঢ় কালিমায় পরিণত হইল, নদীর জলও যেন মসীস্রোত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে দুই একটি উজ্জ্বল তারকা সুদূর আকাশপথ

হইতে আপনাদের ক্ষীণ রশ্মি ছড়াইয়া জীবজন্তুর হৃদয়ে যেন অভয়প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। নদীগর্ভে সেই ক্ষীণরেখা প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত রজতযষ্টি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইতে লাগিল।

রজনী উপস্থিত দেখিয়া বজরা ও নৌকার আরোহিগণ কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বজরার মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে ধ্বনি হইল,—

"মাধবমল্ল, বজরা বাঁধিবার কি উপায় করিতেছ? রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে।"

বজরার বহির্ভাগ হইতে একজন পুরুষ উত্তর দিল,—

"মা, আমি নিশ্চিন্ত নহি, এখনই তাহার উপায় করিতেছি।"

এই কথা বলিয়া পুরুষটি বজরার ও নৌকার মাঝিদিগকে একটি নিরাপদ স্থানে নঙ্গর করিবার জন্য আদেশ দিল। মাঝিরা বলিয়া উঠিল,—

"কর্ত্তা, বনের মধ্যে ভাল জায়গা কৈ? তখনি ব'লেছিলেম যে, বেশী এগুলেই বড় বনের মধ্যে প'ড়্‌তে হবে, আপনারা তাতে কান ক'ল্লেন না।"

"সে যা হবার তা হ'য়েছে, এখন এর নিকটে কোন ভাল জায়গায় নঙ্গর কর।"

"তা সব জায়গাইত সমান, আঁধারে আর ন'ড়ে চ'ড়ে কি হবে? এই বড় গাছতলায় নঙ্গর ফেল্‌ছি।"

এই কথা বলিয়া বজরার মাঝিরা একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলে নঙ্গর করিল। অন্যান্য নৌকাও তাহার নিকটে রহিল।

পুনর্ব্বার সেই রমণীকণ্ঠে শব্দ হইল,—

"এই নিবিড় বনে কি শেষে রাত্রিযাপন করিতে হইবে ?"

পুরুষটি উত্তর করিল,—

"কি করিবেন মা, সুন্দরবনের মধ্যে গ্রাম, নগর কৈ ? যাহা দুই একটি আছে, বহু দূরে দূরে, দুই এক দিনের পথ ব্যবধানে, কাজেই অনেকদিন আমাদিগকে এইরূপে বনের মধ্যেই রাত্রি কাটাইতে হইবে।"

"মা যশোরেশ্বরীর মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। এখানে কোন ভয়ের কারণ নাই ত ?"

"কি করিয়া বলিব মা, সুন্দরবনের সর্ব্বত্রই এখন বিভীষিকা-ময়! যেদিন হ'তে মহারাজ প্রতাপাদিত্য চির-অস্তমিত হ'য়েছেন, সেদিন হ'তে সুন্দরবনের সর্ব্বত্রই বিভীষিকার অন্ধকার ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

"তবে কি আবার মগ ফিরিঙ্গীর উপদ্রব বাড়িয়াছে ?"

"অধিক পরিমাণে। প্রতাপাদিত্যের শাসনে যে সুন্দরবন তপোবনতুল্য ছিল, এক্ষণে আবার তাহা প্রকৃতই হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়া উঠিয়াছে। মগ ফিরিঙ্গীর উপদ্রবে গ্রামনগরও ধ্বংসমুখে পড়িতেছে।"

"ইহাদিগকে দমন করিতে বাঙ্গলায় কি দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই ?"

"আর একজন আছেন, আমরা এখন তাঁহারই নিকট যাইতেছি ; চলুন দেখি, তিনি কি মনে করিতেছেন।"

"রাত্রিতে সকলকে সতর্ক থাকিতে বলিও।"

"ভৃত্য সে বিষয়ে সাবধান আছে।"

বজরা ও নৌকার আরোহিগণ যৎসামান্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া অবশেষে শয়ন করিল। মাধবমল্ল ও তাহার সহচরগণ সশস্ত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিল। প্রদীপের ক্ষীণালোক ক্রমে আরও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সহসা বজরার নিকটে একটি বন্দুকের শব্দ হইল। মাধবমল্লের ইঙ্গিতে তাহার একজন সহচর হস্তস্থিত বন্দুকের ধ্বনিতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। বজরা ও নৌকার আরোহী পুরুষ ও স্ত্রীগণ ভয়ে কোলাহল করিয়া উঠিল।

বজরামধ্যস্থ রমণী বলিয়া উঠিলেন,—

"একি, বন্দুকের শব্দ কেন?"

মাধবমল্ল উত্তর করিল,—

"স্থির হউন মা, ব্যস্ত হইবেন না, একটু পরেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

তাঁহাদের কথোপকথন শেষ হইতে না হইতে বজরার পার্শ্বে ঘন ঘন দুই চারি বার বন্দুকের শব্দ হইল। বজরা হইতে মাধবের সহচরগণও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল। কিছু পরে বজরার পার্শ্ব হইতে অস্পষ্ট বাঙ্গলা ভাষায় শব্দ হইল,—

"এ বজরা কার?"

মাধবমল্ল উত্তর করিল,

"তাতে প্রয়োজন ?"

"দরকার আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।"

"আমরা বলিব না।"

"তবে আমরা বজরায় পড়িব।"

"সাধ্য থাকে অগ্রসর হও, যদি আর এক পা বাড়াও, তা'হ'লে বন্দুকের গুলিতে মাথা ফুটাইয়া এই নদীর জলে ফেলিয়া দিব।"

মাধবের কথা শেষ হইতে না হইতে বজরার উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। মাধব ও তাহার অনুচরগণ প্রতিবর্ষণ করিয়া বিপক্ষদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাহাদের মধ্য হইতে আবার কে বলিয়া উঠিল ;—

"কার বজরা বলিলেই আমরা ক্ষান্ত হইব।"

"আমরা কিছুতেই বলিব না।"

"প্রতাপ রাজা ও তাহার সেনা ছাড়া আর কাহারা এমন বন্দুক ছাড়িতে পারে ?"

"রুডার শিষ্য এখনও অনেক বাঁচিয়া আছে।"

মাধবমল্ল প্রতাপাদিত্যের গোলন্দাজ সেনাপতি রুডার নিকট বন্দুকচালনা শিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ঐরূপ উত্তর দিয়াছিল।

"তবে কি তোমরা প্রতাপ রাজার লোক ও রুডার কাছে বন্দুক চালাইতে শিখিয়াছ ?"

"তাহাই মনে করিয়া এক্ষণে স্বস্থানে চলিয়া যাও।"

"যদি তাহাই হয়, তবে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি ও তোমাদিগকে সেলাম করিতেছি।"

"তোমাদের কি কোন পরিচয় পাইতে পারি না।"

"আমাদের আর পরিচয় কি ? আমরা রুডার স্বজাতি বটে, তোমাদিগকে সেলাম, আমরা চলিলাম।"

এই বলিয়া তাহারা যে নৌকায় বজরার নিকট আসিয়াছিল, ক্ষেপণীযোগে তাহাকে দ্রুত চালিত করিয়া নিমেষমধ্যে তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

বজরা মধ্য হইতে রমণী বলিতে লাগিলেন,—

"তাহারা কি সত্য সত্যই চলিয়া গেল ?"

"প্রতাপাদিত্যের সংস্রবের কথা শুনিয়া কাহার সাধ্য তিল মাত্র অপেক্ষা করিতে পারে ?"

সেই সময়ে চন্দ্রোদয় হওয়ায় নদীবক্ষ আলোকের ছটায় ভরিয়া গেল। মাধবমল্ল বলিল,—

"মা আপনার যদি কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া চাঁদের আলোকে দেখুন তাহারা কত দ্রুত পলাইয়া যাইতেছে।"

রমণী দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দাসী ও সহচরীগণ সহিত চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত নদীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি আচ্ছাদনশূন্য নৌকা অনেকগুলি দাঁড়ের চালনায় দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"উহা কা'দের নৌকা ?"

"উহারা ফিরিঙ্গী,কারণ তাহারা আপনাদিগকে রুডার স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।"

"এই সমস্ত দস্যুর কি দমন হইবে না ?"

"জামাতা মহারাজের নিকট এই সমস্ত নিবেদন করিব, দেখি তিনিই বা কি করেন। প্রতাপাদিত্যের পর সমস্ত বাঙ্গালা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আমিও ত সেই মুখের দিকে চাহিয়া পোড়াজীবন ধারণ করিয়া আছি। নতুবা পিতা, মাতা, ভ্রাতার পথানুসরণ করিলাম না কেন ? মা যশোরেশ্বরি, তোমার মনে কি আছে কেমন করিয়া বলিব।"

পাঠক এই রমণীরত্নের পরিচয় পাইয়াছেন কি ? ইনি যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতী। প্রতাপের পতনের পর অন্ধকারময় যশোর পরিত্যাগ করিয়া স্বামী রামচন্দ্র রায়ের চরণচুম্বনের জন্য বাক্‌লা যাত্রা করিয়াছেন।

২

প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ পত্ররাশি ও নদীবক্ষে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। পক্ষিগণের কলরবে ও পক্ষসঞ্চালনে অরণ্যানী মুখরা হইয়া উঠিল। দুই একটি বানর নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া লম্ফপ্রদানে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছিল। দুই একটি গণ্ডার বেত্রবনের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিতে লাগিল। নদীবক্ষে কুম্ভীর ও শুষক গা ভাসাইয়া

আবার পরক্ষণে ডুবিয়া গেল। মাঝিরা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নঙ্গর তুলিয়া 'বদর বদর' বলিতে বলিতে বজরা ও নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বিন্দুমতী বলিলেন,—

"মাধবমল্ল, আজ কি কোন গ্রাম পাইব না ?"

মাধব উত্তর দিল,—

"বলিতে পারি না মা, দেখি আজ কতদূর নৌকা চলিতে পারে। পূর্ব্বে আমি অনেকবার এই সকল স্থানে বেড়াইয়াছি। সুন্দরবনের কোন স্থানই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অনুচরের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এখন যেন কেমন ভ্রম জন্মিয়াছে। মাঝিরা বলিতে পারিস্ নিকটে কোন গ্রাম আছে কি না ?"

মাঝিরা উত্তর করিল,—

"এখানে গাঁ কৈ ? আজকার পুরাদিন লা বাহিলে তবে গাঁ পাইব।"

বিন্দুমতী কহিতে লাগিলেন,—

"আমরা তবে নিবিড় বনের মধ্যে পড়িয়াছি ?"

মাঝিরা বলিল,—

"হাঁ মা তাই বটে।"

তাহার পর নৌকা চলিতে লাগিল। বিন্দুমতী সুন্দরবনের শ্যামল শোভা দেখিতে দেখিতে কতক আশা কতক নিরাশাপূর্ণ হৃদয়ে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাজাধি-রাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা, সোনার যশোরে লালিত পালিত

হইয়া দেবী যশোরেশ্বরীর সেবায় এতদিন কাটাইয়াছিলেন। স্বাধীনতারক্ষার জন্য যশোরাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্য বাদসাহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইয়া পথিমধ্যে বারাণসীধামে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন! তাঁহার উপযুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য প্রভৃতি যুদ্ধস্থানে চিরদিনের জন্য শায়িত। প্রতাপমহিষী অন্যান্য স্ত্রীগণসহ যমুনার নীলগর্ভে চিরদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছেন। কাজেই বিন্দুমতীর হৃদয় অশান্তিপরিপূর্ণ, ঐ অশান্তির মধ্যে তাঁহার জীবনে একটু আশা ছিল, সে কেবল স্বামী রামচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে স্নেহলাভ। কিন্তু তাহাতেও নিরাশার ছায়া সর্ব্বদা সঞ্চারিত হইতেছিল। রামচন্দ্র বাকলা—চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের ও সমাজের একাধীশ্বর, তিনি অল্পবয়স্ক, প্রতাপ তাঁহাকে নিহত করিয়া বাকলা অধিকারের ইচ্ছা করেন। রামচন্দ্র তখন যশোরে ছিলেন। বিন্দুমতীর মুখে তিনি তাহা শুনিয়া আপনার সেনাপতি রামনারায়ণ মল্লের সাহায্যে যশোর হইতে কৌশলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। তদবধি তিনি প্রতাপাদিত্যের নামও করেন নাই, বিন্দুমতীরও কোন সংবাদ ল'ন নাই। বিন্দুর মনে তাই নিরাশার ছায়া পড়িয়াছিল, পাছে স্বামী পিতার দোষে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রতাপের পতনের পর বিন্দুমতী অনেকদিন অপেক্ষা করিয়া শেষে নিজেই বাকলা যাত্রা করিয়াছেন। এক একবার তাঁহার মনে হইতেছে যে, রামচন্দ্র তাঁহাকে পাইয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন। কারণ তিনিই রামচন্দ্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন,

কাজেই রামচন্দ্র তাঁহার কোন দোষ লইবেন না। আবার পরক্ষণে তাঁহার মনে হইতেছিল যে, অভিমানী রামচন্দ্র হয়ত পিতার দোষে তাঁহারও মুখদর্শন করিবেন না। এইরূপে আশার ও নিরাশার আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে স্থাপিত করিয়া বিন্দুমতী নিবিড় সুন্দরবন অতিক্রম করিতে করিতে বাকলার দিকে যাইতেছিলেন।

যশোর হইতে বাকলায় যাইতে তাঁহাদের অনেকদিন অতিবাহিত হয়। ইহার মধ্যে তাঁহারা নিবিড় বন, গ্রাম ও দুই একটি নগর অতিক্রম করিয়াছিলেন। স্বচ্ছসলিলপূর্ণ অনেক নদনদী বাহিয়া তাঁহাদিগকে বাকলায় উপস্থিত হইতে হয়। কোন স্থানে শ্যামল বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত নিবিড় অরণ্য ; কোনস্থানে কণ্টকিত বেত্রবন। আবার কোথায় পরিষ্কৃত প্রান্তরে ধান্য ও ইক্ষুর চাষ। ক্ষুদ্র খালের উভয় তীরে সুন্দরী, কেওড়া, ওড়চাকা প্রভৃতি বৃক্ষ, তাহাতে মুখভঙ্গি করিয়া বানর ঝুলিতেছে। আবার বনের মধ্যে গণ্ডার ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। নদীতে কুম্ভীরও মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। বনের মধ্যে মধ্যে গ্রামের প্রান্তরে গাভীর দল চরিয়া বেড়াইতেছে। দুই একটি নগরের অট্টালিকাও দূর হইতে দেখা যাইতেছে। এইরূপে বহুদিন সুন্দরবনের মধ্যে কাটাইয়া তাঁহাদের বজরা বাকলায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাকলার রাজধানী মাধবপাশার নিকট বজরা পৌঁছিলে মাধবমল্ল কহিল,—

"মা, আমরা ত রাজধানীর নিকট আসিয়াছি, এক্ষণে কি করিব বলুন, বজরা মাধবপাশায় যাইবে, না, জামাতা মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠাইব।"

বিন্দুমতী উত্তর করিলেন,—

"এইখানে কিছুদিন অপেক্ষা করিব, বজরা মাধবপাশায় যাইবে না, এবং তাঁহার নিকট সংবাদও পাঠাইব না।"

"তবে তিনি আপনার আগমনের কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিবেন?"

"যিনি রাজাধিরাজ, তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বিশেষতঃ রাজধানীর নিকটে এতগুলি নৌকা কি জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহার সন্ধান কি তিনি লইবেন না? না ল'ন, আমরা ফিরিয়া যাইব। মা যশোরেশ্বরীর মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

গদ্‌গদ কণ্ঠে বিন্দুমতী এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যদিও তিনি উপযাচিকা হইয়া স্বামীর নিকট আসিয়াছেন, তথাপি স্বামী তাঁহাকে লইতে না আসিলে তিনি যাইবেন না এবং প্রত্যাখ্যাত হইবার আশঙ্কাও তাঁহার মনে মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিতেছিল। বিন্দুমতীর কথা শুনিয়া তাঁহার ধাত্রী একজন প্রাচীনা পরিচারিকা বলিয়া উঠিল,—

"সেকি বিন্দু, জামাইকে খবর না দিলে সে নিতে আস্‌বে কেন? ওকি কথা ব'ল্‌ছিস্‌।"

বিন্দুমতীর একজন সহচরী তাহার উত্তর দিয়া কহিল,—

"তুই বুড়ী এর কি বুঝ্‌বি, মেয়ে মানুষ সেধে কি কখনও

পুরুষের কাছে যায় ? আমরা এতদূর এসেছি এইই ঢের ; তখন দেখা যাক্ জামাই রাজার আকেলটা কেমন !”

বৃদ্ধা বলিল,—

“কি জানি, তোদের রাগ রঙ্গ কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।”

সহচরী উত্তর দিল,—

“বাহাত্তুরে হ’লে যুবকালের কথা কি মনে থাকে ?”

“আ মর ছুঁড়ি, আমার বাহাত্তুরে ধ’র্‌বে কেন তোরই ধরুক্।”

“আহা, তবে তুমি ষেটের কোলে আছ” বলিয়া সহচরী হাস্ত করিয়া উঠিল।

বিন্দুমতী বলিলেন,—

“তোদের রহস্য এখন রাখ্, এখন গভীর সমস্যায় পড়া গেছে।”

সহচরী বলিল,—

“সমস্যা আর কি, আমরা এখান হতে কিছুতেই ন’ড়্‌বনা, কালাচাঁদ এসে আগে কিশোরীর পায়ে ধ’র্‌বেন, তার পর যাওয়া না যাওয়া তাঁর সঙ্গে বোঝা পড়া যাবে।”

মাধবমল্ল বলিল,—

“মা তবে সত্যসত্যই কি আমাদিগকে এখানে অপেক্ষা ক’র্‌তে হবে ?”

বিন্দুমতী উত্তর দিলেন,—“আমি সেইরূপ অভিপ্রায়ই করিয়াছি।”

"তবে আপনার আদেশই প্রতিপালিত হইবে।"

এই বলিয়া মাধবমল্ল মাঝিদিগকে তথায় নঙ্গর করিয়া অবস্থিতি করিতে আদেশ দিল।

সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া বিন্দুমতী রামচন্দ্রের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন দুইদিন, তিনদিন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু রামচন্দ্র আর তাঁহার নিকট আসেন না। বিন্দুমতী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "সত্যসত্যই কি তিনি আমার সংবাদ পান নাই, অথবা পাইয়া আমায় উপেক্ষা করিতেছেন।" শেষ কথা মনে করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। এদিকে তাঁহার সহিত অনেকগুলি নৌকা, ও বৃহৎ বজরা. আরোহী চালকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, তাহাদের আহার্য্য সামগ্রী যাহা সঙ্গে ছিল ফুরাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহার সংগ্রহের জন্য মাধবমল্ল তাঁহাকে জানাইতে লাগিল। তজ্জন্যও তিনি একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অগত্যা তীরে উঠিয়া লোকজনকে আহার সংগ্রহের জন্য আদেশ দিলেন, তাঁহাদের অনেক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় লোকে তথায় ক্রমে আসিতে লাগিল। ক্রমে তথায় একটি হাট বসিল, সপ্তাহে দুইবার করিয়া তথায় হাট বসিতে লাগিল। এত লোকের সমাগমেও রামচন্দ্র কোন সংবাদ লইতেছেন না কেন, ইহা ভাবিয়া বিন্দুমতী দিন দিন শুকাইতে লাগিলেন। পরে তিনি তথা হইতে স্থানান্তরে বজরা বাঁধিবার আদেশ দিলেন, এবং তথায় একটি প্রকাণ্ড দীঘী খনন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য

ছিল, ইহাতেও যদি রামচন্দ্র সংবাদ লন, কিন্তু রামচন্দ্র কোনই সংবাদ লইলেন না।

অবশ্য রামচন্দ্র যে বিন্দুমতীর সংবাদ পান নাই, এমন নহে। কিন্তু তিনি প্রতাপের দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া অভিমানভরে বিন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রামচন্দ্রের মাতার নিকট ক্রমে হাট বসা ও দীঘীখননের সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, তাঁহার বধূ এই সমস্ত কীর্ত্তি আরম্ভ করিয়াছেন। যদিও রামচন্দ্রের অভিমানের কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তথাপি যে বধূ তাঁহার প্রাণসম পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি পরিচারিকাসহিত নিজেই বিন্দুমতীর বজরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বজরায় আসিয়া পরিচারিকাটি বলিয়া উঠিল,—

"আমাদের বৌঠাকুরাণা কৈ গো ?"

বিন্দুর বৃদ্ধা ধাত্রী উত্তর দিল,—

"তোমরা কে গা ?''

"আমরা রাজবাড়ী হ'তে এসেছি গো।"

তখন বিন্দুর সহচরী অগ্রসর হইয়া কহিল,—

"কি মনে ক'রে গো ?"

"বৌ দেখ্‌তে।''

"কাদের বৌ ?'

"কেন আমাদের রাজার বৌ।"

"তোমাদের রাজা কে গো ?"

"ওমা তুমি তাও জান না, কেন গো রামচন্দ্র।"

"তাঁর বৌ এখানে কোথায় ?"

"আর রঙ্গ কর্ত্তে হবে না, আমরা সব জেনেছি, এই দেখ তাঁর শাশুড়ী এসেছেন।"

বৃদ্ধা ধাত্রী বলিল,—

"কে, রাজমাতা ?"

"হাঁ গো হাঁ" বলিয়া পরিচারিকাটি উত্তর দিল। তখন ধাত্রী "এই দেখ বাছা তোমাদের বৌ" বলিয়া রাজমাতা ও পরিচারিকাকে বিন্দুমতীর নিকট লইয়া গেল।

রাজমাতার আগমনে বিন্দুর শুষ্ক হৃদয়ে কে যেন আশাবারি ঢালিয়া দিল, তিনি মনে করিলেন যে, হয়ত রামচন্দ্র লজ্জায় আসিতে পারেন নাই, তাই মাকে পাঠাইয়াছেন। বিন্দু উঠিয়া এক পাত্র স্বর্ণমুদ্রা শ্বশ্রূর চরণতলে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। রাজমাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—

"চিরায়ুষ্মতী হও, ও সুপুত্রের মা হও।"

শুনিয়া বিন্দুর হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধা ধাত্রী কহিল,—

"সুপুত্তুরের মা ত হবে, কিন্তু সোয়ামীর সঙ্গে দেখা কৈ গো ?"

রাজমাতা বলিলেন।—

"অবশ্যই তাহা হবে।"

পরিচারিকাটি বলিয়া উঠিল—

"সেই জন্যেত আমরা এসেছি।"

"আহা তাই হোক্" বলিয়া বৃদ্ধা নিঃশ্বাস ছাড়িল।

রাজমাতা বলিতে লাগিলেন,—

"মা, আমি তোমার সমস্ত কথা রামচন্দ্রের মুখে শুনেছি। তুমি তার জীবন রক্ষে ক'রে আমারও জীবন বাঁচায়েছ। এমন মা লক্ষ্মীকে যদি ঘরে না নিয়ে যাই, তা হ'লে লোকে ধর্ম্মে কি ব'ল্‌বে? তা মা তুমি আমাদিগকে খবর দেও নাই কেন?"

বিন্দুমতী নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

"কেঁদনা মা, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তুমি খবর না দিলেও, আমাকে ছাপাইবে কেমন করিয়া! চল আমার নৌকায় চল।"

এই কথা বলিয়া রাজমাতা বিন্দুমতীর হাত ধরিয়া পরিচারিকা-সহ নিজ নৌকায় উঠিলেন। নৌকা রাজবাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিন্দুমতীর বজরা ও অন্যান্য নৌকা লোকজনসহ তথা হইতে নঙ্গর তুলিয়া ধীরে ধীরে রাজধানী মাধবপাশায় উপস্থিত হইল।

৩

বাকলা রাজবাটীর একটি সুরম্য প্রকোষ্ঠে একখানি সুন্দর পর্য্যঙ্ক চতুষ্পদের উপর আপনার দেহ বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। পর্য্যঙ্কখানি সুন্দর হইলেও শুষ্ক, কারণ তাহা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত,কাজেই তাহা আপনার শুষ্ক কলেবর একটি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আবৃত করিয়া যেন কাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য অপেক্ষা

করিতেছিল। তখন রাত্রিকাল, একটি প্রদীপ গৃহের কোণে লুকাইয়া যেন পর্য্যঙ্কের দিকে মিট মিট করিয়া চাহিতেছিল। দেখিতে দেখিতে একটি যুবাপুরুষ পর্য্যঙ্কোপরি বিস্তৃত শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন, অল্পক্ষণ পরে তিনি শয়ন করিলেন, শয়ন করিয়া যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। যুবক বারংবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যেন কি এক যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কিছুক্ষণ শয়ন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন, আবার অল্পক্ষণ পরেই শয়ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বপরিবর্ত্তনও চলিতে লাগিল। এইরূপে একবার উপবেশন, আবার শয়ন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন, করিতে করিতে যুবক যেন সেই অল্প সময়কে কষ্টকর মনে করিতে লাগিলেন। এক একবার তাঁহার মনে এরূপও হইতেছিল, যেন তিনি প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিতে পারিলে রক্ষা পান।

পাঠক এই যুবকের পরিচয় পাইয়াছেন কি? ইনিই বাকলাধিপতি রামচন্দ্র রায়। রামচন্দ্র অভিমানভরে বিন্দুমতীর সংবাদ লন নাই। তাঁহার মাতা বিন্দুমতীকে রাজবাটীতে আনয়ন করায় রামচন্দ্রের অভিমান আরও বাড়িয়া উঠে। রামচন্দ্র কেবল মাত্র যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার হৃদয় তখনও বালকসুলভ চাঞ্চল্যে ও অভিমানে পূর্ণ ছিল। মাতা তাঁহাকে না বলিয়া বিন্দুমতীকে রাজবাটীতে আনয়ন করায় রামচন্দ্রের অভিমান যেন উথলিয়া উঠে। কিন্তু তিনি মাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, সেই জন্য মাতৃ-আজ্ঞায় বিন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ

করিতে প্রতিশ্রুত হন। তথাপি অভিমান তাঁহাকে বৃশ্চিকবৎ দংশন করিয়া যন্ত্রণায় কাতর করিয়া তুলিতেছিল। তিনি মাতার কথায় বিন্দুর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জামাতৃহননেচ্ছুর কন্যাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার মনকে সম্মত করিতে পারেন নাই। তাই এক অভাবনীয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিন্দুমতী গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পর্য্যঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া বিন্দু চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামচন্দ্র তখন শয়ন করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিলেন না। পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—

"রাজাধিরাজ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা কি মনে করিয়া ?"

শুনিয়া বিন্দুমতীর মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তিনি পর্য্যঙ্কের ধারে হাত রাখিয়া আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিলেন। রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন,—

"কোন উত্তর দিতেছ না যে ?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিন্দুমতী কহিলেন,—

"প্রভুর চরণসেবার জন্য ।"

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তোমার প্রভু ?"

"রাজাধিরাজ বাকলাধিপ।"

"হা, হা" শব্দে বিকট হাস্য করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,—

"বাদসাহের প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গলার নবীন সম্রাট্ প্রতাপাদিত্যের কন্যা দরিদ্র বাকলাধিপের চরণসেবার জন্য? একি রহস্য?"

"রহস্য নহে প্রভু" বলিয়া বিন্দুমতী কাঁদিয়া ফেলিলেন। রামচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"রহস্য বৈকি, নতুবা যে বিবাহসময়েই স্বীয় জামাতাকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিতে চাহে, তাহার কন্যা কি কখনও কাহারও পদসেবার প্রয়াসী হইতে পারে?"

বিন্দুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"কেন প্রভু এ দাসীর অপরাধ কি? দাসী তখনইত প্রভুর পদতলে সমস্ত নিবেদন করিয়াছিল।"

"হাঁ তা বটে, অবশ্য তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে, সে জন্য আমি তোমাকে কিছু পুরস্কার দিব মনে করিয়াছি।"

"দাসী চরণসেবা ভিন্ন আর কোন পুরস্কার চাহে না।"

"পিতৃভ্রাতৃহন্তা, জামাতৃবধেচ্ছুর কন্যার হস্তে চরণসেবা! কখনই নয়।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র উঠিয়া বসিলেন।

"স্বামিন্, প্রভু, ক্ষমা কর, যশোরে জন্ম বলিয়া যদি হতভাগিনী অপরাধিনী হয়, তা, হ'লে তাহার প্রতি পরদুঃখকাতর বাকলারাজের কি দয়া হইবে না?"

"না, কখনই নয়।" বলিয়া রামচন্দ্র পর্য্যঙ্ক হইতে ভূমিতে

নামিয়া দাঁড়াইলেন। বিন্দুমতী অমনি তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। পা ছাড়াইয়া রামচন্দ্র নিমিষের মধ্যে দ্বারের নিকট আসিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন ও প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিন্দুমতী "মা যশোরেশ্বরি, তোমার মনে এই ছিল" বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজমাতা মনে করিয়াছিলেন যে, উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে মনের গোল মিটিয়া যাইবে। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, অভিমান রামচন্দ্রকে অন্য জগতে লইয়া গিয়াছিল। রামচন্দ্রের শয়নপ্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া তিনি ক্ষিপ্রগতিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বিন্দুমতী ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন। তিনি তাঁহাকে তুলিয়া বলিলেন,—

"ছি মা, কেঁদনা, ছেলে মানুষ, আজ একটু রাগ করেছে, আবার কা'ল ঠাণ্ডা হবে। তুমি চল আমার নিকট শোবে।" এই বলিয়া তিনি বিন্দুমতীকে লইয়া প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সে রাত্রিতে রাজমাতা আবার রামচন্দ্রকে শয়নপ্রকোষ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই। রাজমাতা বিন্দুমতীকে লইয়া সে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া তিনি শুনিলেন, রামচন্দ্র মাধব পাশা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া রাজমাতা বলিয়া উঠিলেন,—

"হা হতভাগা, এমন সোনার লক্ষ্মী তোর অদৃষ্টে হবে কেন? তোর যা ইচ্ছা হয় কর্, আমি কিছু ব'ল্‌ব না।"

বিন্দুমতী সমস্ত শুনিলেন। তিনি রাজবাটীতে থাকা বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া শ্বশ্রূর চরণস্পর্শ করিয়া বলিলেন,—

"মা, আমাকে বিদায় দিন্, আমার জন্য আপনি পুত্রহারা হইবেন কেন?" রাজমাতা বলিলেন,—

"সেকি মা, তুমি কোথায় যাইবে? আবার যশোরে ফিরিয়া যাইবে কি?"

"যশোরে কার কাছে যাব" বলিয়া বিন্দুমতী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"তবে কোথায় যাইবে মনে করিয়াছ?"

"কাশী যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।"

"পাগল মেয়ে, কি দুঃখে কাশী যাবে, ছেলে মানুষ রাগ ক'রে গিয়েছে, আজই আবার ঘুরে আস্‌বে।"

"না মা, আপনি তাঁর ভাব তবে ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারেন নাই, আমি থাক্‌লে আপনি তাঁকে পাবেন না।"

"তাই যদি তোমার মনে হ'য়ে থাকে, তবে আমার বলিবার কিছু নাই। কারণ তুমি সতীলক্ষ্মী, তোমার মনে যা হবে, তা যথার্থই ঘ'টবে। কিন্তু মা, আমার মন ডাকিতেছে, আমি আবার তোমাকে ফিরাইয়া আনিব।"

"মার ইচ্ছা হ'লে তাই হ'বে, এখন আমায় বিদায় দিন্।"

"এস মা এস" বলিয়া রাজমাতা অশ্রুপূর্ণনয়নে বিন্দুমতীর মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিন্দু ধীরে ধীরে শিবিকা-রোহণে রাজবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বজরায় উঠিলেন ও বজরা ভাসাইতে আদেশ দিলেন।

মাধবমল্ল কহিল,—

"মা বজরা কোথায় যাইবে?"

"কাশীতে।"

"কেন মা?"

"পরে জানিতে পরিবে।"

প্রতাপের অনুচর মাধবমল্ল বিন্দুমতীর ভাব দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে, রামচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্য সে বলিল,—

"আমাকে না বলিলে বজরা ভাসাইব না।"

"আমি এখন কিছু বলিব না।"

"আপনি না বলুন আমি বুঝিয়াছি। কে আছ, এখনই বন্দুক লইয়া রাজবাটী চল, রামচন্দ্র রায়কে বাঁধিয়া আনিতে হইবে।"

"মাধবমল্ল, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! তুমি বাকলারাজমহিষীর সম্মুখে তাঁহাকে অবমানিত করিতে চাহিতেছ? এখনই আমার বজরা হইতে নামিয়া যাও?"

মাধবমল্ল নীরব হইয়া রহিল। বিন্দুমতী মাঝিদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"মাঝি, তোমরা এখনই বজরা ছাড়িয়া দেও, কাশী যাইতে হইবে।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া মাঝিরা বজরা ছাড়িয়া দিল। বজরা ও নৌকা বাকলা পরিত্যাগ করিয়া কাশীর দিকে অগ্রসর হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রের বধের ইচ্ছা করিলে বিন্দুমতী তাঁহাকে সেই সংবাদ দেন ও তাঁহার সেনা-পতি রামনারায়ণ মল্লের সাহায্যে রামচন্দ্র যশোর হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। যে সময়ে বিন্দুমতী বাকলায় আসেন, সে সময়ে রামনারায়ণ কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে ছিলেন, তিনি আসিয়া সমস্ত শুনিলেন ও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রথমে রাজমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে রাজমাতা তাঁহাকে বলিলেন,—

"রামনারায়ণ, সমস্তই শুনিয়াছ ত, এক্ষণে যাহা ভাল হয় কর। আমি বৌমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি সুপুত্রের মা হও। তোমরা থাকিতে আমার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবে কি ?"

রামনারায়ণ উত্তর করিল,—

"না মা, কদাচ হইবে না। যেরূপে হউক আমি বৌঠাকুরাণীকে ফিরাইয়াই আনিব। আমাদের মহারাজের বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে, নতুবা যে বৌঠাকুরাণীর জন্য আমরা তাঁকে বাঁচাতে পেরেছিলেম, এমন সোনার লক্ষ্মীকে তিনি পায়ে ঠেল্‌বেন কেন ?"

"আমিও সদা সর্ব্বদা তাই ভাব্‌ছি। নতুবা যে রামচন্দ্র পরের দুঃখ শুন্‌লে কাঁদিয়া ফেলে, সে এমন সোনার লক্ষ্মীকে

কষ্ট দিচ্ছ কেন? আগে সেই হতভাগা ছেলেটার খোঁজ কর, তার পর তুমি যেরূপে পার বৌমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া রামনারায়ণ প্রথমে রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। রামচন্দ্র মাধব পাশার নিকটেই ছিলেন। রামনারায়ণ সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে লইয়া রাজমাতার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজমাতা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—

"তোমার বুদ্ধি কি একেবারে লোপ হইয়াছে?"

রামচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। কারণ বিন্দুমতীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবধি তাঁহার মনে অনুতাপ হইতেছিল। রামনারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"মহারাজ, আপনি কি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন? বৌঠাকুরাণী যদি আপনাকে প্রতাপাদিত্যের অভিসন্ধির কথা না জানাইতেন, তাহা হইলে আমরা কি আপনাকে বাঁচাইতে পারিতাম? সেই বৌঠাকুরাণী আপনার নিকট নিজে উপস্থিত হইলেন, আর আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন? যাঁহার জন্য বাকলারাজের জীবনরক্ষা হইয়াছে, সমস্ত বাকলা-রাজ্যের লোক তাঁহার নিকট ঋণী। বাকলারাজ যদি তাঁহার অবমাননা করেন, আমরা কিছুতেই তাহা সহ্য করিব না। আমরা বুঝিব বাকলারাজের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। যিনি পরদুঃখকাতর, তাঁহার এরূপ ভাব বুদ্ধিভ্রমের চিহ্ন বৈ আর কি হ'তে পারে? আমি এখনই বৌঠাকুরাণীকে

আনিতে চলিলাম। যদি কাশী পর্য্যন্ত যাইতে হয়, তাহাও যাইব।”

“তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর” বলিয়া রামচন্দ্র নীরব হইলেন।

“আমার যাহা অভিরুচি, তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন” বলিয়া রামনারায়ণ তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

৪

ভুবনসুন্দরী বারাণসী প্রাতঃসূর্য্যকিরণে হাসিয়া উঠিয়াছে। তাহার মন্দিরচূড়া চুম্বন করিয়া সূর্য্যদেব আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন। সুবর্ণমণ্ডিত চূড়াসকল বালার্ককিরণে প্রতিফলিত হইয়া বারাণসীর স্বর্ণময়ী নামের সার্থকতা সাধন করিতেছে। এই আনন্দকাননে আনন্দ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিরাজমান। এমন নিত্যোৎসবময়ী পুরী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর ঘাটে ঘাটে প্রাতঃস্নানের জন্য স্ত্রীপুরুষ সমবেত হইয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে মন্দিরনিকরের মঙ্গল-আরতির সঙ্গে সঙ্গে জনস্রোত গঙ্গাস্রোতে আসিয়া মিশিয়াছে। প্রভাতের সমীরণ ও বালসূর্য্যের কিরণ জাহ্নবীর পূত সলিলকে ঈষৎ শীতল ও ঈষদুষ্ণ করিয়া বড়ই মধুর করিয়া তুলিতেছিল। ‘হর হর বিশ্বেশ্বর’ শব্দে সমগ্র নগরী প্রতিধ্বনিত। দশাশ্বমেধ ঘাটে জনসংখ্যা এত অধিক যে, তাহাকে নরমুণ্ডে গ্রথিত বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে লোকস্রোত অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাতঃস্নাতা আলুলায়িতকেশা রমণীগণ

পুষ্পপাত্রহস্তে এবং নামাবলী ও উত্তরীয়পরিশোভিত পুরুষগণ বিল্বপত্র পুষ্প হস্তে লইয়া পুরুষেরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চারিদিকে যেন কেমন এক আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর অনেক নগর কর্ম্মক্ষেত্ররূপে কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া থাকে, কিন্তু বারাণসী ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না।

সেই সময়ে চৌষট্টিযোগিনীর ঘাটের নিকট একখানি নৌকায় বসিয়া একজন পুরুষ ঘাটের দিকে অনিমেষনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ঘাটে একখানি বজরা ও কয়েকখানি নৌকা বাঁধা ছিল। ঘাটের উপরিস্থিত একটি বাটী হইতে একটি সুন্দরী স্ত্রী, একজন সহচরী, ও একটি বৃদ্ধা পরিচারিকার সহিত সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া জাহ্নবীজলে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা স্নানাদি সমাপন করিয়া যখন উপরে উঠিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে নৌকাস্থিত পুরুষটি নৌকা হইতে নামিয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণে প্রবৃত্ত হন। পাঠক ইঁহাদের পরিচয় পাইয়াছেন কি? ঐ সুন্দরী স্ত্রীলোকটি বিন্দুমতী। বিন্দুমতী কাশী আসিয়াছেন। চৌষট্টিযোগিনীর ঘাট প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি, তাই বিন্দুমতী তাহার নিকট আবাস স্থাপন করিয়া সেই ঘাটে প্রত্যহ স্নানের জন্য আসিতেন। পুরুষটি রামচন্দ্রের সেনাপতি রামনারায়ণ। বিন্দুমতী বাকলা পরিত্যাগ করার কিছু পরে রামনারায়ণ বাকলায় উপস্থিত হন। তাহার পর রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে তাঁহার দুই চারিদিন অতিবাহিত হয়। পরে কাশী যাইবার আয়োজন করিতেও

তাঁহার কিছু সময় লাগে। কাজেই তিনি পথিমধ্যে বিন্দুমতীর বজরা ধরিতে পারেন নাই। গত রাত্রিতে তিনি কাশী আসিয়া পঁহুছিয়াছেন, এবং চৌষট্টিযোগিনীর ঘাট প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি জানিয়া তিনি তাহারই নিকটে বিন্দুমতীর অবস্থান অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান যে মিথ্যা হয় নাই, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। রামনারায়ণ অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিন্দুমতীর কোন লোকের সহিত দেখা হইতে পারে মনে করিয়া তিনি নৌকা পরিত্যাগ করিয়া তীরে উঠেন নাই। ভাগ্যক্রমে স্বয়ং বিন্দুমতীই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে চিনিতে রামনারায়ণের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব ঘটে নাই।

বিন্দুমতী ও তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয় ধীরে ধীরে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের সহিত কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রী আসিয়া যোগ দিল। রামনারায়ণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ বীরপুরুষ, চিরদিন অসি বন্দুক লইয়াই দিন কাটাইয়াছেন। ধর্ম্ম বা ভক্তির অনুষ্ঠানের কখনও অবকাশ পান নাই। ধর্ম্মক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়া চারিদিকে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত দেখিয়া তিনি যেন কেমন কেমন হইয়া গেলেন। যদিও তিনি বিন্দুমতীর অনুসরণ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার মন যেন আর কোথায় চলিয়া যাইতেছিল। অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি শুনিলেন একজন বাঙ্গালী ভিখারী গান করিতেছে—

"এ পাষাণ চিতে, শুধু চারি ভিতে,
ধূ ধূ করে মরু ভাবি নিরবধি।
দুর্গানামের বলে, কঠিন পাষাণ গলে,
মরুভূমে বহে স্বরগের নদী।
তাই প্রাণ খুলি, দুর্গা দুর্গা বলি,
গলে যা'ক্ আমার শিলাসম হৃদি।
ভক্তিমন্দাকিনী, বহুক অমনি,
দুর্গাপদবিম্ব হেরি নয়ন মুদি।"

গান শুনিয়া রামনারায়ণ অজ্ঞাতভাবে "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া উঠিলেন, এবং যেন আত্মহারা হইয়া গেলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আর দেশে ফিরিব না, এখানেই থাকিয়া যাইব।"

অল্পক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, বিন্দুমতী, তাঁহার সঙ্গিনীগণ ও লোকজন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রামনারায়ণ ত্বরিতপদে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

বিশ্বেশ্বরের বিশাল মন্দির শির উচ্চ করিয়া দণ্ডায়মান। ইহা বর্ত্তমান মন্দির নহে, কারণ, তখন আরঙ্গজেবের জন্ম হয় নাই। যে মন্দির ভাঙ্গিয়া আরঙ্গজেব মসজীদ গড়িয়াছিল, আমরা সেই মন্দিরেরই কথা বলিতেছি। মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া রামনারায়ণ দেখিলেন, দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ লোকসকল দণ্ডায়মান, কিন্তু তাহা ভেদ করিতে রামনারায়ণের বহু কষ্ট পাইতে হয় নাই। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বিন্দুমতী বিশ্বেশ্বরের মস্তকে পুষ্প বিল্বপত্র অর্পণ করিয়া করযোড়ে কি প্রার্থনা করিতেছেন;

পরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার সহচরীটিও প্রণাম করিয়া সরিয়া আসিল। বৃদ্ধা পরিচারিকা দেবদেবকে প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"বাবা, বিন্দুর একটি সুপুত্তুর দেও।"

এই কথা শুনিয়া রামনারায়ণের শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও তিনি বিন্দুমতীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি পরিচারিকার মুখ হইতে তাঁহার নাম শুনিয়া যাহা কিছু সন্দেহ মনে ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর হইয়া গেল। বৃদ্ধার প্রার্থনায় ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বিশেষ কোনও কষ্ট হইবে না। রামনারায়ণও বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা অন্নপূর্ণার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গাভী ও বৃষগণের মুখে যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য দিয়া মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যথারীতি প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধা পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল—

"মা, বিন্দুকে রাজরাণী করিয়া অন্নজল বিতরণ করাও।"

রামনারায়ণ দূর হইতে অন্নপূর্ণা দর্শন ও প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। একটু নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে, বিন্দুমতী পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ধাই, তুই রোজ রোজ দেবতার কাছে ওকি বলিস, যা না হবার তা চাস্ কেন?"

বৃদ্ধা বলিল,—

"তুমি যা মনে করনা কেন, জামাই মহারাজা তোমাকে নেবার জন্য নিশ্চয়ই লোক পাঠাবে।"

সহচরী হাস্য করিয়া বলিল,—

"আগে তোমারই ডাক প'ড়্বে।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল,—

"নে নে মিছে বকিস্‌নে, আমি যা বলি, মা বাবা নিশ্চয়ই তা শুন্‌বে। কাশী এসে অবধি আমার মনে হচ্ছে, বিন্দুর একটি সুপুত্তুর হবে। সে তার আজার মত কীর্ত্তি রাখবে।"

সহচরী হাস্য করিয়া বলিল,—

"আচ্ছা আমরা তার নাম রাখব, কীর্ত্তিনারায়ণ।"

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল,—

"দেখিস্ আমার কথা সত্যি হয় কি না।"

রামনারায়ণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

"যদি বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া চান, যদি বৌঠাকুরাণীকে দেশে ফিরাইতে পারি, ও শুভক্ষণে তাঁহার সুকুমার ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নাম কীর্ত্তিনারায়ণ রাখিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহারা রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। আবার ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শেষে আপনাদের আবাসবাটীতে প্রবেশ করিলেন।

রামনারায়ণ নৌকায় আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার বিন্দুমতীর আবাস বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—

আপনি কোথা হতে আস্‌ছেন।”

রামনারায়ণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, একটা মিথ্যা পরিচয় দিবেন, কিন্তু কাশী আসিয়া তাঁহার ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, কাজেই মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা না করিয়া সত্য সত্যই বলিয়া ফেলিলেন,—

আমি বাকলা হইতে আসিতেছি।”

প্রহরী মাধবমল্লকে সেই সংবাদ দিলে মাধব দ্রুতগতিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

“মহাশয়ের নাম ?”

“আমার নাম রামনারায়ণ মল্ল। বৌঠাকুরাণীমাতাকে সংবাদ দিন যে, তাঁহার সন্তান রামনারায়ণ তাঁহার পদবন্দনা করিতে আসিয়াছে।”

মাধবমল্ল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রুতবেগে রামনারায়ণের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে বিন্দুমতী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামনারায়ণ উপস্থিত হইয়া বিন্দুমতীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—

“মা, সন্তান মাকে নিতে এসেছে। বাবার প্রতি রাগ ক'রে মা কি কখনও ছেলে ছাড়্‌তে পারেন ?”

বিন্দুমতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সহচরীকে দিয়া কহিলেন,—

“আপনি আহারাদি করুন, পরে সে কথার উত্তর পাইবেন।”

রামনারায়ণ কহিলেন,—

"মা, যাইতে স্বীকার না করিলে আমি জলগ্রহণ করিব না।"

বিন্দুমতী বিষম বিপদে পড়িলেন, কাশীতে অতিথি—বিশেষতঃ আত্মীয়কে অনাহারে থাকিতে দেওয়া তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বিবেচিত হইতে লাগিল। রামনারায়ণ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

মা, আপনার জন্য আপনার সকল সন্তানই কাঁদিতেছে। যিনি বাকলারাজের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সেই মা লক্ষ্মীকে হারাইয়া রাজ্যের প্রজা সকল কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। রাজমাতা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন। আর যিনি আপনাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তিনিও অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন।"

বিন্দুমতীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

রামনারায়ণ আবার বলিলেন,—

"সন্তানের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

বিন্দুমতী সহচরীকে দিয়া উত্তর দিলেন,—

"আচ্ছা আমি যাইব, আপনি আহারাদি করুন।"

রামনারায়ণ উত্তর করিলেন,—

"অন্নপূর্ণাক্ষেত্রে জীবন্ত, অন্নপূর্ণার নিকট মহাপ্রসাদ পাইব, ইহাতে আপত্তি কি?"

অতঃপর আহারাদির ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যার পর বৃদ্ধা পরিচারিকা সহচরীকে বলিল,—

"কেমন আমার কথা সত্যি কি না ?"

সহচরী বলিল,—

"এখন তোমাকে প্রণাম কত্তে ইচ্ছে হচ্ছে।"

পর দিন প্রাতঃকালে বিন্দুমতীর বজরা কাশী পরিত্যাগ করিয়া আবার বাকলার দিকে যাত্রা করিল। সঙ্গে সঙ্গে রামনারায়ণের নৌকাও ভাসিল।

৫

আশ্বিন মাস, কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর চাঁদ উদ্দামসলিলা পদ্মাবতীর হৃদয়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। শরৎকৃশা হইয়াও পদ্মাবতীর স্বভাব পরিত্যাগ করেন নাই। কল কল নাদে উদ্দাম গতীতে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছেন। তীরে কাশকুসুমস্তবকের উপর জ্যোৎস্নালহরী পড়িয়া দ্বিতীয়া পদ্মাবতী বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। বিন্দুমতীর বজরা ও নৌকা পদ্মা বাহিয়া বাকলার দিকে চলিতেছিল। বজরার গবাক্ষ খুলিয়া বিন্দুমতী পদ্মাবতী-হৃদয়ে চাঁদের খেলা দেখিতেছিলেন। পদ্মার কলধ্বনি তাঁহার কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। অনেকক্ষণ পদ্মার দিকে তাকাইয়া বিন্দুমতী বলিয়া উঠিলেন,—

"অতি সুন্দর।"

সহচরী বলিল,—

"ইহার পর আরও সুন্দর লাগিবে।"

"তাতে তোমার কি ?"

"আমার দেখিয়া শুনিয়াই সুখ।"

"তাতেই তোমার পেট ভ'রবে ?"

"ভরা পেটের উপর বেশী ভাল নয়।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হইল। উষার আলোতে জগৎ ভরিয়া গেল। ক্রমে সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক্ হইতে উঁকি মারিতে লাগিলেন, এমন সময়ে কিছু দূরে একখানি নৌকা হইতে ললিত রাগিণীতে কে গাহিল।

"শারদ প্রভাতে আজি বসুধা হাসিছে মরি,
শ্যামল শোভার স্রোতে বিশ্ব যেন গেছে ভরি।
আতট সলিলভরে, শ্যাম-শোভা বুকে ধরে,
গাহিয়া চলিছে নদী কুল কুল রব করি।
পল্লব কুসুমরাশি, আনন্দে উঠিছে হাসি,
শিশিরের ছলে যেন প্রেমাশ্রু পড়িছে ঝরি।
কেন আজি চরাচরে, এ আনন্দ থরে থরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে খেলে অপরূপ রূপ ধরি।
কান্তিরূপে বিশ্বপ্রাণ, ব্যাপি যাঁর অধিষ্ঠান,
সে মার চরণস্পর্শে ছুটে আনন্দলহরী।"

গান শুনিয়া বিন্দুমতী কহিলেন,—

"আহা এমন গানত কখনও শুনি নাই, সত্য সত্যই মায়ের আগমনে আনন্দের লহরী ছুটিয়াছে।"

সহচরী কহিল,—

"কোথায় ? পদ্মায়, না তোমার মনে ?"

"সর্ব্বত্রই।"

"তা হ'লেও তোমার মনের লহরীর বেগটা কিছু বেশী।"

রঙ্গ রাখ, সত্যি দেখ, মা দুর্গা আসবেন বলে সবই যেন হেসে উঠছে।"

"তা ত প্রতি বৎসরই অমনি হয়, তবে এবার তোমার কাছে সবই বেশী ভাল লাগ্‌বে।"

"তোকে কিছুতেই পারবার যো নেই, সত্যি ভাই এমন আনন্দ অনেক দিন পাইনি। একে মা আসছেন—"

বিন্দুমতীর কথা শেষ হইতে না হইতে সহচরী উত্তর দিল,—

"তাতে আমি ফিরে যাচ্ছি।"

বিন্দুমতী কহিলেন,—

"তবে তোমার ইচ্ছে আমাকে কিছু বলতে দিবে না, আচ্ছা আমি চুপ করলেম" এই বলিয়া বিন্দুমতী নীরব হইলেন।

বজরা পদ্মার এক শাখানদীতে প্রবেশ করিয়া বাকলার দিকে চলিতে লাগিল। যথাসময়ে বাকলার নিকট উপস্থিত হইলে রামনারায়ণের নৌকা বজরার অগ্রে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার তাহা ফিরিয়া আসিল। নৌকা বজরার নিকট উপস্থিত হইলে একজন পুরুষ ব্যস্তভাবে তাহা হইতে বজরায় লাফাইয়া উঠিলেন। ইনি স্বয়ং রামচন্দ্র রায়। বিন্দুমতীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবধি রামচন্দ্র সত্য সত্যই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে-ছিলেন। রামচন্দ্র কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি ধীর, শান্ত, কোমল ও উদার ছিলেন। পরের দুঃখ শুনিলে

তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন, এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে নিহত করিতে চেষ্টা করায় তাঁহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ও ক্রোধ উপস্থিত হয়। যদিও বিন্দুমতীর মুখ হইতে তিনি সেই সংবাদ শুনিয়া জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি প্রতাপের কন্যা বলিয়া বিন্দুমতীর প্রতি তাঁহার অভিমান উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন তিনি কেবল মাত্র যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি বিন্দুমতীকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বিন্দুমতীর পূর্ব্বাপর ব্যবহার, তাঁহার সরল বদন, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এই সমস্ত স্মরণ করিয়া রামচন্দ্রের হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। তাহার উপর মাতার ও রামনারায়ণের গঞ্জনা তাঁহাকে আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। আবার সমস্ত প্রজা বিন্দুমতীর জন্য হাহাকার করায় রামচন্দ্র একেবারে অধীর হইয়া পড়েন। কয়মাস তিনি কষ্টে ছটফট করিতেছিলেন। রামনারায়ণের নিকট সংবাদ পাইয়া তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিধারা প্রবাহিত হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণের নৌকায় আরোহণ করিয়া বিন্দুমতীর বজরার নিকট উপস্থিত হইলেন ও এক লম্ফে তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। রামচন্দ্র বজরার মধ্যে প্রবেশ করিলে, সহচরী বলিয়া উঠিল,—"ওমা অপরিচিত পুরুষ বজরার মধ্যে কেন গো?"

রামচন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন,—

"অপরিচিত কি পরিচিত এখনই জানিতে পারিবে।"

এই বলিয়া রামচন্দ্র বিন্দুমতীর নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন,—

"বিন্দু, প্রাণাধিকে আমাকে ক্ষমা কর, আমার বুদ্ধিভ্রম ঘটায় আমি তোমার অবমাননা করেছি। কিন্তু তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি বোধ হয় আর বাঁচ্‌ব না।"

বিন্দুমতী রামচন্দ্রের চরণ জড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"স্বামিন্, প্রভো, তোমাকে ক্ষমা করিব কি, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নানারূপে কষ্ট দিয়াছি। আমাকে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বল।" বলিয়া বিন্দুমতী কাঁদিতে লাগিলেন।

"আবার তোমাকে বাকলা রাজবাটীতে যাইতে হইবে।

চক্ষু মুছিয়া বিন্দুমতী কহিলেন,—

তাহাই যাইব, তুমি যে আদেশ করিবে দাসী তাহাই প্রতিপালন করিবে।"

এইরূপে উভয়ের অনেক কথা বার্ত্তা হইল। পাঠকদের মধ্যে যাঁহাদের এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহারাই সম্যকরূপেই অবগত হইয়াছেন। যাঁহাদের ঘটে নাই, ঘটিলেই বুঝিতে পারিবেন।

তাহার পর বজরা ক্রমে চলিতে লাগিল, একটি স্থানের নিকট আসিলে জনকোলাহলে চারিদিক ভরিয়া গেল। বিন্দুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এখানে এত গোল কেন ?"

রামচন্দ্র উত্তর করিলেন,—

"এখানকার কথা তোমার মনে পড়ে কি ? এখানে তোমার জন্য হাট বসিয়াছিল। সেই হাট আজিও আছে, ও ক্রমে তাহাতে লোকজন আরও বাড়িয়াছে। সকলে তাহার নাম দিয়াছে "বৌঠাকুরাণীর হাট" আমিও এই বৌঠাকুরাণীর হাটকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব মনে করিয়াছি। কারণ, ইহাই আমাদের জীবনের আনন্দপ্রদ স্মৃতিচিহ্ন।

রামচন্দ্রের ইঙ্গিতে মাঝিরা তথায় নৌকা লাগাইলে, সকলে "জয় বৌঠাকুরাণীর জয়" বলিয়া চীৎকার করিতেলাগিল ও নানাবিধ দ্রব্যে বজরা পূর্ণ করিয়া দিল। তাহার পর বজরা মাধবপাশার ঘাটে গিয়া লাগিল। রাজরাণী রাজবাটীতে প্রবেশ করিলে, রাজমাতা ধান্য দূর্ব্বা দিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—

"মা দুর্গাও পৃথিবীতে আসছেন, আর মা অন্নপূর্ণা কাশী হতে আমাদের বাড়ীতে এলেন।"

শুনিয়া বিন্দুমতী অধোবদন হইয়া রহিলেন।

রামনারায়ণ আসিয়া কহিলেন,

"মা তোমার আশীর্ব্বাদ এখন সফল হ'ক !'

রাজমাতা বলিলেন,—

"বাবা তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

তাহার পর রাজবাটীতে আনন্দের কোলাহল উঠিল। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা বিন্দুমতীকে দেখিতে আসিল। প্রজারা বৌঠাকু-

রাণীকে উপহার দিবার জন্য যাহার যাহা সঞ্চিত ছিল আনিয়া উপস্থিত করিল। কিছুদিন বাকলা রাজবাটীতে ও বাকলা-রাজ্যে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল, সেই সময়ে দুর্গোৎসব হওয়ার মহানন্দে সকলে মত্ত হইয়া গেল।

উপসংহার।

রাজমাতার আশীর্ব্বাদ ও বৃদ্ধা পরিচারিকার কথা সত্য হইল। সহচরীর রহস্যও যথার্থ হইয়া উঠিল। শুভক্ষণে বিন্দুমতী এক সুপুত্র প্রসব করিলেন, রামনারায়ণের অনুরোধে তাহার কীর্ত্তি-নারায়ণ নামকরণ করা হইল। কীর্ত্তিনারায়ণ পিতা ও মাতামহের ন্যায় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। আজিও কুলাচার্য্যগণ তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর বৌঠাকুরাণীর হাট আজিও সেই বিষাদহর্ষময় ঘটনার কথা সকলের মনে জাগাইয়া দিতেছে।

বৌঠাকুরাণীর হাট যশোর ও চন্দ্রদ্বীপের প্রবন্ধ হইতে লিখিত। চন্দ্রদ্বীপে প্রবাদ আছে যে বিন্দুমতী আর কাশী হইতে ফিরেন নাই। যশোরের কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ প্রতাপাদিত্যেরই দৌহিত্র। কায়স্থ-কারিকায় রামচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহের উল্লেখ নাই। কাজেই রামচন্দ্র যে বিন্দুমতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং কীর্ত্তিনারায়ণ তাঁহারই গর্ভসম্ভূত।



অভিশাপ।



পঞ্চনদের স্নিগ্ধ সলিলে অভিষিক্ত হইয়া পঞ্চনদ প্রদেশ হাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার ইরাবতীতীর হইতে কিছু দূরে লাহোর নগর আপনার দিব্যকান্তি বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছিল। নগরের দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদ আকবর বাদসাহ কর্ত্তৃক নব নব অট্টালিকায় ভূষিত হইয়া তাঁহার গৌরব প্রকাশ করিতেছিল। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের মিশ্রণে ঐ সমস্ত অট্টালিকা গঠিত হয়। প্রাসাদের দরবার-গৃহ, সিপাহীসৈন্যের আবাস, কর্ম্মচারিগণের উপবেশনস্থল, অন্দরমহল, সমস্তই নূতন কলেবর ধারণ করে। অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠগুলি লতা, পাতা, ফুল, পাখী, প্রভৃতি নানা চিত্রে ভূষিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রকোষ্ঠে হিন্দু দেবদেবীর চিত্রও অঙ্কিত হয়। বাদসাহ যখন লাহোরে আসিতেন, তখন সেই সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী যোধবাই অবস্থিতি করিতেন। যোধবাই যোধপুরের রাজা মালদেবের কন্যা ও মোটারাজা উদয় সিংহের ভগিনী; প্রবাদ যে

ইঁহারই গর্ভে বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিমের জন্ম হয়। কিন্তু ইতিহাসের সহিত তাহার বিরোধ আছে। এস্থানে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আকবরের পর সিংহাসনে বসিয়া সেলিমই জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করেন। সেলিম আবার মোটারাজার কন্যা জগৎবাইকে বিবাহ করিয়াছিলেন। *

প্রায় দুই বৎসর হইল বাদশাহ লাহোরে আসিয়াছেন। সিন্ধু-জয়ের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া তিনি এই খানে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই সমাগত। প্রায় তিন মাস হইল লাহোরে তাঁহার একটি পৌত্র ভূমিষ্ঠ হই-য়াছে। সেলিমের পত্নী জগৎবাইএর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। তাহার জন্মোৎসব ধূমধামে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শিশুটীর খুরম নামকরণ করা হয়। ইনিই কালে সাজাহান উপাধি ধারণ করিয়া বাদসাহী তক্তে বসিয়াছিলেন।

লাহোর প্রাসাদের নানা চিত্রাঙ্কিত একটী সুন্দর প্রকোষ্ঠে পারস্যদেশজাত বহুমূল্য গালিচার উপরে অনিন্দ্যসুন্দরী যোধবাই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সাঁচ্চা ও কারচোপের কারুকার্য্যভূষিত কিংখাপের পেশোয়াজে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। মস্তকে, কণ্ঠে, হস্তে, পদে হীরা-মণি-মাণিক্য-খচিত অলঙ্কাররাজি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। রূপৈশ্বর্য্যের এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ আর বুঝি কোথাও দেখা যায় না। বেশভূষার ঐশ্বর্য্য যতই উজ্জ্বল

* মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে জগৎ গোস্বামিনী বলিয়া থাকেন।

হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার অপরূপ রূপপ্রভা ততই ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এখানে কে বড় কে ছোট, রূপ বড় কি ঐশ্বর্য্য ছোট, কিংবা ঐশ্বর্য্য বড় কি রূপ ছোট, তাহা মানব-চক্ষে স্থির করা কঠিন। কিন্তু রূপেই হউক বা ঐশ্বর্য্যেই হউক অথবা রূপৈশ্বর্য্য উভয়েই হউক প্রকোষ্ঠটি যে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সেই উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠে ছায়াপাত করিয়া জনৈক তাতারী প্রহরিণী প্রবেশ করিল এবং যথাবিহিত কুর্ণিষ করিয়া যোধবাইকে বলিল,—

"সুল্‌তান, রাজাবাহাদুর বাহিরে হাজির আছেন।" যোধবাই উত্তর করিলেন,—

"তাঁহাকে জলদি পৌঁছাও ও জগৎমায়ীকে খবর দেও।"

"যো হুকুম" বলিয়া প্রহরিণী অপসৃত হইল।

অবিলম্বে সে একটী অনতিবৃদ্ধ স্থূলকায় পুরুষকে পৌঁছাইয়া দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। এই স্থূলকায় পুরুষই মোটা রাজা উদয়সিংহ। পিতা মালদেব জীবিত থাকিতেই উদয়সিংহ বাদসাহের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া হাজারী মন্সবদারী ও 'মোটা রাজা' উপাধি লাভ করেন। বাদসাহের সহিত মালদেবের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। তজ্জন্য পিতাপুত্রের মধ্যেও বিবাদ বাধিয়াছিল। মালদেবের মৃত্যুর পর যোধপুরের সিংহাসন লাভ করিয়া উদয়-সিংহ আকবরের হস্তে যোধবাইকে সমর্পণ করেন, তজ্জন্য তিনি বাদসাহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। মোগল বাদসাহকে ভগিনী সমর্পণ করায়, সমস্ত রাজস্থানে তাঁহার দুর্নাম রটিত হয়,

কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বাদসাহের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার জন্য সচেষ্ট হন। অবশেষে আবার সেলিমকে স্বীয় কন্যা জগৎবাইকে সমর্পণ করেন। জগৎবাইয়ের গর্ভে খরমের জন্ম হয়। সেই খরমকে দেখিবার নিমিত্ত ও বাদসাহকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উদয়সিংহ লাহোরে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে তথা হইতে দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন বলিয়া ভগিনী ও কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাদসাহ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। উদয়সিংহ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র যোধবাই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের মধুর নিক্কণে প্রকোষ্ঠ বাজিয়া উঠিল। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া "তুমি বস, আমিও বসিতেছি" বলিয়া উদয়সিংহ গালিচার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যোধবাই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে বসিলেন। তাহার পর উদয়সিংহ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"আজই ফিরিব মনে করিতেছি।"

"আজই ফিরিবেন ?"

"আর না ফিরিয়া কি করিব ভগিনী, বাপবেটায় দেশ ছাড়িয়া কত দিন থাকিব ?"

"শূর কি এখন থাকিবে ?"

"তাকে বাদসাহী ফৌজের সহিত বেড়াইতে হইতেছে, সে এখন এ অঞ্চলে থাকিবে।"

শূরসিংহ উদয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মালবারের ভাবী উত্তরাধিকারী।

তাহার পর উদয়সিংহ আবার কহিলেন,—"জগৎকে খবর দিয়াছ ?"

"হ্যাঁ, সে এখনই আসিবে।"

"যাইবার সময় একবার তাহাকে ও খরমকে দেখিয়া যাই।"

"আমি এক জ্যোতিষীর নিকট খরমের জন্মসময় পাঠাইয়াছিলাম, সে কোষ্ঠী করিয়া বলিয়াছে, সেলিমের পর খরমই বাদসাহ হইবে।"

"বটে, বটে, আমিও তাহার জন্মসময় লইয়াছি, মাড়বারের প্রধান জ্যোতিষীকে দিয়া কোষ্ঠী করাইব। কিন্তু খসরু থাকিতে কি সে বাদসাহী তক্ত পাইবে ?"

খসরু সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র ও মানসিংহের ভাগিনেয়।

যোধবাই বলিলেন,—

"জ্যোতিষীর কথা দাদা, কখনও মিথ্যা হয় না।"

"তা বটে, কিন্তু খসরু একে বড় ছেলে, তাতে আবার মানসিংহের ভাগিনেয়।"

"তা সত্য, কিন্তু ঘটনাচক্রে শেষে কি দাঁড়াইবে তাহা কে বলিতে পারে ?"

"সে ত ঠিক্, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তাহা কে জানিবে ? ভগবান্ করুন মাড়বারের রক্ত যেন বাদসাহী তক্তে বসে।"

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে উজ্জ্বল পরিচ্ছদে ও বহুমূল্য রত্ন-বিমণ্ডিত অলঙ্কাররাজিতে ভূষিত হইয়া আর একটী রমণীরত্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাক্তে

অপর একটি রমণীর হস্তে একটি তিনমাসের শিশু। প্রথম রমণীই উদয়সিংহের কন্যা জগৎবাই। তাঁহার পশ্চাতে একটি পরিচারিকা, পরিচারিকার হস্তে শিশু খরম। জগৎবাই পিতাকে প্রণাম করিয়া গালিচায় বসিলেন। উদয়সিংহ 'চিরায়ুষ্মতী হও' বলিয়া তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। জগৎবাই শিশুকে লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিলেন। পরিচারিকা উদয়সিংহের নিকট অগ্রসর হইলে, উদয়সিংহ শিশুর চিবুকে হাত দিয়া একটু আদর করিয়া বলিলেন,—"বাদসাহ হও।" আপনার ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর প্রসারিত করিয়া শিশু একটু হাসিয়া উঠিল। তাহার পর উদয়সিংহ কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

"মা জগৎ, আমি আজই যোধপুর ফিরিব মনে করিতেছি।"

জগৎবাই উত্তর দিলেন,—"আর দুই চারি দিন কি থাকিলে হয় না?"

"না মা, আর থাকিলে চলিতেছে না। তোমার দাদা বাদসাহী ফৌজের সহিত থাকিবেন। আমি যোধপুর না গেলে চলিবে না।"

"আবার কবে আসিবেন?"

"আসিবার ইচ্ছা ত প্রায়ই হয়, তবে বুড়া বয়সে ঘন ঘন দেশ ছাড়িলে চলে না।"

সেই সময় যোধবাই বলিলেন,—

"আমরা আগরায় গেলে একবার সেখানে যাইবেন।"

"কতদিনে তোমরা আগরায় ফিরিবে?"

"তাহা ত নিশ্চয় বলিতে পারি না। বাদসাহের যখন মর্জ্জি হইবে, তখনই যাইতে হইবে।"

"ভাল, সেই সময় একবার চেষ্টা করিব।"

জগৎবাই বলিলেন,—

"নিশ্চয় আজই যাইবেন?"

"হ্যাঁ মা, আজই ফিরিব। তুমি নিজে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে ও খরমকেও রাখিবে। যোধ বলিতেছিল, জ্যোতিষী বলিয়াছে সে নাকি বাদসাহী তক্তে বসিবে?"

"হ্যাঁ বাবা, এখানকার বড় জ্যোতিষীর নিকট হইতে পিষিমা সংবাদ আনাইয়াছেন যে খরম বাদসাহ হইবে।"

"ইহা অপেক্ষা সুখের কথা কি? আমিও মাড়বারে ভাল করিয়া শুণাইব। তবে দুঃখের বিষয় আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না। যাহা হউক তুমি সাবধানে থাকিবে এবং তোমার পিষিমাতার আদেশ সর্ব্বদা পালন করিবে।"

যোধবাই বলিলেন,—

"তাহাতে ওর কিছুমাত্র ক্রুটী নাই।"

"আমিও তাহাই চাই, তবে আজ আসি মা; যোধ, আজ চলিলাম।" এই কথা বলিয়া উদয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোধবাই ও জগৎবাই আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন হইতে উঠিলেন। তাহার পর উদয়সিংহ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে গেলেন। তথায় সেই তাতারী প্রহরিণী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে তাঁহাকে বাহিরে পৌঁছিয়া দিবার জন্য অগ্র-

সর হইল। উভয়ে কিছু দূর চলিয়া গেলে একটা নির্জ্জন স্থানে পৌঁছিয়া উদয়সিংহ প্রহরিণীর সহিত একটু রসিকতা আরম্ভ করিলেন ও উভয়ে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উদয়সিংহ বলিলেন,—

"তোমার এ ভরা যৌবনে কেবলই লোকের পাহারা দিবে ?"

প্রহরিণী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"সে কথায় তোমার দরকার কি রাজা! যেখানে চলিতেছ, সেই খানে চল।"

"আরে গোসা কর কেন? দুটা বাত পুছিলে তোমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

"আমরা ও সব কথা ভাল বাসিনা।"

"এই জন্যে ঐ টলটলে ঢলঢলে চেহারা পাহারায় লাগাইয়াছ ?"

"তোমার বেশী কথা শুনিতে চাহি না, ঐ সম্মুখে দেউড়ী, তুমি শীঘ্র বাহিরে যাও।"

উদয়সিংহ আর অধিকক্ষণ রসিকতা করিতে সাহসী না হইয়া তাড়াতাড়ি দেউড়ীর বাহির হইলেন। তাহার পর বাহির চত্বর পার হইয়া আপনার বাসায় চলিয়া গেলেন। প্রহরিণী নিজস্থানে ফিরিয়া গেল।

উদয়সিংহ আপনার বাসায় গিয়া যোধপুর যাইবার উদ্যোগ করিলেন। লোকজন লইয়া তিনি যথাসময়ে লাহোর হইতে মাড়বারের দিকে যাত্রা করিলেন। অনেকদিন পথে পথে কাটাইয়া, চটিতে চটিতে অবস্থিতি করিয়া তিনি ক্রমেই মাড়বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতদিন যোধপুরে পৌঁছিবেন

ইহাই ক্রমে তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি লোকজনকে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দিলেন। তাহারাও তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তবে লাহোর ও যোধপুরের ব্যবধান নিতান্ত কম নহে। যাহা হউক অনেক গ্রাম নগর অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা মাড়বারে পেঁাছিলেন।

২

প্রাতঃসূর্য্যকিরণ মাড়বারের ভিলার গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গ্রামমধ্যস্থ আর্য্যামাতার মন্দিরচূড়ায় তাহা নিপতিত হইয়া তাহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণগণের আবাল-বৃদ্ধবনিতা পুষ্পপাত্র হস্তে মাতার মন্দিরের দিকে যাইতেছিল। এই ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক মত অনুসরণ করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা পার্ব্বতীর অন্যতমা মূর্ত্তি আর্য্যার উপাসক। প্রত্যহ আর্য্যামাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া তাঁহারা জলগ্রহণ করেন না। তাই প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণগণ সপরিবারে পুষ্পচয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরেই মাতার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন, এবং সকলে যথাবিহিত পূজা করিয়া আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যান। সে দিবস সকলেই ফিরিয়া গেলেন কেবল দুইটী রমণী দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে তাঁহার স্তুতি করিতেছিল। রমণী দুইটী যুবতী ও সমবয়স্কা। বয়স বিংশতির কিছু কম হইবে। তম্মধ্যে একটীর সৌন্দর্য্যে মন্দির আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার সন্তস্নাত অঙ্গের লাবণ্য পবিত্রতার সহিত মিশিয়া কি এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকাশ করিতেছিল। সামান্য চেলাঞ্চলে তাহা আবদ্ধ না থাকিয়া যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এমন পবিত্র সৌন্দর্য্য দেবশরীরে ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। বাস্তবিক তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আয়ত নয়ন, নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল, সুঠাম গঠন ও আলুলায়িত কেশদাম তাহাকে দেবীমূর্ত্তি বলিয়াই ভ্রম জন্মাইতেছিল। যে একবার সে সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখে তাহার চক্ষু আর ফিরিয়া আসে না। সেই দেবোপম সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চক্ষু নিশ্চল হইয়া যায় ও পবিত্রতার অভিষেকে সিক্ত হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য্য যে দেহ আলোকিত করে তাহাই মর্ত্ত্যে দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয়াটীও সুন্দরী এবং তাহার সৌন্দর্য্যেও পবিত্রতা মিশ্রিত ছিল। তবে প্রথমার সহিত তাহার তুলনাই হয় না। স্তব শেষ হইলে মন্দিরের পূজক বলিলেন,—

"তোমরা শীঘ্র চলিয়া যাও, কোন ধনী লোক-জন লইয়া মাতাকে প্রণাম করিতে আসিতেছেন।"

রমণী দুইটী মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাঙ্গণে যাইতে না যাইতে রাজা উদয়সিংহ লোকজনসহ তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি মাড়বারে পৌঁছিয়াই যোধপুর অভিমুখে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ভিলার গ্রামে একবার আর্য্যামাতার দর্শনের জন্য মন্দিরের দিকে আগমন করেন। মন্দির হইতে প্রাতঃকালের জনতা সরিয়া গেলে তিনি দেবীদর্শনে আসিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সকলে গৃহে ফিরিয়া

গেলে উদয়সিংহ আর্য্যা-মাতাকে প্রণাম করিবার জন্য স্বীয় লোক-জনসহ মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।

সহসা রাজার লোকজন সম্মুখে পড়ায় রমণী দুইটী তাহাদিগকে ভেদ করিয়া প্রাঙ্গণ পার হইতে পারিতেছিল না। এক জন বৃদ্ধ সৈনিক কর্ম্মচারী তাহাদিগকে "মায়ী, তোমরা এদিক দিয়া যাও" বলিয়া কতকগুলি লোককে সরাইয়া পথ করিয়া দিল। রমণী দুইটি সলজ্জ ও ত্রস্তভাবে তাহার মধ্য দিয়া কোনরূপে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া পথে পড়িল। তাহাদিগকে বিশেষতঃ যেটী অলোকসামান্যা সুন্দরী তাহাকে দেখিয়া রাজা উদয় সিংহ একেবারে মোহিত হইয়া যান। তিনি অনিমেষ নয়নে তাহার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা ছিল, তিনি আর চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই। কিন্তু যে লাবণ্য দর্শনে অন্যান্য লোকের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, উদয়সিংহ তাহা দেখিয়া একেবারে কামভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার হৃদয়ে কামনার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। পুরাণকার সত্য সত্যই দেখাইয়াছেন যে, যে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া দেবতারা মস্তক অবনত করিয়াছিলেন তাহাই দেখিয়া অসুরের প্রাণে লালসার আগুন জ্বলিয়াছিল। কিন্তু সে আগুন যে অবশেষে ভস্ম করিয়া ফেলিবে ইহা যেমন অসুরেরা বুঝিতে পারে নাই, রাজা উদয়সিংহও তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মানুষের কামাগ্নি যখন জ্বলিয়া উঠে তখন জ্ঞানবিজ্ঞান তাহার ইন্ধনস্বরূপ হয়। উদয়সিংহেরও তাহাই হইল। তিনি একরূপ হিতাহিত-

জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িলেন। তাহারা যে দিকে গমন করিল তিনি ঘন ঘন সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোক-জন তাঁহার দৃষ্টিরোধ করিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কেমন এক মোহে তাঁহার চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই মানুষের মধ্যেই দেবতা ও অসুর উভয়ই আছে।

কিছুক্ষণ পরে মোহ একটু অপসৃত হইলে রাজা মন্দিরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। পূজক আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে লইয়া গেল। সে এতক্ষণ আপনার কিরূপ জাল বিস্তার করিবে তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু শিকার যে আপনা হইতেই জালে পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে পারে নাই। রাজা মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পশ্চাৎ একজন কর্ম্মচারী অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ একটী পাত্র হস্তে প্রবেশ করিল। রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন। কর্ম্মচারী পাত্রস্থ মুদ্রাগুলি প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিল। পূজক তাড়াতাড়ি কিছু নির্ম্মাল্য ও চরণামৃত রাজা ও কর্ম্মচারীকে দিল। তাহারা তাহা গ্রহণ করিয়া মন্দির-বাহিরে আসিলেন। অন্যান্য লোকজন বাহির হইতে মাতাকে প্রণাম করিল। বাহিরে আসিয়া রাজা পূজককে ডাকিলেন এবং লোকজনকে একটু অগ্রসর হইতে বলিলেন। কর্ম্মচারীও তাহাদের সঙ্গে গেল। পূজককে একটু নির্জ্জনে পাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এই যে মেয়ে দুটী গেল উহাদিগকে আপনি চিনেন?"

"বিলক্ষণ চিনি !"

"উহাদের বাড়ী কোথায় ?"

"এই ভিলার গ্রামেই।"

"উহাদের মধ্যে যেটি পরমাসুন্দরী তাহার পরিচয় বলিতে পারেন ?"

"ওটী আমাদের আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণগণের সর্দ্দার বটুকজীর কন্যা, নাম তারা। আর একটী রামজীর কন্যা, নাম কমলা।"

"ব্রাহ্মণকন্যা" বলিয়া রাজা একটু চমকিত হইয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন,—

"উহার বিবাহ হইয়াছে কি ?"

"না দুইটীর একটীরও বিবাহ হয় নাই।"

"বটুকজীর বাড়ী কোন্ দিকে ?"

"এই মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে বেশী দূর নয়, নিকটেই।"

"আচ্ছা আসি, প্রণাম" বলিয়া রাজা মন্দিরের সোপান অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে পড়িলেন ও অগ্রসর হইয়া লোকজনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূজক রাজার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিল,—

"ইনি কে ?"

সে একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল,—

"এতক্ষণ চিনিতে পার নাই। এদেশের রাজা।"

"মোটা রাজা উদয় সিংহ !"

"হাঁ, হাঁ" বলিয়া লোকটী চলিয়া গেল, তখন অন্যান্য লোক-জনও অগ্রসর হইয়াছে।

তারা ও কমলা প্রাঙ্গণ হইতে পথে পড়িয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহারা দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া বাটীর দিকে চলিতে লাগিল। কমলা বলিল,—

"বাবা, বাঁচ্‌লাম! এখনই ধরেছিল আর কি?"

তারা উত্তর করিল,—

"কে ধরেছিল লো?"

"কেন, বুঝ্‌তে পারিস্ নি? ঐ যে মোটা পুরুষটা। সে ত তোকেই চোখ দিয়ে পিয়ে নিচ্ছিল। আমার দিকেও মাঝে মাঝে চাচ্ছিল।"

"কি জানি ভাই, আমি ত চোখ নীচু করেছিলাম, কিছুই দেখ্‌তে পাইনি।"

"মরণ আর কি! পুরুষ দেখ্‌লেই তোমার চোখ নীচু হ'য়ে আসে। পুরুষগুলো আমাদের দেখ্‌লে কি করে তা দেখ্‌তে দোষ কি?"

"কি জানি ভাই, আমার যেন কেমন কেমন বোধ হয়।"

"চিরকাল লজ্জাতেই মর।"

"আমি মন্দির হইতে বাহির হইয়াই একটীবার মোটা পুরুষ-টীকে দেখেছিলাম। ঐ বোধ হয় ওদের কর্ত্তা, কোন রাজারাজড়া হ'তে পারে।"

"হাঁ লো হাঁ, সেই জন্যত তোকে পিয়ে ফেল্‌বার যোগাড়' কচ্ছিলো। ভাগ্যিস্‌ আমাদের অত রূপ হয় নি, তা হ'লে আজ তোর সঙ্গে আমাকেও পিয়ে ফেল্‌ত।"

"তোর রসিকতা রাখ্‌, চল্‌ এখন দৌড়ে বাড়ী যাই। এই দেখ্‌ বাড়ী এসে পড়েছি।" এই বলিয়া উভয়ে আরও একটু অগ্রসর হইয়া আপন আপন বাটী মধ্যে প্রবেশ করিল।

তারা ও কমলার পরিচয় পূজারী ঠাকুর পূর্ব্বেই কিছু দিয়াছেন। আমরা আর একটু বিশদ করিয়া বলি। ভিলারের আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বটুকজী নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের একজন অগ্রণী। সৌন্দর্য্যসার-ভূতা তারা তাঁহার একমাত্র কন্যা। তারার শিশুকালে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। বটুকজী তাহাকে প্রতিপালন করিয়া নানা প্রকার সৎশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তারা চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া আর্য্যা-মাতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। তিনি সেই ভাবেই তারাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ জীবনের অধিকাংশ সময়ই পূজা, অর্চ্চনা, জপ, হোমে, অতিবাহিত করিতেন। তারাই তাহার একমাত্র সহায় ছিল। তাহার সরলচিত্ত, কোমল প্রকৃতি সাধু চরিত্র বটুকজীকে সাংসারিক চিন্তা হইতে অপসারিত করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়াছিল। কমলা বটুকজীর প্রতিবেশী রামজীর কন্যা। তারার সহিত বাল্যকাল হইতে তাহার সখিত্ব, উভয়ে একপ্রাণ একমন ছিল। কিন্তু কমলা তারার

অপেক্ষা একটু চঞ্চলা ও প্রগল্‌ভা। উহাদের কথাবার্ত্তায় সকলেই তাহার একটু আভাসও পাইয়াছেন।

রাজা উদয়সিংহ প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইয়া লোকজনসহ দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইলেন ও বটুকজীর বাটীর নিকট পৌঁছিলেন। রাজা তাঁহার কোন কোন কর্ম্মচারীকে বটুকজীর বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া তিনি বাটীতে আছেন কিনা সন্ধান লইতে বলিলেন। তাহারা বাটী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে বটুকজী সে দিবস স্থানান্তরে গিয়াছেন। রাজা তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া নিজেও শেষে বটুকজীর বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে প্রতিবেশী অন্যান্য লোকেরাও উপস্থিত হইয়া উদয় সিংহকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"বটুকজীকে মহাশয়ের প্রয়োজন ?"

"শুনিয়াছি তিনি এখানকার প্রধান লোক ; তাই আমাদের তাঁহার বাটীতে অতিথি হওয়ার ইচ্ছা ছিল।"

তাহারা বলিল,—

"তিনিত বাটীতে নাই। বাটীতে কেবল তাঁহার একমাত্র কুমারী কন্যা আছে। মহাশয়ের যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে আমাদের মধ্যে আর কাহারও বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলে সুখী হইব।"

"থাক্, তাহার প্রয়োজন নাই, বেলা অধিক হয় নাই। আমরা গ্রামান্তরে গিয়া তাহার ব্যবস্থা করিব। বটুকজী বোধ হয় আজ ফিরিবেন না ?"

"তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।"

"আচ্ছা, আমরা তবে অগ্রসর হই" বলিয়া রাজা তথা হইতে ফিরিয়া চলিলেন। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণ রাজার লোক-জনের নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, অনুসন্ধানকারী স্বয়ং মাড়বারাধিপ উদয়সিংহ। উদয় সিংহের ভিলারে আতিথ্য স্বীকারের অনিচ্ছা দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে আর অনুরোধ করিতে সাহসী হইল না। রাজা ভিলার ত্যাগ করিয়া যোধ-পুরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৩

মাড়বারের রাজধানী যোধপুরের স্থানে স্থানে ছিন্ন কৃত্রিম তোরণ, শুষ্ক পল্লব এবং পূর্ণ ও অর্দ্ধপূর্ণ কলস দেখা যাইতেছে। রাজপ্রাসাদেও কিছু দিন পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত মাঙ্গল্য ক্রিয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হইতেছে, অনতিপূর্ব্বে মাড়বারে একটী ক্ষুদ্র মঙ্গলোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মঙ্গলোৎসব আর কিছুই নহে, রাজা উদয় সিংহ অনেক দিন পরে রাজধানীতে ফিরিয়া আসায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। কয়েক দিবস গত হইল রাজা যোধপুরে আসিয়া-ছেন। কিন্তু আসা অবধি সকলেই তাঁহাকে কেমন উদ্বিগ্ন দেখিতেছিল। তিনি রাজকার্য্যে মনোযোগ দেন না, সর্ব্বদাই যেন কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। কোথায় তাঁহার সাজাদা দৌহিত্র দেখিয়া আসার পর রাজ্যে আনন্দোৎসব ও প্রীতিভোজ হইবে, তাহার কোনরূপ উদ্যোগ আয়োজন নাই, বরং রাজার অবস্থা

দেখিয়া সকলেই চিন্তিত। বার্দ্ধক্যে উপনীত রাজার এরূপ মনোবিকারের কারণ কেহই সহসা বুঝিতে পারিতেছিল না। মন্ত্রী ও রাণীরা প্রথমে ইহার কোনরূপ সন্ধান পান নাই। রাজা উদয় সিংহের সাতাইশটী রাণী ছিলেন। মরুস্থলী মাড়বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন কঠোর, ইহার রাঠোর নরপতিগণের শিক্ষা ও প্রকৃতি সেইরূপ কঠোর হইত। রাজপুত্রগণ বাল্যকাল হইতে সংযম শিক্ষা করিতেন। বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহারা কোন রমণীর মুখাবলোকন করিতে পারিতেন না। চরিত্রবান্ সর্দ্দারদিগের হস্তে তাঁহাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইত। তাঁহারা তাঁহাদিগকে সাধুচরিত্র, সৎশিক্ষায় অভ্যস্ত ও যুদ্ধবিদ্যাকুশল করিয়া তুলিতেন। উদয়সিংহ যথাসময়ে সেইরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে শিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাহা হইলে তিনি সাতাইশটি রাণীকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিতে বা বৃদ্ধ বয়সেও রমণীর মুখ দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে পারিতেন না। তাঁহার এই মনোবিকার যে ভিলারের সেই ব্রাহ্মণকন্যা দর্শনের পর হইতে হইয়াছে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

যে দিন ভিলার গ্রামে আর্য্যামাতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে রাজা উদয়সিংহ লাবণ্যময়ী তারার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার মনোবিকার উপস্থিত হয়। সেই দেবোপম সৌন্দর্য্য তাঁহাকে কামবিহ্বল করিয়া তুলে। তিনি পূজকের নিকট পরিচয়ে তাহাকে ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া জানিতে পারিয়া-

ছিলেন ও তজ্জন্য প্রথমে একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সে চিন্তা দূর করিয়া সেই দেবীপ্রতিমাকে স্বীয় বিলাসসাগরের তরণী করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সেই ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহাকে অন্যরূপে আয়ত্ত করার বাধা কি ? পবিত্র রাজপুতকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজা উদয়সিংহ কুল-পবিত্রতা রক্ষার প্রয়াসী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহা হইলে তিনি মোগলের করে ভগিনী বা কন্যা সমর্পণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা মালদেব ইহার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতে উদয়সিংহ যোধবাইকে আকবরের হস্তে প্রদান করিতে পারেন নাই। উদয়সিংহের মনে এইরূপ পবিত্রতা স্থান পাইত না বলিয়াই তিনি নিজে মোগলের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণকন্যাকেও নিজ অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য দ্বিধা মনে করেন নাই। যে মাড়বারের রাঠোরকুল চিরপবিত্র ছিল, উদয়সিংহ তাহাকে কলুষিত করিয়া তুলেন। তাঁহার উচ্চাশা ও ইন্দ্রিয়-লালসা যোধপুরের পবিত্র বংশকে কালিমামণ্ডিত করিয়া তুলে। তজ্জন্য রাজস্থানে সকলেই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তারাকে ব্রাহ্মণকন্যা জানিয়াও তিনি আপনার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন নাই। তাহার রূপ-সুধাপানে তিনি একরূপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন, এবং তাহার অনুধ্যানে তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। কিরূপে তাহাকে লাভ করিবেন এই চিন্তা সর্ব্বদা তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল। প্রলোভনে হউক বা বল প্রয়োগে হউক

তাহাকে অঙ্কশায়িনী করিবেন, ইহাই অবশেষে তিনি স্থির করিয়া বসিলেন।

রাজাকে চিন্তাকুল দেখিয়া তাঁহার একজন পারিষদ তাঁহার নিকট চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা তাহার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলেন। সে রাজাকে পরামর্শ দিয়া তারাকে আয়ত্ত করার উপায় স্থির করে। তাহার পরামর্শানুসারে রাজা বটুকজীকে এক পত্র লেখেন। পত্রে লিখিত হয় যে, যদি তিনি তারাকে রাজার হস্তে অর্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক ধন সম্পত্তি প্রদান করিবেন। আর যদি তিনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে রাজসৈন্য গিয়া বলপূর্ব্বক তারাকে লইয়া আসিবে। জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য এই পত্র লইয়া ভিলার অভিমুখে গমন করে।

রাজার এক বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজার লোকজনের নিকট হইতে ভিলারের ব্যাপার কিছু কিছু অবগত হইয়াছিলেন, এবং রাজার মনোবিকারের কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পারিষদের সহিত রাজার পরামর্শে তাঁহার নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি আপনার গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাজার ভিলারে বটুকজীর নিকট পত্র প্রেরণের কথা অবগত হন। তাহার পর নিজে এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া পত্রবাহক অশ্বারোহী সৈন্যের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পথিমধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া আনুপূর্ব্বিক পড়িয়া লন। মাড়বারের কি সৈনিক, কি অন্য কর্ম্মচারী সকলেই

রাজা অপেক্ষা মন্ত্রীকে অধিক সম্মান করিত। সেই জন্য পত্রবাহক সৈনিক মন্ত্রীর হস্তে পত্র দিতে কোনরূপ আপত্তি করে নাই। মন্ত্রী তাহাকে পত্র পুনঃ প্রদান করিয়া ফিরিয়া আসেন এবং গোপনে প্রধানা মহিষীর নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, যে কোনরূপে হউক রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেই হইবে। নতুবা এরূপ পাপকার্য্যে রাঠোর-বংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রথমে রাণী, তাহার পর মন্ত্রী রাজাকে বুঝাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

সেই দিবস রাজা অন্তঃপুরে গমন করিয়া প্রধানা মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে অন্যান্য অনেক কথার পর রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এবার যোধপুরে আসা অবধি তোমাকে কেমন কেমন দেখিতেছি কেন?"

রাজা কহিলেন,—

"কৈ, এমন বিশেষ কিছু ত হয় নাই।"

"আমার নিকট লুকাইলে কি হইবে?"

"তোমার নিকট কি লুকাইলাম?"

"যে জন্য তোমার ভাবান্তর হইয়াছে তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি নাই মনে করিয়াছ?"

"কি বুঝিয়াছ?"

"যে পাপকার্য্যের জন্য তোমার মন চাহিতেছে তাহাতে রাঠোর-কুল ধ্বংস হইবে।"

"কি পাপকার্য্য রাণি ?" বলিয়া রাজা একটু শিহরিয়া উঠিলেন।

"তুমি বৃদ্ধ বয়সে ব্রাহ্মণকন্যা হরণের ইচ্ছা করিয়াছ।"

"মিথ্যা কথা।"

"মিথ্যা নহে, ভিলারের আর্য্যামাতার মন্দিরে এক সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা দেখিয়া তোমার মনোবিকার ঘটিয়াছে, তাই তুমি তাহাকে আনিবার পরামর্শ করিয়াছ।"

"এ সব কথা তোমাকে কে বলিল ?"

"লাহোর হইতে তোমার সঙ্গে যে সমস্ত লোকজন আসিয়াছে, তাহারা ভিলারের ব্রাহ্মণকন্যার কথা বলিয়াছে।"

"ভাল, তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে হরণ করার কথা কে বলিল ?"

"সে আমি অনুমানে বুঝিয়াছি। আজ একজন অশ্বারোহী সৈনিক কোন্ দিকে গিয়াছে ?"

রাজা একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—

"সমস্ত কথায় তোমার প্রয়োজন কি ? রাজ্যের কোথায় কি প্রয়োজনে লোকজন পাঠান হয় তাহা অন্তঃপুরবাসিনী রাণীর জানিবার প্রয়োজন কি ?"

"প্রয়োজন আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। রাজপুতনী, রাজপুতের সহধর্ম্মিণী, রাজপুতের প্রত্যেক বিষয়ে তাহার অধিকার আছে। মাড়বাররাজের এমন সাধ্য নাই যে, তিনি তাঁহার প্রধানা মহিষীর নিকট রাজকার্য্যের কোন বিষয় গোপন করিয়া রাখেন।"

মহিষীকে ক্রুদ্ধা দেখিয়া রাজা উদয়সিংহ তথা হইতে প্রস্থানের চেষ্টা করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—

"মাড়বারের রাণী শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবেন।"

রাণী বলিলেন—

"রাণী তাহা জানিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

রাজার সহিত রাণীর কথাবার্ত্তায় কোন ফল হয় নাই জানিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী তৎপরদিন কোন সময় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজ্যসংক্রান্ত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন,—

"শুনিতেছি মহারাজ নাকি আর এক নূতন মহিষী আনয়নের ইচ্ছা করিয়াছেন।"

রাজা উত্তর করিলেন,—

"নূতন মহিষী! কৈ, কোথায়?"

"শুনিতেছি ভিলার হইতে নাকি নূতন মহিষী আসিবেন?"

"ভিলারের সমস্তই ত ব্রাহ্মণ, সেখান হইতে মহিষী কিরূপে আসিবে?"

"কি জানি মহারাজের এ বয়সে যদি ব্রাহ্মণমহিষীর ইচ্ছা হইয়া থাকে?"

"মন্ত্রি, আমার সহিত রহস্য করিতেছ?"

"কাহার সহিত? আর রহস্যই বা কি?"

"তুমি কি মাড়বারাধিপ উদয়সিংহকে বিস্মৃত হইয়াছ?"

"হইতে পারে, বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতি লোপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কৈ মাড়বারাধিপ উদয়সিংহকে ত অনেক দিন্ দেখি নাই।"

"আবার রহস্য, তোমার সমক্ষে কে বসিয়া আছেন? ও যাঁহার সহিত তুমি কথাবার্ত্তা কহিতেছ তাঁহাকে কি তুমি জান না?"

মন্ত্রীও একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন :—

"আমার সমক্ষে মাড়বারাধিপ উদয়সিংহকে ত দেখিতেছি না। দেখিতেছি, ব্রাহ্মণকন্যা-হরণকামী একজন স্থূলকায় পুরুষ বসিয়া আছেন?"

"মন্ত্রি, তুমি কি বৃদ্ধ বয়সে রাজমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছ?"

মন্ত্রী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—

"না মহারাজ, রাজমর্য্যাদা ভুলি নাই। এ বৃদ্ধ বয়সেও তাহা ভুলি নাই! তবে আপনাকে কিরূপ মর্য্যাদা দিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

"তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তবে শুনুন মহারাজ, সমস্তই বলিতেছি, যে রাঠোরবংশ পবিত্রতার জন্য রাজস্থানে চিরবিখ্যাত, যাহার রাজপুত্রগণ সংযমে অদ্বিতীয়, বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত যাহারা স্ত্রীলোকের মুখাবলোকন করে না; যিনি সেই বংশের নেতা, তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়ের দাস দেখিলে কিরূপ মনে হয়, আপনি তাহা বুঝাইয়া দিন্।"

"মন্ত্রি, তুমি আমাকে কতকগুলি অমূলক কঠোর কথা কহিতেছ।"

"না মহারাজ, মাড়বারের রাজমন্ত্রী কাহাকেও অমূলক রূঢ় কথা বলে না। বিশেষতঃ তাহার প্রভুকে।"

"তোমরা যাহা শুনিয়াছ সে সব মিথ্যা।"

"মহারাজ, এখনও লুকাইবেন না। ঐ সমস্ত দুরাশা পরিত্যাগ করুন। ব্রাহ্মণকন্যা হরণ করিয়া অকালে এই রাঠোর বংশের ধ্বংস আনয়ন করিবেন না। ব্রহ্মশাপে সমস্ত মাড়বার ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আপনি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

এই বলিয়া মন্ত্রী অন্তর্হিত হইলেন। রাজা উদয়সিংহ আবিষ্টের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

৪

অপরাহ্ণ, কাজকর্ম্মের জন্য লোকজন ভিলার গ্রামের পথে বাহির হইয়াছে। আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণগণ মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের পর কেহ শাস্ত্র পাঠে কেহ বা সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। মধ্যাহ্নের নীরবতার পর গ্রাম যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। বটুকজী তাঁহার ভবনের বাহির চত্বরে উপবেশন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে তারা দুই একটী ছোট ছোট গৃহস্থালীর কাজ করিতেছিল, এমন সময় কমলা তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ও বলিল, —

"কি কচ্ছিস্ লো ?"

তারা উত্তর দিল ;—

"এই ভাই তুই একটা কাজ আছে তাই সারিয়া রাখিতেছি।"

"নে ভাই ও এখন রাখ্, আয় তুই একটা কথাবার্ত্তা কই" বলিয়া কমলা তাহার নিকট বসিল।

"বস্ ভাই বস্, আমি এখনই সারিয়া ফেলিতেছি। আজ তুই ভাই একটু সকালে এসেছিস্।"

"মনটা টান্‌লে তাই একটু আগেই এসে প'ড়্‌লাম।"

উভয়ের কথোপকথন চলিল এবং তারা সাংসারিক কাজ-কয়টীও সারিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার সে কাজকয়টী সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন উভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। কমলা বলিতে লাগিল ;—

"হাঁ লো গাঁয়ে কি কথা রটেছে শুনেছিস ?"

"কার কাছে শু'নৃব ভাই, তুমি ভিন্ন আমায় আর কে শুনাবে ?"

"তুই যেন কেমন কেমন! যেন এই পৃথিবী ছাড়া, কেবল ঠাকুর, দেবতা, পূজা, পাঠ, আর ঘরকন্না এই নিয়েই ম'র্‌ছো।"

"কেন ভাই এসব কি মন্দ ?"

"মন্দ কে ব'ল্‌ছে কিন্তু সংসারে কি আর কিছু নেই ?"

"থাকে থাকুক, তার সঙ্গে তোমার আমার সম্বন্ধ কি ভাই! আমরা সংসারে যা ক'র্‌তে এসেছি তাই নিয়েই থাক্‌ব।"

"আমরা সংসারে কি কেবল আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ নিয়ে থাক্‌বার জন্য এসেছি ?"

"ছি ভাই, যা সংসারের সার, যা মনুষ্য-জীবনের বিশেষতঃ রমণী-জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাকে তুমি আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ ব'ল্‌ছ।"

"নে ভাই তোর ঐসকল লম্বা লম্বা কথা রাখ্। এখন যা ব'ল্‌ছিলাম তাই শোন্।"

"কি ব'ল্‌ছিস্ ভাই বল্?"

"গাঁয়ে কি রটেছে শুনিস্‌নি?"

"আগেইত বলেছি, তুই ভিন্ন আর আমায় কে শোনাবে?"

"ওলো তোরই কথা, তুই কিছু শুনিস্ নি?"

"আমার কথা! আমার কি কথা খুলে বল্‌না ভাই!"

"সে দিন আর্য্যামাতার মন্দিরে যে একটা মোটা বড়মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, সে কে জান্‌তে পেরেছিস্?"

"শুনেছি তিনি আমাদের রাজা উদয়সিংহ।"

"হাঁ লো হাঁ সেই মোটা রাজা উদয়সিংহ বটে।"

"তার কি হয়েছে?"

"হবে আর কি! সে যে তোমাকে দেখে পাগল হয়েছে। বাবা, সে দিন যে করে তাকাচ্ছিল! তাইতে ত তোকে বলে-ছিলেম তোকে চোখ দিয়েই পিয়ে ফেল্‌ছিল।"

তারা একটু চমকিত হইয়া কহিল;—"এ কথা কার কাছে শুন্‌লি ভাই?"

"কার কাছে শু'ন্‌বো, গাঁময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে। ঘরে ঘরে কেবল ঐ কথাই হচ্ছে। কোন্ দিন দেখ রাজার লোকজন তোকে নেবার জন্য এসে পড়ে আর কি!"

"আ মর, আমাকে নেবার জন্য কি লো ?"

"ওলো, হাঁ লো হাঁ, রাজাটা যেমন পাগল হয়েছে শু'নৃছি তাতে তোকে নিয়েই যাবে!"

"আমি ব্রাহ্মণকন্যা, তিনি রাজপুত, তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন কেন ?"

"রাজারাজড়ার জাত বিচার আছে কি ভাই! সে ত মোগল বাদসাহার ঘরে আপনার ঘরের মেয়ে দিয়েছে। আবার বামুনের ঘরের মেয়ে সে নিজে নিয়ে যাবে তার আর বিচিত্র কি ?"

তারা একটু চিন্তা করিয়া বলিল;—"তাও কি কখনও হয় ? তবে শুনিয়াছি বিলাসীরা বিলাসের জন্য সবই ক'র্‌তে পারে।"

"সে দিন তার কেমন কেমন ভাব দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। যেন রাজা দুষ্মন্ত লোকজন নিয়ে তপোবনে শকুন্তলা ধ'র্‌তে এসেছিল।"

"কার সঙ্গে কার তুলনা ক'র্‌ছিস ভাই ?"

"কেন, তিনিও যেমন তপোবনে এসে ঋষিকন্যা দেখে পাগল হ'য়ে উঠ্‌লেন, উদয়সিংহ তেমনই ব্রাহ্মণকন্যা দেখে ক্ষেপে গেলেন।"

"শকুন্তলা ঋষির পালিতকন্যা, তিনি নিজে ক্ষত্রিয়কুমারী।"

"দুষ্মন্ত রাজা প্রথমে তা ত জান্‌তে পারেন্ নি।"

"না রাজা তাকে দেখেই মনে মনে বিচার করেছিলেন।"

"নে ভাই ও সব কথা রাখ্, পুরুষগুলো মেয়েমানুষ বিশেষতঃ সুন্দরী দে'খ্‌লেই মেতে উঠে।"

"সকল পুরুষকে দোষ দিস্‌নে ভাই।"

"সব শিয়ালেরই এক ডাক।"

"না ভাই ও কথা ঠিক নহে, পুরুষের মধ্যে দেবতাও যথেষ্ট আছে।"

"আমাদের মেয়ে মানুষের মধ্যে দেবীও অনেক আছে যেমন তুমি!"

"কেন ভাই আমি কি অপরাধ ক'র্‌লাম যে আমাকে এই ঠাট্টা ক'র্‌ছিস?"

"দুঃখ করিস্‌নে ভাই, আমি ঠাট্টা করিনি, সত্যি কথাই বলেছি।"

তারা একটু হাসিয়া কহিল;—

"তুই ভাই ভারি দুষ্ট, তোকে কিছুতে পার্‌বার যো নাই।"

"ওকথা থাক্ ভাই। সত্য সত্য যদি রাজার লোকজন আসে তবে কি হবে ভাই? আমার বড়ই ভয় হচ্ছে।"

"ভয় কি ভাই, আমরা আর্য্যামাতার মেয়ে, মা আমাদিগকে রক্ষা ক'র্‌বেন।"

"তা বটে, তবুও মনে কেমন কেমন হয়।"

"না ভাই আমাদের চিন্তা কি, আমরা মায়ের মেয়ে, আমাদের জীবন মায়ের সেবা আর মানুষের সেবার জন্য হয়েছে। আমরা দু'দিনের জন্য সংসারে এসেছি, যে দু'দিন থাক্‌বো সে দু'দিন সেবাতেই জীবন কাটাব। রমণীজীবনের আর কর্ত্তব্য কি ভাই? পুরুষ কত মহৎ কার্য্যের জন্য জীবনধারণ করে;

আমরা সে সব কার্য্যের অধিকারী নই। আমরা কুমারীই হই, আর বিবাহিতাই হই, আমাদের ধর্ম্মই কেবল সেবা। মায়ের সংসারে কেবল মায়ের এবং তাঁহার ছেলে মেয়ের সেবার জন্য আমরা এসেছি। আমাদের নিয়ে সাংসারিক লোকে কি ক'র্‌বে ভাই ?”

“সেই সেবাদাসী ক'র্‌বার জন্যই ত রাজা তোকে নিয়ে যাচ্ছে !”

“অমন কথা মুখে আনিস্‌নে ভাই, আমি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি, মায়ের সেবায় জীবন দিয়েছি, রাজপুত কি আমাকে স্পর্শ ক'র্‌তে পারে ? মরুভূমির ফুল দেবপূজাতেই লাগে, বিলাসীর নিঃশ্বাসে তা কি কখনও শুকায় ?”

“বেশ বলেছিস্‌ ভাই”—বলিয়া কমলা গান ধরিল ;—

“ফুটেছি মরুর মাঝে ঝ'রে যাব দু'দিন পরে।
ছোঁয়না কেউ মোদের যেন চাহেনা গো
সোহাগভরে ॥
আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রাণ, দেবপূজায় দিব দান,
কেন মিছে শুখিয়ে যাব বিলাসীর ঐ কঠোর
করে ॥”

গান শুনিয়া তারা বলিল,—

“তোর সব তাতেই রঙ্গ ?”

“কেন ভাই, তুই যা ব'ল্‌লি আমি তাইতো গেয়ে দিলাম।”

“তা বটে, তবু তোর সুরটা ও ভাবটা কেমন কেমন।”

“কেন আমার সুরটা কি বেতালা না ভাবটা উতোলা !”

"তোকে কথায় পেরে উঠে, কার সাধ্য? কমলা, একটা কথার উত্তর দিবি ভাই?"

"কি কথা বল্ না।"

"আমি যে সব কথা বলি তা কি তোর ভাল লাগে? না লাগে ত বল্ ভাই, তোকে আর বিরক্ত ক'র্‌বো না।"

কমলা মনে মনে বলিল;—

"ভালই যদি না লাগ্‌বে, তা হ'লে নিত্য নিত্য ধেয়ে আসি কেন?" প্রকাশ্যে বলিল;—

"ও সব কথা এখন রাখ্, সত্যই আমার মনে হচ্ছে রাজার লোক জন এলে কি হবে?"

"তার জন্য কোনই চিন্তা নাই, মা তার উপায় ক'র্‌বেন। আয় ভাই তাঁর প্রতি নির্ভর ক'রে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি।"

"তোর যেন কিছুতেই মন টলে না।"

"ওকথা বলিস্‌নে ভাই, মেয়ে মানুষের মন কি অটল হয়? যার হয় সেই দেবী!"

কমলা তারার চিবুকে হাত দিয়া বলিল,—

"এই ত সাক্ষাৎ দেবী!"

তারা বলিল;—

"আবার ঠাট্টা কচ্ছিস্?"

কমলা উত্তর দিল;—

"যার যা স্বভাব সে কি তা ছাড়্‌তে পারে?"

মনে মনে কহিল;—

"আমি যে সত্য সত্যই তোকে দেবী বলিয়া জানি তা ত তুই বুঝ্‌তে পারিস্‌নে।"

তারা আবার বলিতে লাগিল,—

"কমলা ভাই বিরক্ত হ'স্‌নে। আমার প্রাণে যা হয় তোকে তাই বলি। আমার মনে হয় মেয়ে মানুষের জীবন কোন কাজেই লাগে না। যে দুট দিন তাহারা সংসারে থাকে যদি সুখের আকাশকুসুম না গড়ে, দেবতার কাজে—মানুষের কাজে আপনাদের ক্ষুদ্র জীবনকে লাগাতে পারে, তা'হ'লে তাদের জীবনের কিছু মূল্য হ'তে পারে। এ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই! আর্য্যামাতার নিকট আয় ভাই প্রার্থনা করি, যেন দেবতার কাজে ও মানুষের কাজেই আমাদের জীবন কাটে।"

কমলা অবাক্ হইয়া তারার মুখপানে চাহিয়া রহিল, এমন সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিল "তারা"। তারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, "বাবা ডাক্‌ছেন।"

কমলা কহিল—

"তবে আমিও আজ আসি।"

"আর একটু থাক্, যদি বিলম্ব হয় ত চলিয়া যাস্‌।"

"আচ্ছা তাহাই হ'বে" বলিয়া কমলা তথায় রহিল, তারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

৫

যে সময়ে তারা ও কমলার কথোপকথন হইতেছিল, সে সময়ে বটুকজী বাহিরে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন একথা পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে। বটুকজীর দেহ নাতি স্থূল নাতি সূক্ষ্ম। আয়তন কিছু দীর্ঘ, বয়স পঞ্চাশের কিছু উপর। তাঁহার পরিধানে একখানি রক্তবর্ণের রেশমী বস্ত্র। গলায় মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি একজন তান্ত্রিক উপাসক। বটুকজী মনোনিবেশসহকারে গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন এমন সময়ে বাটীর বহির্দ্বারে একজন অশ্বারোহী পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল,—

"বটুকজী ঠাকুর বাটীতে আছেন ?"

বটুকজী উত্তর দিলেন,—

"আছি, কে তুমি, ভিতরে এস।"

তাহার পর পুরুষটী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে বটুকজী গৃহ হইতে প্রাঙ্গণে আসিলেন। পুরুষটী তাঁহাকে প্রণাম করিল।

বটুকজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"যোধপুর হইতে। রাজা উদয়সিংহ আমাকে পাঠাইয়াছেন। এই তাঁহার পত্র" এই বলিয়া সেই পুরুষটী বটুকজীর হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল।

বটুকজী পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পুরুষটী কহিল—

"কোন উত্তর দিবেন কি ?"

বটুকজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন,—

"তোমার রাজাকে কহিও, ইহার উত্তর শীঘ্রই পাইবেন !"

"উত্তম" বলিয়া পুরুষটী বটুকজীকে প্রণাম করিয়া বাহিরে গেল ও অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। এই পুরুষটী যে রাজা উদয়সিংহের প্রেরিত সৈনিক, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া বটুকজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে গ্রামে রাজা উদয় সিংহের তারার প্রতি লালসার কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা রাজার সাময়িক বিকার মনে করিয়া সে বিষয়ে কোনই চিন্তা করেন নাই। এই পত্র পড়িয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং এখনও পর্য্যন্ত রাজার বিকার দূর হয় নাই জানিয়া তিনি একটু শঙ্কিতও হইলেন। বটুকজী মনে করিয়াছিলেন যে, রাজা উদয় সিংহের অকার্য্য কিছুই নাই। সকলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি মোগলের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছেন। যে রাজপুত হইয়া মোগলকে কুটুম্ব করিতে পারে, তাহার পক্ষে ব্রাহ্মণকন্যাহরণ আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহার চিত্তকে অত্যন্ত আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তিনি প্রথমে মনে করিলেন যে, একেবারে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু এক মিবার ব্যতীত রাজস্থানের কোথাও গিয়া তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন কিনা সন্দেহ।

উদয় সিংহ ইচ্ছা করিলে বাদসাহের সাহায্যে তারাকে হরণ করিতে পারিবে। কিন্তু মাড়বার হইতে মিবার যাওয়া সহজও নহে। ইহার মধ্যে উদয় সিংহ পথে ঘাটে লোকজন রাখিয়া

হয়ত তারাকে ছিনাইয়া লইতেও পারে। যে নির্লজ্জ হইয়া এরূপ পত্র লিখিয়াছে ও বলপ্রয়োগ করিয়া তারাকে লইয়া যাইব লিখিতেও ত্রুটী করে নাই, সে যে অনায়াসে পথিমধ্যে তারাকে ছিনাইয়া লইতে পারিবে তাহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। সুতরাং ভিলার পরিত্যাগ করা নিরাপদ নহে। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন যে, তারাকে আর্য্যা-মাতার পদে তিনি উৎসর্গ করিয়াছেন এবং নিজের জীবনও মায়ের পদে উৎসর্গীকৃত, সুতরাং এই দুই জীবনই মাকে দিবেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থাদি গুটাইলেন ও গৃহ বন্ধ করিয়া অন্তঃপুরে গেলেন ও তারাকে ডাকিলেন।

তারা কমলাকে রাখিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া পিতার নিকটে গেল। বটুকজী তাহাকে লইয়া একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার বন্ধ করিলেন। তথায় উভয়ে বসিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

বটুকজী বলিলেন,—

"তারা সে দিবস আর্য্যামাতার মন্দিরে রাজা উদয়সিংহ আসিয়াছিলেন জান।"

"হাঁ বাবা, একটী মোটা লোক অনেকগুলি লোকজন নিয়ে এসেছিল। শু'নলাম তিনি আমাদের রাজা উদয়সিংহ।"

"সে আমাদের রাজা নয়, পিশাচের রাজা। সে দিন সে কি তোমায় দেখে ছিল?"

"আমি আর কমলা মন্দির হ'তে বাহির হ'য়েই দেখি রাজা

কতকগুলো লোকজন নিয়ে প্রাঙ্গণে আস্‌ছে। একটী বুড়া লোক এক পাশ দিয়ে আমাদের পথ ক'রে দিলে আমরা চ'লে এলেম।"

"তুমি শুনেছ সে তোমাকে হরণ ক'র্‌তে চায়?"

"এইমাত্র কমলা ঐ কথা ব'ল্‌ছিলো।"

"কমলা কোথায় শুন্‌লে?"

সে ব'ল্‌লে গাঁয়ের সকলেই একথা বলাবলি কচ্ছে।"

"বটে, তবে গাঁয়েও এ বিষয়ের আন্দোলন হচ্চে। ভালই, এখন কি করা উচিত তাকি তুমি কিছু মনে করেছ?"

"না বাবা, আমি ভাবি নাই। আমার ও কথায় বিশ্বাস হয় না।"

"আমারও প্রথমে হয় নি। তবে এখন আর বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। এইমাত্র রাজা উদয়সিংহের লোক পত্র নিয়ে এসেছিল।"

"পত্রে কি লিখেছে বাবা?"

"সে তোমাকে চায়, নতুবা বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে।"

তারা ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—

"পশুবল কি এতই প্রবল বাবা?"

"না মা, ইহা পশুবল নহে, পৈশাচিক বল।"

"হউক পৈশাচিক বল, ব্রহ্মবল কি দৈব বল তাহা অপেক্ষা প্রবল নহে?"

"কে বলিল প্রবল নহে? আমাদিগকে সেই ব্রহ্মবল ও

দৈববল অবলম্বন করিতে হইবে। তারা, আমাদের জীবন কিসের জন্য মনে আছে ?”

“মায়ের সেবার জন্য।”

এই কথা বলিতে বলিতে তারার মুখমণ্ডল যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বটুকজী বলিলেন—

“সেই মায়ের পায়েই আমাদের জীবন উৎসর্গ ক’র্‌তে হবে, প্রস্তুত আছ ?”

“মায়ের পায়ে ত জীবন দিয়াই রাখিয়াছি, যখনই ইচ্ছা তাঁহার উপহার তিনি লইতে পারেন।”

“মায়ের ইচ্ছা হইয়াছে শীঘ্রই তিনি তাঁহার এই উপহার দুটী লইবেন।”

“ভালই, তিনি এই ক্ষুদ্র উপহারটি লউন, কিন্তু বাবা আপনার জীবনের ন্যায় মহৎ উপহারে তাঁহার এখন প্রয়োজন ?”

“পাগলী, মায়ের নিকট কি ক্ষুদ্র মহৎ আছে। তাঁর কাছে সবই সমান। তাঁর ইচ্ছা শীঘ্র এ দুটীই লইবেন।”

“না বাবা, আগে এই উপহারটী তিনি লউন।”

“তারা, প্রাণাধিকে, ও কথাটী মুখে আনিও না। যার জীবনের উপর এ জীবন নির্ভর ক’রে আছে, মায়ের পায়ে তাকে উপহার দিলে তার সঙ্গে সঙ্গেই এটীও যাবে। তুমি কিছু বলিও না, মায়ের ইচ্ছা হয়েছে এই দুটীই দিতে হবে।”

তারা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"তবে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

"শোন তারা, আগামী অমাবস্যার রাত্রিতে শুভযোগ আছে। সেই দিন মায়ের উপহার তাঁকে দিতে হবে। কিরূপে দেওয়া হবে সেই দিনই জা'ন্‌বে।"

"শুভক্ষণ যত শীঘ্র আসে ততই ভাল।"

"তারা, সার্থক তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। সকল সংসারেই যদি তোমার মতন মেয়ে জন্মে, তা'হ'লে বোধ হয় সংসারের দুঃখ তাপ দূর হ'য়ে যায়। আমি মনে করেছিলাম যে, ভিলার ছাড়িয়া মিবারে রাণার নিকটে যাই। কিন্তু শেষে মনে হ'ল মায়ের উপহার তাঁর পা ছাড়া করি কেন?"

"মায়ের নামে যা উৎসর্গ হ'য়েছে তাত মায়েরই।"

"তারা, আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমার প্রাণ নববলে বলী হ'য়ে উঠেছে। মা করুন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। একটী কথা বলি, এসব কথা এখন কমলার নিকট প্রকাশ করিও না। সে একটু চঞ্চলা, গোলযোগ করিয়া ফেলিতে পারে।"

"আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই হ'বে।"

"তবে যাও কাজ কর্ম্ম কর গিয়ে, আমারও কিছু কিছু কাজ বাকি আছে,—এই বলিয়া উভয়ে উঠিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। বটুকজী বাহিরে গেলেন। তারা পূর্ব্বে যে ঘরে ছিল, সেই দিকে যাইতে পথে কমলার সহিত দেখা হইল। তারা কমলাকে দেখিয়া কহিল—

"তুই ভাই এখনও আছিস্ ?"

"তোর বিলম্ব হচ্ছে দেখে আমি এখনই যাচ্ছিলাম।"

তারা ও বটুকজীর কথোপকথনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কমলার মনে একটু সন্দেহ হয়। যে স্থানে তাঁহারা গোপনে পরামর্শ করিতেছিলেন, কমলা তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়ায়। সে তাঁহাদের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু তাহার মনে হইতে-ছিল যেন কি একটা ভয়াবহ ব্যাপারের জন্য তাঁহারা আয়োজন করিতেছেন। তাঁহারা দ্বার খুলিতে আরম্ভ করিলে কমলা তথা হইতে সরিয়া যায়। তাহার পর তারার সহিত দেখা হইল।

তারা বলিল—

"তা বেশ ভাই আবার দেখা হইল।"

কমলা কহিল—

"এত বিলম্ব হইল কেন ?"

"সে ভাই অনেক কথা।"

কমলা বুঝিল তারার সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। তখন সে বলিল—

"তবে ভাই আজ আসি।"

"আচ্ছা ভাই" বলিয়া তারা কমলাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—

"মনে আছেত ভাই, আমরা দেবপূজার ফুল।" তারার ভাব দেখিয়া কমলার প্রাণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া আবিষ্টের ন্যায় চলিয়া গেল।

৬

অমাবস্যা, রাত্রি প্রায় দুপ্রহর, অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখ সেই দিকেই আঁধার-আঁধার কেবলই আঁধার। পথ ঘাট, বাড়ী ঘর, গাছ পালা সমস্তই আঁধারে ঢাকা। ঘনীভূত অন্ধকারে দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। উপরে নীলাকাশে তারাগুলি মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। আঁধার ভেদ করিয়া তাহাদের ক্ষীণজ্যোতিঃ ভূমি স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে দুই একটী নিশাচর পক্ষী বিকট রব করিয়া ভীতি জন্মাইতেছে। এই ভীষণ রাত্রিতে বটুকজী ও তারা বাটী হইতে আর্য্যামাতার মন্দিরে যাইতেছিলেন। বটুকজী অগ্রে, পশ্চাতে তারা। উভয়ের হস্তে কতকগুলি পূজা ও হোমের উপকরণ রহিয়াছে। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিল না। বটুকজী এক একবার ডাকিতেছিলেন "তারা"। তারা উত্তর দিতেছিল "এই যে বাবা"। সেই ঘনীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহারা পথে চলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে আর্য্যামাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু ইহাদের অনুসরণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর এক জন আসিতেছিল। সে আর কেহ নহে কমলা। যে দিন বটুকজী ও তাহার পরামর্শ হয়, সে দিন হইতে কমলার মনে হইয়াছিল যেন বটুকজী তারাকে লইয়া কি একটা ভয়াবহ ব্যাপার করিবে। তারা তাহাকে খুলিয়া কিছু বলে নাই। কিন্তু কমলার মনে হইতেছিল, তারা অধিক দিন আর এজগতে থাকিবে না। সে তারাকে কতক-

গুলি উপচারের আয়োজন করিতে দেখিত, জিজ্ঞাসা করিলে তারা বিশেষ কিছু বলিত না, অনেক পীড়াপীড়ির পর এই মাত্র বলিয়াছিল যে "অমাবস্থার রাত্রিতে বাবা একটী হোম করিবেন, তাহারই আয়োজন করিতেছি।" অমাবস্থা রাত্রি, হোম, তাহার আয়োজন, এই সমস্ত শুনিয়া কমলার মনে এক গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়। সে মনে করিল "ঐ দিন রাত্রিতেই বটুকজী তারাকে লইয়া কোন একটা কাণ্ড করিবে। যাহাহউক সেই রাত্রিতে তাহাদের গতিবিধির লক্ষ্য রাখিতে হইবে।" ইহা স্থির করিয়া কমলা তাহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। তারার জন্য থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিত। কেন এরূপ হইতেছে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিত না। ক্রমে অমাবস্থার রাত্রি আসিলে কমলা গুপ্তভাবে উহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং উহারা বাটী হইতে বাহির হইয়া আর্য্যামাতার মন্দিরের দিকে যাত্রা করিলে, কমলা পশ্চাৎ অগ্রসর হইয়া মন্দিরের নিকট একটী বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল।

বটুকজী পূজকের নিকট হইতে মন্দিরের চাবি চাহিয়া রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ঐরূপ চাহিয়া লইতেন বলিয়া পূজক কোনই সন্দেহ করে নাই। মন্দিরের দ্বার খুলিয়া উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পরে বটুকজী প্রদীপ জ্বালিয়া তারাকে বলিলেন,—

"পূজার সামগ্রী আমাকে দাও। হোমের দ্রব্য ওখানে রাখিয়া তুমি এই খানে বস ও মনে মনে মায়ের মূর্ত্তি ধ্যান কর।"

তারা দ্রব্যাদি দিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহাকে ভাবিতে লাগিল। বটুকজী পূজায় বসিলেন। পূজা শেষ করিয়া তিনি দুই চারিটী ফুল তারার গায়ে নিক্ষেপ করিলেন। যেন তাহাকে পূজার উপকরণের ন্যায় উৎসর্গ করা হইল। তাহার পর তিনি একটী পাত্র হইতে খানিকটা তরল পদার্থ আর একটী ক্ষুদ্র পাত্রে ঢালিয়া দেবীকে নিবেদন করিলেন ও তাহা এক নিঃশ্বাসে পান করিলেন। এইরূপ তিনবার সেই তরল পদার্থটী পান করা হইল। সেটী মদ্য ব্যতীত যে আর কিছুই নহে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এইরূপে পূজা শেষ ও প্রসাদ লাভ করিয়া বটুকজী প্রতিমার নিকট রক্ষিত খড়গ খানি হাতে করিয়া উঠিলেন ও তারাকে বলিলেন—

"তারা শুভক্ষণ উপস্থিত এইবার বাহিরে চল।"

তারা এতক্ষণ ধ্যান করিতেছিল। পিতার কণ্ঠস্বরে জাগরিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখমণ্ডলে এক মধুর প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তারা কহিল,—

"কোথায় যাইব ?"

"বাহিরে, ঐ প্রাঙ্গণের মধ্যে, আইস, আমার পশ্চাতে আইস" —বলিয়া বটুকজী মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন। তারাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। বটুকজী কহিলেন—

"তারা, মা এইখানে আইস, ভয় হইতেছে না ত ?"

"কিসের ভয় বাবা, মায়ের উপহার মায়ের পায়ে যাব, তাতে ভয় কি বাবা ?"

"তবে এইখানে জানু পাতিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া মনে মনে আর্য্যামাতাকে স্মরণ কর।"

তারা সেইরূপ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বটুকজী খড়গখানি তুলিয়া "নে মা তোর উপহার নে" বলিয়া এক আঘাতে তারার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দেহ মাটীতে পড়িয়া একটু ছট্‌ফট্ করিয়া নিশ্চল হইয়া গেল। যাহার জীবন মায়ের জন্য উৎসর্গ হইয়াছিল, আজ সত্যসত্যই তাহা মায়ের পায়ে বলি হইল। দেবপূজার ফুল আজ দেবপদেই ছিন্ন হইল। যাহা এতদিন দেবীপ্রতিমারূপে বটুকজীর গৃহ ও সমস্ত ভিলার গ্রাম পবিত্র করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহার বিসর্জ্জন হইল। সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য মন্দির-প্রাঙ্গণের ধূলায় মিশিয়া গেল। উদয় সিংহের পাপ-তৃষ্ণা বটুকজীর শান্তিঘটকে অকালে ভাসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও ধ্বংসের পথ বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

কমলা সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারে নাই। যে সময় বটুকজী খড়গ হাতে তারাকে লইয়া প্রাঙ্গণে আসেন সেই সময় হইতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে এবং বটুকজী তারাকে জানু পাতিয়া মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করিতে বলিলে, কমলার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয়, এবং যেই তাঁহার খড়গ তারার গলদেশে পতিত হয় অমনি কমলা এক অব্যক্ত শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বটুকজী তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি তাহা তারার কণ্ঠস্বরই মনে করিয়াছিলেন।

তারার বলিদানের পর বটুকজীর চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তিনি এতদিন যে চিত্তকে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন আর তাহা পারিলেন না। বিশেষতঃ মদ্যপানে তাঁহার মত্ততা জন্মিয়াছিল। শোকে, ক্ষোভে, ক্রোধে তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে। তিনি নিজের স্থৈর্য্যে এতদিন যে উদয়সিংহকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তিনি সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়ার পর হইতে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠেন ও হৃদয় মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালাইয়া দেন। এক কঠোর অভিশাপে তিনি উদয়সিংহসহ সমস্ত রাঠোর বংশকে ভস্মীভূত করিবেন ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তারার শোকে তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে মদ্যের মত্ততা তাঁহার চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বটুকজী খড়্গখানি ভূমিতে ফেলিয়া আর্য্যামাতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হোমের দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। প্রাঙ্গণ মধ্যে একটি বৃহৎ কুণ্ড খনন করিয়া তাহাতে কাষ্ঠ রাখিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন ও পুনরায় খড়্গ লইয়া তারার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর নিজের অঙ্গ হইতে কয়েক খণ্ড মাংস ছেদন করিয়া তাহার সহিত মিশাইলেন। দেহ হইতে রুধিরস্রাব দর দর ধারে বহিতে লাগিল। তাহার পর ঘৃত ও অন্যান্য উপকরণসহ সেই মাংসখণ্ডগুলি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহার মত্ততা ও উন্মত্ততা বাড়িতে লাগিল।

যে সময়ে বটুকজী কুণ্ড প্রজ্বালিত করেন, সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায়, কমলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। সে সংজ্ঞালাভ করিয়াই তথা হইতে বাটীর দিকে চলিয়া যায় ও তাহার পিতা রামজীর নিকট সমস্ত কথা বলিয়া ফেলে। তারার জন্য তাহার প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহারও চিত্তের স্থিরতা ছিল না। রামজী অন্যান্য প্রতিবেশীদিগকে জাগরিত করিয়া মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হন। তাহাদের সঙ্গে কমলা ও আরও দুই একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকও গিয়াছিলেন।

তাঁহারা দূর হইতে দেখিলেন যে, হোমকুণ্ড ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। ক্রমে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের কোলাহলে বটুকজী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার এই ব্যাপারের কথা সকলে জানিতে পারিয়াছে। তখন তাঁহার হোমকার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। জনতা যতই নিকট হইতে লাগিল, তিনি ততই শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে না হইতে তিনি হোমক্রিয়া সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে "বটুকজী" "বটুকজী" বলিয়া যেইমাত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন, অমনি বটুকজী নৈশ বায়ুস্তর কম্পিত করিয়া আকাশভেদী জলদগম্ভীর রবে বলিতে লাগিলেন—

"যে পিশাচ আমার সোনার প্রতিমার প্রতি কামদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, যদি ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম হইয়া থাকে, তাহা

হইলে আমি তাহার প্রতি এই অভিশাপ দিতেছি যে, আজ হইতে তাহার জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠুক; দারুণ মর্ম্মপীড়ায় তাহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাউক, আজ হইতে তিন বৎসর তিন দিন তিন প্রহর মধ্যে সে মর্ম্ম যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া এ জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া যাউক। সমস্ত রাঠোর বংশে এই অভিশাপ দিতেছি, যদি ঐ বংশের কেহ মাতার অংশভূতা কোন রমণীর প্রতি কামদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহার জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠিবে। আমার এই অভিশাপ জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রাঠোর বংশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াক্‌, সময় হইলেই তাহাকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। মা আমার অক্ষয় লোকে গিয়াছে; রাঠোর বংশে এই অভিশাপ জাগ্রত করিয়া রাখিবার জন্য আমি 'দেবী বাউড়ীতে' চলিলাম। 'দেবী বাউড়ী' আমার ভবিষ্যৎ নিলয়।"

এই বলিয়া সেই উন্মত্ত ব্রাহ্মণ এক লম্ফে অগ্নিকুণ্ডমধ্যে পতিত হইলেন। অগ্নিশিখা ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া আবার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উপস্থিত জনগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটি রমণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সে কমলা। বটুকজীর আত্মবিসর্জ্জনের পর সকলেই বাটী প্রত্যাগত হইল। কেহ কেহ মায়ের মন্দিরের দ্বারটী রুদ্ধ করিয়া দিল। কমলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে কেহ কেহ তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিল। সে সংজ্ঞা লাভ করিলে তাহাকে লইয়া বাটী গেল। মন্দির-প্রাঙ্গণ শ্মশানের ন্যায় পড়িয়া রহিল। তখন রাত্রিও শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কমলা বাটী আসিল বটে, কিন্তু তাহার এক দারুণ উপস্থিত হইল। কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া সে বিকারগ্রস্ত হইল। তাহার সংজ্ঞা একরূপ লোপ হইয়াছিল; মাঝে মাঝে কেবল "তারা, ঐ তারা" বলিয়া উঠিত, ক্রমেই তাহার রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তিন দিবস অতীত হইতে না হইতে সে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তারার অনুসরণ করিল।

যাও কমলা, যে অক্ষয় লোকে সেই দেবীপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে তথায় তুমিও চলিয়া যাও। তোমরা দেববালিকা। দুদিনের জন্য কি খেলা খেলিতে এ পাপ পৃথিবীতে আসিয়াছিলে জানি না। তোমরা স্বর্গের ফুল, মরুভূমিতে ফুটিয়া আবার তাহাতেই ঝরিয়া পড়িলে। একবৃন্তে দুটীতে ফুটিয়াছিলে। একটি অকালে ছিন্ন হইয়াছে। তাহার সন্তাপে শুখাইয়া তুমিও ঝরিয়া পড়িলে। এক দিন তুমি গাহিয়াছিলে;—"ফুটেছি মরুর মাঝে দুদিন পরে যাব ঝ'রে।" আজ সত্য সত্যই তাহাই ঘটিল। মরুর ফুল মরুর বুকেই ঝরিয়া গেল। যাও, তুমি যাহাকে দেবী বলিয়া জানিতে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আবার সেই দিব্যলোকে এক বৃন্তে দুটিতে ফুটিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া অক্ষয় সৌরভ বিতরণ কর। জগৎসংসার তোমাদের স্মৃতির ছায়ায় পুণ্যময় হইয়া থাকুক।

৭

যখন হইতে রাণী ও মন্ত্রী উদয়সিংহের পাপপ্রবৃত্তি দমনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন হইতে তাঁহার হৃদয়ে এক মহা-

ন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহার লালসা যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাহার পর অশ্বারোহী সৈনিক ভিলার হইতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে বটুকজীর কথা বলিলে তিনি সহসা কোনরূপ উপায় অবলম্বনে ক্ষান্ত হন। কিন্তু ঐ বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার চিত্ত পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতে থাকে। অবশেষে ভিলারের ভয়াবহ ব্যাপারের কথা যথা সময়ে তাঁহার নিকট পঁহুছিলে তাঁহার হৃদয় অশান্তিময় হইয়া উঠে। সেই দিন হইতে তিনি দারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। উদয়সিংহ বটুকজীর ভীষণ মূর্ত্তি ও তাঁহার অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। সর্ব্বদা নানা প্রকার বিভীষিকায় তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলে। তাহার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়ে। রাণী ও মন্ত্রী তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন, হোম, যাগ অনুষ্ঠিত হইল; কিন্তু উদয়সিংহের মানসপীড়ার উপশম হইল না। তাঁহার মনে হইত, যেন ব্রহ্মশাপের অগ্নি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একদিন মন্ত্রী বলিলেন,—

"মহারাজ মন স্থির করুন, আপনি যখন অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন আপনার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। কারণ অনুতাপই প্রায়শ্চিত্তের মূল। তাহার পর যদি কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আমরা তাহারও আয়োজন করিতেছি।"

রাজা উত্তর দিলেন,—

"মন্ত্রি, ব্রাহ্মণের অভিশাপ কি নিষ্ফল হয় ?"

"চেষ্টা করিলে দৈবকার্য্যের দ্বারা হইতে পারে।"

"রাজা পরীক্ষিৎ কি দৈবকার্য্য করেন নাই ?"

"করিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে।"

"তবে তাঁহার অপেক্ষা তোমরা দৈবকার্য্য অধিক কি করিবে ?"

"দৈবকার্য্যে একেবারে যে ফল না হইবে একথা বলা যায় না।"

"মন্ত্রি, ওসব কথায় আর আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে তক্ষকদংশনে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আমাকেও তেমনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে মর্ম্মপীড়ার সহস্র বৃশ্চিক-দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া পাপপ্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। তোমরা আর আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিও না, করিলেও পারিবে না।"

মন্ত্রী নিরস্ত হইয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। রাণীরাও সকল আশা ত্যাগ করিলেন। সমস্ত যোধপুরে যেন এক অশান্তির ভাব দেখা দিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। এ তিন বৎসর উদয় সিংহের মনে যাহা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি বাস্তবিক মর্ম্মপীড়ার বৃশ্চিকদংশনে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে নানা-প্রকার বিভীষিকা দেখিতেন। বটুকজীর বিকটমূর্ত্তি তিনি সর্ব্বদাই চক্ষের সমক্ষে দেখিতেন ও তাঁহার অভিশাপ প্রতিনিয়ত তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইত। মধ্যে মধ্যে তারার মূর্ত্তি মনে

উদয় হইয়া তাঁহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিত। তিনি মধ্যে মধ্যে "অভিশাপ" 'অভিশাপ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। দিন দিন তাঁহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার স্থূল তনু কৃশ হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে শরীরে নানাপ্রকার রোগের চিহ্ন দেখা দিল। তাহার পর তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তখন নিদারুণ অশান্তিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিন বৎসরের পর তিনদিন মধ্যে তাঁহার রোগ বাড়িয়া উঠিল। চতুর্থ দিবসে তৃতীয় প্রহর মধ্যে তিনি রোগের যাতনায় ও মর্ম্মবেদনায় ছট্‌ফট্ করিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফলিল। কি কুক্ষণে তিনি তারাকে দেখিয়াছিলেন, তাই ব্রহ্মশাপের অগ্নিতে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়, এবং অবশেষে তাঁহাকে এজগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে হয়। মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইলে তাহার ভাগ্যে অনেক শাস্তি ঘটিয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সেও এই ইন্দ্রিয়লালসা তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। রাজা উদয়সিংহের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা ইহা বেশ বুঝিতে পারি। উদয়সিংহ মাড়বারের একাধীশ্বর, বাদসাহের প্রিয় কুটুম্ব ও সাতাইশ মহিষীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াও তাঁহার পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ব্রাহ্মণকন্যার লাভাশায় মুগ্ধ হইয়া বিলাস-সাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে, ব্রাহ্মণের অভিশাপাগ্নিতে তাঁহার সে সাগর শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং অবশেষে তাঁহাকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

উপসংহার।

এই অভিশাপ বহুদিন পর্য্যন্ত রাঠোর বংশকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিল। রাঠোররাজপুত্রগণ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সংযম শিক্ষা করিয়া আপনাদের চরিত্র গঠন করিতেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা রমণীর মুখাবলোকন করিতে পারিতেন না। তাহার পর তাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট ও বিবাহিত হইয়াও আপনাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। এই অভিশাপই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা জানিতেন যে, কোন রমণীর প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ব্রাহ্মণের অভিশাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। উদয়সিংহের প্রপৌত্র সুপ্রসিদ্ধ যশোবন্ত সিংহ একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার হৃদয় অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তাঁহার এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর আত্মত্যাগে তিনি শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কৌতূহলপরায়ণ পাঠক তাহা যথাস্থানে দেখিয়া লইবেন।* আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই অভিশাপে যোধপুরের রাঠোর রাজগণকে চরিত্রবান্ করিয়া রাখিয়াছিল।

* Tod's History of Rajasthan vol II Marwar দেখ।

এই গল্পের মূলভাগ—Tod's History of Rajasthan vol II.Marwar দেখ।



প্রেমের জয়।

১

গভীর রাত্রি, চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বর্ষার মেঘ অন্ধকাররাশিকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। নৈশ পবন থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিতেছিল, মাঝে মাঝে মেঘবক্ষে বিদ্যুল্লেখা চমকিয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছিল। এই সময়ে রাজ-মহলের নিম্নস্থ গঙ্গাবক্ষে কয়েকখানি তরণী ভাসিতে ভাসিতে পরপারে যাইতেছিল। ক্রমে বাতাস প্রবল হইয়া নদীহৃদয়ে তুফান উঠাইল। মেঘমালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে হইতে ধারাকারে পড়িতে লাগিল। বিদ্যুৎ বজ্রে পরিণত হইয়া সহস্র কামানের শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। বজ্র, বৃষ্টি, বাতাস তিনে মিলিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রলয়ের সূচনা করিল, অন্ধকার তাহাদের সহায় হইয়া বিভীষিকার সঞ্চার করিতে লাগিল। তরণী

কয়েকখানি সেই তুফান অতিক্রম করিয়া কোনরূপে পরপারে আসিয়া লাগিল। আরোহিগণ তীরভূমি দেখিয়া যেন জীবন ফিরাইয়া পাইলেন।

তরণী তীরে লাগিল বটে, কিন্তু বাতাস ও বৃষ্টি একেবারে থামিল না। তাহাদের বেগ কিছু মন্দীভূত হইলে আরোহিগণের কেহ শিবিকায়, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ হস্তিপৃষ্ঠে কেহ বা গো-শকটে আরোহণ করিয়া কোনরূপে টাঁড়াদুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনসংবাদ পাইবামাত্র দুর্গরক্ষকগণ দ্বার খুলিয়া দিল, ঝন্ ঝন্ শব্দে দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। আরোহিগণ দ্রুতবেগে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আর্দ্রবস্ত্রে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হন। নববর্ষা সকলকেই কিছু না কিছু পরিমাণে সিক্ত করিয়াছিল, আরোহিগণ কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহারা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আবার ঝন্ ঝন্ শব্দে দুর্গের দ্বার পড়িয়া গেল।

এই আরোহিগণের পরিচয় জানিবার জন্য সম্ভবতঃ সকলের কৌতূহল হইয়া থাকিবে। আমরা এক্ষণেই তাঁহাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি করিয়া দিতেছি।

মণিমাণিক্যখচিত ময়ূরাসনের ঔজ্জ্বল্যে বিমোহিত হইয়া সাজাহান বাদসাহের পুত্রগণের মধ্যে মহাসমরাভিনয় আরম্ভ হয়। অবশেষে আরঙ্গজেব জয়ী হইয়া ময়ূরাসন লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ দারার নিপাতসাধন করিয়া আরঙ্গজেব মধ্যম ভ্রাতা সুজার

বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এলাহাবাদের নিকট কজওয়া নামক স্থানে সুজাকে পরাজিত করিয়া আরঙ্গজেবের সৈন্য তাঁহাকে বাঙ্গলাভিমুখে বিতাড়িত করিয়া দেয়। সুজা সেই সময়ে বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। তিনি রাজধানী রাজমহলে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। আরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদ ও সেনাপতি মীর জুম্লার অধীন বাদসাহী সৈন্য দুই দিক্ হইতে রাজমহল আক্রমণ করিয়া বসিল, তাহাদিগের গোলাবৃষ্টিতে রাজমহলের প্রাচীর ভগ্ন ও সমস্ত নগর কম্পিত হইতে লাগিল। সুজা রাজধানী রক্ষা করিতে পারিলেন না, কাজেই পরিবারবর্গ ও ধন সম্পত্তি লইয়া অন্ধকারময় রাত্রিতে গঙ্গাপার হইলেন এবং টাঁড়ায় গিয়া আশ্রয় লইলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে সেই ঘটনারই উল্লেখ করিতেছিলাম।

টাঁড়ার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সা সুজা, তাঁহার বেগম পিয়ারী বানু ও আর আর সকলে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। পিয়ারী বানুর সৌন্দর্য্যের তুলনা তৎকালে হিন্দুস্থানে ছিল না, তাঁহার বুদ্ধিও অতুলনীয় ছিল। শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া সুজা ও বানু আপনাদের ভাগ্যের কথা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুজা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"পিয়ারী, সমস্ত আশা ভরসা ত একবারেই অতল জলে ডুবিয়া গেল, এক্ষণে উপায় কি ?"

"উপায় ত কিছুই দেখিতেছি না।"

"ভাগ্যে আরও যে কি আছে কেমন করিয়া বলিব ?

তক্তা তাউসের আশা * ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন বুঝি বাঙ্গলার মসনদও যায়।"

"রাজমহল গিয়াছে বলিয়া কি আমাদিগকে সমস্ত বাঙ্গলার আশা ছাড়িতে হইবে?"

"অবশ্য বাঙ্গলার আশা এখনও একেবারে ছাড়ি নাই বটে, কিন্তু তাহা রক্ষার উপায় কি?"

"তা বটে, বিশেষ উপায় ত দেখিতেছি না, কিন্তু আর এক-বার চেষ্টা করিয়া দেখিলে কি হয় না?"

"কি চেষ্টা করিব? সৈন্যসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আরঙ্গজেব এখন বাদসাহ, সে ইচ্ছা করিলে পঙ্গপালের দ্বারা বাঙ্গলা ছাইয়া ফেলিতে পারে। মহম্মদ ও মীর জুম্লার সহিত যে সৈন্য আসিয়াছে তাহারই বেগ রোধ করিতে অনেক সৈন্যের প্রয়োজন।"

"আচ্ছা তাহারা কি গঙ্গাপার হইয়া আমাদের এখানেও আসিবে?"

"বলিতে পারি না, তবে শীঘ্র সম্ভব নয়।"

"কেন?"

"আজ হইতে বর্ষা পড়িল, নদীর জল দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, বর্ষার মধ্যে তাহারা বোধ হয় নদী পার হইতে পারিবে না।"

---

* ময়ূরাসন।

"তাহা হইলে ত আমরা ইহার মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারি।"

"চেষ্টা করিলে পারা যাইতে পারে।"

"চেষ্টা হইবে না কেন?"

"হইবে বৈ কি, চেষ্টা করিতেই হইবে। প্রথমে ফিরিঙ্গীদের সাহায্য লইতে হইবে। তাহাদের গোলা ব্যতীত মীরজুম্লা বা মহম্মদকে হটান যাইবে না।"

"তবে তাহারই ব্যবস্থা হউক।"

"তাহাই হইবে পিয়ারী, কিন্তু আর যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার ত কিছুই উপায় দেখি নাই।"

"কিসের কথা বলিতেছ?"

"মহম্মদ ও আয়েসার মিলনের আশা কি একেবারে ছাড়িয়া দিব?"

"বালাই, তাই বা ছাড়িব কেন?"

সুজা হাস্য করিয়া উঠিলেন, ও পরে বলিতে লাগিলেন,—

"তোমার কথা শুনিয়া হাসি পাইতেছে। এদিকে আমরা মহম্মদের সহিত লড়াই করিব, আবার তাহার সহিত আয়েসার মিলনও ঘটাইব?"

পিয়ারী বানু সুজার দিকে ঈষৎ কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন,—

"তুমি পুরুষ মানুষ তাহার কি বুঝিবে?"

"আচ্ছা ও সব তোমাদের একচেটিয়া থাকুক, তবে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে ত হইবে?"

"যখন সময় হইবে তখন অবশ্যই বুঝাইয়া দিব।"

"সময় কি নূতন করিয়া আসিবে? এই ত ঠিক সময়, মহম্মদকে কি আর কখনও নিকটে পাওয়া যাইবে?"

"তাহার জন্য কোনই চিন্তা নাই, আমি তাহার উপায় করিব।"

"কি উপায় করিবে পিয়ারী?"

"পরে জানিতে পারিবে।"

"এখন কি জানিবার কোন বাধা আছে?"

"না, এখন জানিয়া কাজ নাই, তবে একটা কথা জানিয়া রাখ, জগতে প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে। যিনি যত বড় বীর হউন না কেন, প্রেমের নিকট তাঁহাকে মাথা নুয়াইতে হইবেই হইবে।"

"এ প্রেম কোন্ দিকের?"

"প্রেম এক দিকের হয় না; দুই দিক্ হইতে স্রোত না বহিলে তাহা টিকে না।"

"তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মহম্মদ ত একবার বিবাহ করেছে।"

"তা করুক, তাতে কিছু আসিয়া যাইবে না, প্রেমের জয় হইবেই হইবে।"

"কি জানি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তোমার আজিও ভাল করিয়া প্রেমশিক্ষা হয় নাই, কাজেই বুঝিতে পারিতেছ না।"

"পিয়ারী বানুর কাছে থাকিয়া আজিও কি তাহা শিখিতে পারিলাম না?"

"কাছে থাকিলে অবশ্যই শিখিতে পারিবে, কিন্তু খোদা থাকিতে দেন কৈ?"

"সে কথা সত্য, ভাগ্য যেন একদণ্ড স্থির থাকিতে দিতেছে না। সে যাহা হউক, তুমি আয়েসার সহিত কিরূপে মহম্মদের মিলন ঘটাইবে, আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমি ত বলিলাম পরে বুঝিবে, দেখিবে প্রেমের জয় হইবেই হইবে।"

"আচ্ছা তাহাই হউক, প্রেমেরই জয় হউক। এস, আজ তবে আমরা একটু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করি।"

এই বলিয়া তাঁহারা সেদিনের মত বিশ্রামের ইচ্ছা করিলেন।

আমরা এইখানে শেষোক্ত কথোপকথনের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। সুজার কন্যা আয়েসার সহিত আরঙ্গজেবের পুত্র সুল্‌তান মহম্মদের অনেক দিন হইতে বিবাহের কথা হইতেছিল। আয়েসা রূপে গুণে অনুপমা ছিলেন। যখন তাঁহারা আগরায় মিলিত হইতেন, তখন পরস্পরে অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতেন। যদিও মহম্মদ গোলকুণ্ডাধিপের কন্যা রিজিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি অয়েসার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সমভাবে বিদ্যমান ছিল। আয়েসাও মহম্মদকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পিয়ারী বানু তাহা বিশেষরূপে জানিতেন, তাই

তিনি সাহসসহকারে সুজার সহিত ঐরূপ কথা বলিতেছিলেন। যদিও আরঙ্গজেব ও সুজার মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল, তথাপি তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মহম্মদ ও আয়েসার যেরূপ গাঢ় অনুরাগ তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদের মিলন ঘটিবে। তাই তিনি বলিতেছিলেন যে, প্রেমের জয় নিশ্চয়ই হইবে। পিয়ারী বানুর অনুমান যে মিথ্যা নহে, সকলে পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

২

বর্ষাকাল, গঙ্গা দুকূল ছাপাইয়া চারিদিক্ ভাসাইয়া দিয়াছেন, যে দিকে তাকাও সেই দিকই জলময়, কলকল শব্দে অবিরত জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে, আকাশ হইতেও অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে। রাজমহলের নিম্নে গঙ্গা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া ভীতি জন্মাইতে লাগিলেন, নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে প্রবলবেগে জলস্রোত আসিয়া তাঁহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সুল্‌-তান মহম্মদ ও মীরজুম্লা আপন আপন সৈন্য লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের শিবিরাদি সিক্ত হইয়া সৈন্যগণের বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিল, এই দারুণ বর্ষায় রসদেরও যার পর নাই অভাব ঘটিয়া উঠিল।

বর্ষা বাদসাহী সৈন্যের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সুজার যার পর নাই অনুকূল হইয়া উঠিল। বাদসাহী সৈন্যের গঙ্গা পার হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সুজা সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে সৈন্য

আনিতে লাগিলেন। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ নদীবক্ষ বাহিয়া তাঁহার রণতরীসমূহ সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। সুজার উদারতায় মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ফিরিঙ্গীগণ তাঁহার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, সুজা তাহাদিগকে গোলন্দাজ সৈন্যদলে নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের হস্তে সুজার কামান বিশ্বধ্বংসকর গর্জ্জন করিয়া বাদসাহী সৈন্যদিগকে কাঁপাইয়া তুলিল।

বর্ষার বেগ কিছু প্রশমিত হইলে, সুজা মধ্যে মধ্যে কতকগুলি রণতরী লইয়া গঙ্গা পার হইতে থাকেন, এবং বিপক্ষ-শিবির লক্ষ্য করিয়া অবিরত গোলাবর্ষণ আরম্ভ করেন। ফিরিঙ্গীর হস্তনিক্ষিপ্ত অব্যর্থ গোলা বাদসাহী সৈন্যশিবিরে পড়িয়া সকলকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। কোন কোন দিন নৈশ আক্রমণে সুজার সৈন্যগণ বাদসাহী সৈন্যগণের মনে বিভীষিকা জন্মাইতেছিল। অন্ধকারময়ী রজনীতে সহসা বজ্রসম্পাতের ন্যায় যখন সুজার কামাননিঃসৃত অগ্নিবর্ণ গোলা আসিয়া বাদসাহী শিবিরে পড়িতে লাগিল, তখন তাহারা জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন জীবন লইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বর্ষার বেগ প্রশমিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার শেষ হয় নাই। কাজেই মীরজুম্লা বা মহম্মদ আপনাদের সৈন্য লইয়া গঙ্গা পার হইতে বা সুজাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই, বিশেষতঃ তাঁহাদের রণতরীরও অভাব ছিল। কাজেই তাঁহারা নদীপারের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুজা সেই সুযোগে স্বীয় রণতরীসমূহের সাহায্যে রাজমহলে অবিরত গোলাবর্ষণ করিয়া বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যক্ষয়ে

প্রবৃত্ত হন। ফিরিঙ্গীর গোলায় দিন দিন বাদসাহী সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকে।

সৈন্য-সংখ্যার হ্রাস দেখিয়া মীরজুম্লা ও মহম্মদ পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। মহম্মদ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সেনাপতি, সৈন্য রক্ষা ত কঠিন হইয়া উঠিল, এক্ষণে উপায় কি ?"

"বর্ষা শেষ না হইলে বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করাও কঠিন।"

"তাহা ত বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু এখন কি করা যায় ?"

"অবশ্য কোন উপায় করিতেই হইবে।"

"আর বিলম্ব করিলে আপনার ও আমার একটি মাত্রও প্রাণী বাঁচিবে না।"

"আমি পূর্ব্ব হইতেই তাহা চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু সুল্‌তান সুজা ইহার মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন কিরূপে ?"

"তিনি বাঙ্গলার সুবেদার, নিজের রাজ্যে পঁহুছিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।"

"দেখিতেছি ফিরিঙ্গীরা গোলা চালাইতেছে, ফিরিঙ্গীদিগকে তিনি কি করিয়া বাধ্য করিলেন ? বুড়া বাদসাহ ত তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইবার হুকুম দিয়াছিলেন।"

"কিন্তু যাহারা বহুদিন হইতে একদেশে আছে, তাহাদিগকে কি সহজে তাড়ান যায় ? ক্রমে ক্রমে আবার তাহারা দল বাঁধিয়াছে।"

"কিন্তু এই দুসমনদিগকে সুল্‌তান হাত করিলেন কিরূপে?"

"শুনিয়াছি তাহারা সুল্‌তানের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছিল, সেই জন্য তিনি আহ্বান করিবামাত্র তাহারা আসিয়া হাজির হইয়াছে।"

"এই দুসমনদিগকে দেশ হইতে আবার না তাড়াইলে বাঙ্গলা হাতে রাখা কঠিন হইবে।"

"সে বিষয় আপনি পরে চিন্তা করিবেন, এক্ষণে আপনাদের সৈন্যরক্ষার উপায় করুন।"

"সাজাদা, আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি পূর্ব্ব হইতে সে সমস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছি।"

"যদি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছেন, তবে অনর্থক সৈন্যক্ষয় হইতে দিতেছেন কেন?"

"আমি দেখিতেছিলাম যে, যদি বর্ষা কমিয়া যায় তাহা হইলে বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করা যায় কি না?"

"বর্ষা কমিলেও নদীর বেগ সহসা কমিবে না। সুল্‌তানের ন্যায় আমাদের রণতরী কৈ? গঙ্গা পার হইতে রণতরীরও প্রয়োজন হইবে।"

"বাদসাহ আরঙ্গজেবের সৈন্যের সাহায্যের জন্য কি রণতরীর অভাব হইবে আপনি মনে করেন?"

"না হইতে পারে, কিন্তু এক্ষণে ত সম্পূর্ণ অভাব দেখিতেছি।"

"আমি পূর্ব্ব হইতেই তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি।"

"বাঙ্গলার রণতরী আপনি পাইবেন বলিয়া মনে হয় না, সুল্‌তান সুজা সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছেন।"

"করুন, কিন্তু বাদসাহী সৈন্যের ও তাহার অভাব ঘটিবে না।"

"তবে কি আপনি গঙ্গাপার হওয়ার অভিপ্রায় করিতেছেন ?"

"না, যখন বর্ষা কমিল না, তখন আর এক্ষণে তাহার অভিপ্রায় নাই।"

"তবে সৈন্য রক্ষার কি উপায় স্থির করিয়াছেন ?"

"আমি রাজমহল হইতে দূরে শিবির স্থাপন করিব। আপনি রাজমহলের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করুন। একজনের সৈন্য অনায়াসে রাজমহলে সুরক্ষিত ভাবে থাকিতে পারিবে, আপনার সৈন্য-দিগেরই একটু ভাল আশ্রয়ের প্রয়োজন। আর আমাদের একজন রাজমহলে না থাকিলে রাজমহলও হাত ছাড়া হইবে।"

"এ যুক্তি মন্দ নহে, শীঘ্রই তাহার বন্দোবস্ত করুন।"

"শীঘ্র কি ? আজি করিতেছি" বলিয়া মীরজুম্লা তথা হইতে অপসৃত হইলেন, এবং নিজ সৈন্যদিগকে লইয়া রাজমহলের নদীতীর হইতে কিছু দূরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সুল্‌তান মহম্মদ রাজমহল দুর্গে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। গোলাবর্ষণ নিষ্প্রয়োজন দেখিয়া সুজার কামানও নীরব হইল।

একদিন দুইদিন করিয়া মহম্মদের দিন কাটিতে লাগিল। এতদিন তিনি যুদ্ধের উৎসাহে একরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে উৎসাহপ্রকাশের অবসর না থাকায়, তাঁহার মনোমধ্যে অনেক বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হইল। পূর্ব্বস্মৃতি অনেক দৃশ্য

আনিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সর্ব্বাপেক্ষা আয়েসার কথা তাঁহার মনে অনুক্ষণ জাগিতে লাগিল। তিনি রিজিয়াসুন্দরীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শৈশব হইতে আয়েসার যে কমনীয় প্রতিমা হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সুজাকে পরাজিত করিয়া আয়েসাকে লাভ করিবেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মহম্মদের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। আয়েসার প্রতি অনুরাগ তাঁহার বীরহৃদয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিল, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় সমরবাসনাকে পরাজয় করিয়া অবশেষে প্রেমেরই জয় হইল।

৩

টাঁড়াদুর্গের প্রাসাদমধ্যস্থ একটি সুরম্য ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া সাজাদী আয়েসা আপনার হৃদয়ে নানা তরঙ্গ তুলিতেছিলেন। নবযৌবনের প্রথম বিকাশে তাঁহার রূপসাগরে যেমন তরঙ্গ উঠিতেছিল, হৃদয়ও সেইরূপ ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। শৈশব হইতে তিনি যে এক সুখের চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহাতে মাঝে মাঝে ছায়া পড়িয়া যেন কিছু বিকৃত করিয়া তুলিতেছিল। মহম্মদের সহিত রিজিয়ার পরিণয় প্রথমে তাঁহার সেই চিত্রে ছায়াপাত করে, আরঙ্গজেবের সহিত সুজার বিবাদ তাহাকে গাঢ় করিয়া তুলে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে ছায়া সরিয়া যাইত ও আয়েসার সুখময় চিত্র আবার ফুটিয়া উঠিত। মহম্মদের রাজমহলে আগমন তাঁহার সেই চিত্রকে যেন একটু উজ্জ্বল করিয়া

তুলিয়াছিল। কিন্তু নিরাশার ছায়া একেবারে অপসারিত হয় নাই।

নিরাশার ছায়া একেবারে অপসারিত হয় নাই বটে, কিন্তু আশার আলোক এবার যেন আয়েসার হৃদয়ে নানা খেলা খেলিতেছিল। তিনি মনে করিতেছিলেন, "বহুদিন পরে যদি আরাধ্য বস্তু নিকটে আসিয়াছে, তবে তাহাকে কি একবারও ধরিতে পারিব না? চেষ্টা করিলে অবশ্যই পারিব। এতদিন ধরিয়া হৃদয়ে যে ভালবাসার স্রোত রোধ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে পাষাণও বিদীর্ণ করিতে পারে, মহম্মদের হৃদয় কি তাহার অপেক্ষাও কঠিন হইবে? একদিন ত সে হৃদয় হইতেও ভালবাসার স্রোত বহিয়াছিল, তবে কি তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, না, রিজিয়ার প্রেম তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? যাহাই হউক না কেন, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে।

এক কথা, মহম্মদ এক্ষণে পিতার বিপক্ষ। সত্য বটে, পিতৃব্যের সহিত পিতার বিবাদ, কিন্তু মহম্মদের সহিত আমাদের শত্রুতা ঘটিবে কেন? মহম্মদ তাঁহার পিতার আদেশে সৈন্য-সামন্ত লইয়া পিতার বিরুদ্ধে আসিয়াছেন। ভাল, তিনি পিতার আদেশই পালন করুন, কিন্তু পিতা বা আমাদের সহিত তাঁহার শত্রুতা ঘটিবে কেন? আরঙ্গজেব এক্ষণে বাদসাহ, মহম্মদ যুবরাজ, তিনি নূতন রাজ্য জয় করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-রাজ্য কি জয় করা যাইবে না? অবশ্যই

যাইবে। তিনি বঙ্গরাজ্য জয়ের আশা লইয়া থাকুন, আমিও দেখি তাঁহার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিতে পারি কি না। দিগ্বিজয়ী সম্রাটের প্রতি প্রেমের অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনিও পরাজিত হন, জগতে প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে।"

এইরূপ নানা চিন্তার তরঙ্গে যখন আয়েসার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার সহচরী মোতিয়া সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। মোতিয়া আয়েসাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—

"কি গো, আজকাল ভাবনাটা এত বাড়াইয়া তুলিলে কেন?"

"বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা আপনিই বাড়িয়া যায়।"

"ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে কমান যায় না?"

"অবস্থা সেরূপ ইচ্ছা করিতে দেয় কৈ?"

"এমন কি অবস্থা ঘটিল যে, তাহাতে দিবারাত্রি চিন্তারই স্রোত বহাইবে?"

"মোতিয়া, তুই কি দিন দিন ছেলে মানুষ হইতেছিস্? আমাদের অবস্থা কি দেখিতে পাইতেছিস্ না?"

"আমি ত বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। সুল্‌তান সুজা নয় বাদসাহই হইলেন না, বাঙ্গলা রাজ্য ত তাঁহার কেহ লয় নাই?"

"লয় নাই বটে, কিন্তু লইবার জন্য ত ত্রুটি হইতেছে না?"

"কে লইবে, সাজাদা মহম্মদ? আচ্ছা তাহা বুঝা যাইবে।"

"তুই কি বুঝিবি মোতিয়া ?"

"তিনি আমাদিগকে জয় করিবেন, কি আমরা তাঁহাকে জয় করিব, তাহাই বুঝা যাইবে ?"

"আমাদের আর জয়ের আশা কোথায় ? তাঁহারা রাজমহল দুর্গে আশ্রয় লওয়ায় আমাদের কামান নীরবে অবস্থিতি করিতেছে।"

"আমি কামান বন্দুক দিয়া জয় করিবার কথা বলিতেছি না ?"

আয়েসা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"তবে কি দিয়া জয় করিবি ?"

"আমাদের নিকট এমন এক অস্ত্র আছে, যাহাদ্বারা সাজাদাকে জয় করিয়া বাঁধিয়া আনিব।"

"সে কি অস্ত্র মোতিয়া ?"

"সে অস্ত্রের নাম সাজাদী আয়েসা।"

"মরণ আর কি !"

"মরণ নয় গো মরণ নয়, দেখ সে অস্ত্র চালাইতে পারি কি না ?"

"আমাকে কি তোপের মধ্যে পুরিয়া চালাইবি না কি ?"

"বালাই, আমিত বলিয়াছি কামান বন্দুকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই ?"

"তবে কি আমাকে রাজমহলে ছুড়িয়া দিবি না কি ?"

"দিলামই বা, যদি সহজে সাজাদাকে জয় করা না যায়, তাহা হইলে অস্ত্র ত ছুড়িতেই হইবে।"

"সে কি মোতিয়া আমাকে কি উপযাচিকা হইয়া সুলতানের নিকট যাইতে হইবে ?"

"গরব এখন রাখ, যেরূপে হউক সাজাদাকে জয় করিতেই হইবে। যদি প্রয়োজন হয় তোমাকে রাজমহলে যাইতেই হইবে। তবে ভীত হইও না, আমরা প্রথমে তোমাকে পাঠাইব না, অস্ত্রচালনার পূর্ব্বে একবার সন্ধির প্রস্তাব করা যাইতেছে।"

"সে আবার কি ?"

"জানত যুদ্ধের আগে দূত দিয়া পত্র পাঠাইতে হয়।"

"কে পত্র লিখিবে ?"

"বলিতেছি" বলিয়া মোতিয়া পত্র লিখিবার সমস্ত উপকরণ লইয়া আসিল, পরে বলিল,—

"আমি যা বলি বেশ মনোযোগ দিয়ে শোন।"

"তোর মতলব কি ?"

"মতলব কিছু না, তবে সাজাদী আয়েসার শ্রীহস্তের একটু লেখা চাহি।"

"তবে তুই আমাকেই লিখিতে বলিতেছিস্।"

"হাঁ গো হাঁ, তুমি লিখিবে কেন ? তোমার ত সাজাদাকে দরকার নাই, আমিই নয় প্রেম-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব।"

"আ মর।"

"মরেই ত আছি,এখন বেশ ভাল করে একখানি পত্র লেখ।"

"মোতিয়া, সত্য সত্য ইহাতে কি কোন ফল হইবে ?"

"দেখ সাজাদী, আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে, আমাদের

অনেক দিনের সাধ একেবারেই নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তোমার হৃদয়েও নানা তরঙ্গ উঠিতেছে। আমি বেশ জানি তুমি যখন সাজাদাকে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছ, তখন তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পাণিদান করিবে না। পাখী যখন আমাদের নিকটে আসিয়াছে, আমরা একবার জাল ফেলিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিব না কেন ?"

"কিন্তু ধরা কি যাইবে ?"

"ধরিতেই হইবে, অন্ততঃ চেষ্টা ত করিতে হইবে।"

"কি জানি, কেমন করিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিব, আগে তাঁহার যে ভাব ছিল, রিজিয়াসুন্দরীর প্রেমপাশ তাহার পরিবর্ত্তন করিয়াছে কিনা কেমন করিয়া বুঝিব ? আবার বঙ্গরাজ্য জয়ের আশাই বা তাঁহার হৃদয়কে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব।"

"সাজাদী ও সকল আকাশপাতাল চিন্তা মনে আনিলে কোনই কাজ হইবে না। আমার বিশ্বাস তোমার হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ নিশ্চয়ই তাঁহাকে টানিয়া আনিবে।"

"তিনি এখন দিগ্বিজয়ী বীর, বীরের হৃদয় কি নারীর প্রেম অধিকার করিতে পারে ?"

"যিনি যত বড় বীর হউন না কেন, প্রেমের নিকট সকলকে পরাজিত হইতে হইবে। জগতে প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে।"

"তা সত্য, জগতে প্রেমেরই জয় দেখা যায় বটে, কিন্তু এ ক্ষুদ্র প্রেমের শক্তি কি সুলতানের ন্যায় বীরের হৃদয়কে

টলাইতে পারিবে। বিশেষতঃ এখন তাহা রিজিয়ার অধিকারে।"

"আমি ওসব কিছু মানিনা। রিজিয়ার সহিত সাজাদার বিবাহ মাত্র হইয়াছে, তোমার ন্যায় তাঁহার হৃদয় প্রেমপূর্ণ তাহা কে বলিল?"

"হউক না হউক, এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি?"

"আমার অভিপ্রায় তুমি সাজাদার মনে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া ও তোমার বর্ত্তমান অবস্থা জানাইয়া একখানি মর্ম্মস্পর্শী পত্র লেখ। সেই পত্র পাঠাইয়া তাঁহার মনের ভাব কি, আগে দেখা যাউক, তার পর উপায় করা যাবে।"

"অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই, কি বলিয়া পত্র লিখিব তাই ভাবিতেছি,"

"সেসব ভাবনা রাখিয়া দেও, এক্ষণে আমি যা বলি তাই কর।"

"পত্র কে লইয়া যাইবে?"

"তার ব্যবস্থা আমি করিব।"

আচ্ছা তবে তোমারই কথা মানিয়া লইলাম।"

এই বলিয়া আয়েসা সুলতান মহম্মদকে পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র লেখা শেষ হইলে তিনি পত্র খানি মোতিয়ার হাতে দিলেন। মোতিয়া পড়িয়া বলিল,—

সুন্দর হইয়াছে, দেখি সাজাদাকে বাঁধিয়া আনিতে পারি কিনা?"

আয়েসা বলিলেন,—

"আর আমাকে কিছু বলিবে না ত?"

"এখন নয়, প্রয়োজন হইলে পরে বলিব। আমি এখন আসি" বলিয়া মোতিয়া চলিয়া গেল। আয়েসা আবার চিন্তামগ্ন হইলেন।

মোতিয়া পত্র লইয়া পিয়ারী বানুর নিকট উপস্থিত হইল। পিয়ারী বানুই মোতিয়াকে আয়েসার নিকট হইতে পত্র আনিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া পিয়ারী বানুর দুঃখে ও আনন্দে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত হইল। তিনি মোতিয়াকে পুরুষের বেশে ঐ পত্র লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। মোতিয়া সম্মত হইয়া পুরুষবেশে রাজমহলাভিমুখে অগ্রসর হইল। সা স্বুজার বিশ্বস্ত কয়েকজন সৈনিক মাঝি-মাল্লার বেশে মোতিয়ার নৌকা বাহিয়া চলিল। পিয়ারী বানু স্বুজাকে সমস্ত জানাইলেন, শুনিয়া স্বুজা পিয়ারীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৪

প্রসন্নসলিলা গঙ্গার বক্ষে আপনার ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া রাজমহলের নব প্রাসাদ শোভা পাইতেছিল। দিল্লী ও আগরা যাঁহার শিল্পানুরাগের জন্য চির-অমর হইয়া রহিয়াছে, সেই সাহানসাহ সাজাহান বাদসাহের পুত্র হইয়া সুলতান স্বুজা যে সে অনুরাগের পরিচয় দিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই তাঁহার গঠিত রাজমহলের নব প্রাসাদ অনেক মনোহর সৌধে বিভূষিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে দ্বিতীয় রাজমহলের সৃষ্টি করিতেছিল। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গঙ্গা যখন সেই সুরম্য প্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন তাহার শোভা আরও

বাড়িয়া উঠিত। নদীর কল কল ধ্বনি প্রাসাদভিত্তিতে প্রতিহত হইয়া সুমধুর প্রতিধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া তুলিত।

কষ্ঠীপ্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দরস্তম্ভযুক্ত সুস্তার গঠিত সিং দালানে বসিয়া সুলতান মহম্মদ গঙ্গার শোভা দেখিতেছিলেন। বর্ষার মেঘকে অপসারিত করিয়া মাঝে মাঝে চন্দ্রদেব গঙ্গাবক্ষে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া দিতেছিলেন। উত্তালতরঙ্গাকুলা গঙ্গা যেন তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিলেন। মহম্মদের হৃদয়েও যেন সেইরূপ অভিনয় হইতেছিল। চিন্তাতরঙ্গাকুলা তাঁহার হৃদয়-স্রোতস্বিনীতে মাঝে মাঝে নিরাশার মেঘ ভেদ করিয়া আয়েসার রূপ-জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছিল। গঙ্গার হৃদয়ে মেঘযুক্ত জ্যোৎস্না-পতনের সহিত নিজ হৃদয়ে আয়েসার মূর্ত্তিপ্রকাশ তুলনা করিয়া সুল্‌তান মহম্মদ এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

যৎকালে সুল্‌তান মহম্মদ রাজমহলের সিং দালানে বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে জনৈক প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সুল্‌তান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"খবর কি ?"

"সেনাপতি মীরজুম্লার নিকট হইতে খবর লইয়া একটি বালক আসিয়াছে। সে খোদ সুলতানের সহিতই দেখা করিতে চাহে।"

"আচ্ছা, তাহাকে এইখানেই লইয়া আইস।"

"যো হুকুম" বলিয়া প্রহরী নিষ্ক্রান্ত হইল।

অল্পক্ষণ পরে সে একটি সুন্দর বালককে লইয়া সুলতানের নিকট উপস্থিত হইল। পাঠক এই বালককে চিনিতে পারিয়াছেন কি ? পিয়ারী বানুর উপদেশক্রমে মোতিয়াই এই বালকবেশে রাজমহলে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং আপনাকে মীরজুম্লার লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রীবেশ এমন করিয়া লুকাইয়াছিল যে, তাহাকে একটি সুন্দর বালক বলিয়াই বোধ হইতেছিল। কেহই তাহাকে রমণী বলিয়া বুঝিতে পারে নাই।

সুলতান মহম্মদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছ ?"

"সুলতান আমি নির্জ্জনে সে সংবাদ বলিতে চাহি।"

"প্রহরী তুমি এখান হইতে যাইতে পার।"

সুলতানের কথা শুনিয়া প্রহরী তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইল। মোতিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল,—

"সাজাদা যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া অভয় দেন, তবে আমি সমস্ত কথা বলি।"

"তুমি নির্ভয়ে বলিতে পার।"

"আমি সেনাপতি মীরজুম্লার নিকট হইতে আসি নাই।" মহম্মদ চমকিত হইয়া কহিলেন,—

"তবে তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

"আমি টাঁড়া হইতে আসিতেছি।"

"টাঁড়া হইতে আসিতেছ ? তবে তুমি মিথ্যা কথা বলিলে কেন ?"

"পাছে আমার কার্য্যসিদ্ধি না হয়।"

"তোমার উদ্দেশ্য কি? তোমাকে কি সুলতান সুজা পাঠাইয়াছেন?"

"না সাজাদা।"

"তবে তুমি কাহার নিকট হইতে আসিতেছ?"

"আমি সাজাদী আয়েসার নিকট হইতে আসিতেছি।"

মহম্মদ একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—

"সাজাদী আয়েসার নিকট হইতে? তিনি কি তোমাকে এই খানেই পাঠাইয়াছেন?"

"তিনিই আমাকে সাজাদার নিকটই পাঠাইয়াছেন।"

"আচ্ছা তাঁহার কি বক্তব্য আছে বলিতে পার!"

"তাঁহার বক্তব্য আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।"

"কৈ তাঁহার বক্তব্য?"

"সাজাদার আদেশ হইলে এখনই তাহা দিতেছি।"

"তিনি কি কোন পত্র পাঠাইয়াছেন?"

"সাজাদার অনুমান সত্য।"

"তবে বিলম্ব করিতেছ কেন? সে পত্র আমাকে দিতে পার।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া মোতিয়া আপনার বস্ত্রমধ্য হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া সুল্‌তান মহম্মদের হাতে দিল। সেই সময়ে চন্দ্রালোকে চারি দিক হাসিয়া উঠিল। মহম্মদ কম্পিত হস্তে পত্রখানি লইয়া স্খলিত কণ্ঠে পড়িতে লাগিলেন,—

"প্রাণাধিক !

সেকালের কথা মনে পড়ে কি ? সেই তুমি ও আমি যখন ছেলে খেলার সঙ্গে হৃদয়ে আশার ঘর বাঁধিতাম, তখন সে ঘর কত সুখের ছবিতে না ভরিয়া উঠিত ! সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার সম্মুখে তক্ত তাউসের চিরোজ্জ্বল আলোক রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু অভাগিনী আয়েসার সম্মুখে নিবিড় আঁধার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আজ তুমি রিজিয়ার হৃদয়াসনে বসিয়াছ, কাল আবার তক্ত তাউস তোমাকে আলিঙ্গন করিবে, কিন্তু যে একখানি ক্ষুদ্র আসন বহুদিন হইতে তোমারই চরণ-স্পর্শের জন্য পুষ্পচন্দনে সজ্জিত হইতেছে, তাহাতে কি একবারও তোমার পদার্পণ হইবে না ? না হইলে এ আসন দরিয়ায় ডুবিবে, কিন্তু আর কেহ ছুঁইতে পারিবে না। তুমি ভারতের ভাবী সম্রাট্, আমরা পথের ভিখারী। পিতার কি অপরাধ যে, তিনি তক্ত তাউসের আশা ছাড়িয়াও কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় কেবল দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইবেন ? তিনি ত সব ছাড়িয়াছেন কিন্তু ক্ষুদ্র বাঙ্গলারাজ্যটিও কি আমাদের প্রতিপালনের জন্য পাইবেন না ? অথবা তাঁহার ভাগ্যে জ্যেষ্ঠতাত দারা শেকোর ন্যায় পরিণাম লিখিত আছে। জানি না, আমাদের ভাগ্যে কি আছে ? সাহানসাহ সাজাহান বাদসাহের পরিবারবর্গের এমন দশা ঘটিবে, তাহা কে জানিত ? আজ কি না তাঁহার মধ্যম পুত্র সুলতান মহম্মদ সুজা সামান্য অপরাধীর ন্যায় দেশে দেশে আপনারে লুকাইয়া বেড়াইতেছেন ? পথের ভিখারীর ন্যায় তাঁহার

পরিবারবর্গ জীবিকার জন্য অশ্রুপাত করিতেছে। একবার তোমাকে আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি, আসিবে কি? একবার দেখিয়া যাও, কত কষ্টে আমাদের দিন যাইতেছে। সুলতান সুজা, পিয়ারী বানু ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের দশা দেখিবার জন্য একবার তোমার সময় হইবে কি? আর যে অভাগিনী আশৈশব তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার দশাও কি একবার দেখিবে না? না দেখিতে আইস, সে তোমার চরণতলে নিপতিত হইবে, তাহার পর তাহাকে রাজমহলের দরিয়ায় ডারিয়া দিও। ইতি—

অভাগিনী—

আয়েসা"

পত্র পাঠ করিতে করিতে মহম্মদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বোধ হয় দুই এক বিন্দু অশ্রু নীরবে তাঁহার গণ্ডস্থলও সিক্ত করিয়াছিল। মোতিয়া কহিল,—

"সাজাদা কোন উত্তর পাইব কি?"

"পাইবে, একটু অপেক্ষা কর। তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"যাহা আপনার অভিপ্রায় হয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

"সত্য সত্যই কি আয়েসা এই পত্র পাঠাইয়াছেন?"

"সাজাদা, আমি সত্যই বলিতেছি, তিনি নিজ হস্তে পত্র লিখিয়া আমাকে দিয়াছেন।"

"এ পত্র তবে তাঁর নিজেরই লেখা।"

"হাঁ সাজাদা।"

"একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তোমার নামটি কি?"

"আমার নাম আশমান।"

মোতিয়া নিজ নাম গোপন করিয়া আপনাকে আশমান বলিয়া পরিচয় দিল। মহম্মদ জনৈক ভৃত্যকে ডাকিয়া মোতিয়াকে বিশ্রামের জন্য একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতে বলিলেন, পরে নিজেও তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

স্বীয় বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহম্মদ তাঁহার বিশ্বস্ত সামরিক কর্ম্মচারিগণকে ডাকাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"আমি আজ আপনাদিগকে একটি কথা বলিব, শুনিবেন কি?"

এক জন সকলের মুখপাত্র হইয়া উত্তর দিতে লাগিলেন,—

"সুল্‌তানের কথা আমরা মাথায় করিয়া লইব।"

"আপনারা সুল্‌তান সুজার অবস্থা কিরূপ মনে করেন?"

"কেন তিনি ত ভালই আছেন, এখনত তাঁহার অনেক সৈন্য-সামন্ত জুটিয়াছে।"

"তা বটে, কিন্তু তাহাতে কি তিনি বাদসাহী সৈন্য হটাইতে পারিবেন?"

"সম্ভবত নয়।"

"তবে তাঁহার অবস্থা ভাল হইল কিসে? বাস্তবিক তাঁহার অবস্থা ভাল নহে। দেখুন, বাদসাহ তাঁহাকে পীড়ন করিবার

জন্য কত না উপায় অবলম্বন করিতেছেন? পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেনাপতি মীর জুম্লাকে ও আপনাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আবশ্যক হইলে, আবার সৈন্য আসিবে। সেনাপতি আসিবে, হয়ত তিনি স্বয়ংও আসিবেন। কিন্তু সুল্‌তান সুজার অপরাধ কি? তিনি তক্ত তাউসের আশা ছাড়িয়াছেন। কিন্তু বাদসাহ কোন্ বিচারে তাঁহার জীবিকার সম্বল বাঙ্গলা রাজ্যটুকু লইয়া সুলতানের পরিবারবর্গকে পথের ভিখারী করিতে চাহেন? আমি ইহা বাদসাহের সম্পূর্ণ অবিচার মনে করিয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা করিতেছিলাম। এক্ষণে সেনাপতি নিকটে নাই, কাজেই আমি স্থির করিয়াছি যে, ন্যায় ও ধর্ম্মের জন্য আমি সুলতান সুজার পক্ষ অবলম্বন করিব ও প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিব। আপনারা আমার সহিত যোগ দিতে সম্মত আছেন কি?"

মহম্মদের কথা শুনিয়া প্রথমে কর্ম্মচারিগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনই উত্তর দিলেন না। মহম্মদ আবার বলিতে লাগিলেন,—

"আপনারা নীরবে রহিলেন যে? আমার কথায় কি আপনারা সম্মত নহেন। আপনারা সম্মত না হইলেও আমি যাহা স্থির করিয়াছি তাহা প্রতিপালন করিবই জানিবেন।"

মহম্মদের শেষ কথা শুনিয়া তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল। তাঁহারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া আপনাদের অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও মহম্মদকে অসন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা না করিয়া কহিলেন,—

"আমরা সুলতানের আদেশপ্রতিপালন করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষী আছি। আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে কি করিতে হইবে।"

"আমি অদ্যই টাঁড়া যাত্রা করিব, আপনারা কল্য তথায় যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। অচিরে আমার সমস্ত সৈন্য যেন সেখানে উপস্থিত হয়। সেনাপতি যেন এ সংবাদ জানিতে না পারেন।"

"সুলতানের আদেশ অবশ্যই পালন করিব।" এই বলিয়া কর্ম্মচারিগণ বিদায় লইয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মহম্মদ কক্ষবাহিরে আসিয়া ডাকিলেন,— "আশমান" নিমেষ মধ্যে মোতিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল,—

"সাজাদা কি আজ্ঞা হয়।"

"তোমার সঙ্গে নৌকা আছে ?"

"আছে সাজাদা।"

"আচ্ছা তুমি নৌকা ঠিক কর, আমি এখনই তোমার নৌকায় যাত্রা করিব।"

"যে আজ্ঞা, বলিয়া মোতিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল মহম্মদ কিছুক্ষণ পরে আপনার অনুচরদিগকে স্বতন্ত্র একখানি নৌকায় আসিতে বলিয়া নিজে মোতিয়ার নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে আরম্ভ করিল।

৫

চন্দ্রালোকে গঙ্গাবক্ষ ভরিয়া গিয়াছে, মেঘমুক্ত চন্দ্রমা নীলাকাশের কোলে বসিয়া জ্যোৎস্নার ফুয়ারা ছুটাইতে ছিলেন,

চারিদিক তাহাতে স্নিগ্ধ হইয়া হাসিয়া উঠিতেছিল। দুই এক খানি কাল মেঘ চাঁদের নিকট আসিতে না আসিতে শাদা হইয়া গেল। নীলাকাশ আপনার বিশাল বক্ষ পাতিয়া জ্যোৎস্না-লহরী ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, জ্যোৎস্না সে ভয়ে গঙ্গা-বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। অমনি নদীহৃদয়ে রজততরঙ্গ বহিয়া গেল, এবং বক্ষ ভেদ করিয়া রজতধারা যেন তলস্পর্শ করিতে ছুটিয়া চলিল। বর্ষার মেঘ সরিয়া গেলে নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে যখন দিগন্ত হাসিয়া উঠে, তখন পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ নদীহৃদয়ে সেই জ্যোৎস্নার খেলা এক অভাবনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

নবীন জলোচ্ছ্বাসে আতটপরিপূর্ণা স্রোতস্বিনী ছুটিয়া চলিয়াছেন। জ্যোৎস্নালোকে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। দূরাগত বীণাধ্বনির ন্যায় তাঁহার কল কল ধ্বনি দিগন্তবক্ষে মিলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে সুলতান মহম্মদ মোতিয়ার নৌকায় বসিয়া নদী পার হইতেছিলেন। গঙ্গার তরঙ্গে প্রতিহত হইয়া নাচিতে নাচিতে নৌকাখানি পারে আসিতেছিল। দাঁড়ের আঘাতে গঙ্গাবক্ষে শত শত মাণিক জ্বলিয়া উঠিতেছিল। নদীর মধুর ধ্বনির সহিত তাহার শব্দ মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুরতার লহরী উঠাইতেছিল। রজনী ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। চারিদিক ঝিল্লীরবে মুখর হইতে লাগিল। ঝপ্ ঝপ্ শব্দে দাঁড় ফেলিয়া মাঝিরা নদী বাহিয়া চলিল। সুলতান মহম্মদ সেই পবিত্র জ্যোৎস্নালোকে তরণীবক্ষে বসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে

লাগিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহ ভাঙ্গিয়া গেলে সুলতান মহম্মদ মোতিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আশমান্, এই জ্যোৎস্নালোকে নদীবক্ষে বসিয়া একটি ইচ্ছা হইতেছে, তুমি কি তাহা পূরণ করিতে পার?"

"সাধ্য থাকিলে অবশ্যই পারিব।"

"আশমান তুমি কি গাহিতে জান?"

মোতিয়া প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হইল, পরে কহিল,—

"কিছু জানি।"

"তবে আমার অনুরোধ, তোমার একটী গান শুনিব।"

"আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছি" বলিয়া মোতিয়া বেহাগ রাগিণীতে আরম্ভ করিল,—

"তবু প্রাণ না গেল,
নিরাশা-মেঘে হৃদয় ছাইল, আশার আলোক কোথায় লুকাল।
যেই ছবি খানি সোহাগ-চন্দনে, প্রেমফুল অনুরাগ-ধূপদানে,
হৃদয়-মন্দিরে পূজিনু যতনে, কেড়ে নিলে তায় জীবনে কি ফল,
অই দেখ হৃদয়-ফলকে, নিঠুর সে ছবি প্রেমের পুলকে
হাসিয়া উঠিছে পলকে পলকে, আমার যে সখি সকলি ফুরাল।'

সেই নীরব রাত্রিতে মোতিয়ার কণ্ঠধ্বনি গঙ্গার তরঙ্গে আঘাত করিয়া নীরব দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। সুলতান মহম্মদ মোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আশমান তুমি পুরুষ না রমণী?"

মোতিয়া উত্তর দিল,—

"কেন, কেন সাজাদা সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

"পুরুষের এরূপ কণ্ঠস্বর ত শুনি নাই ।"

"শিক্ষা করিলে পুরুষের কণ্ঠস্বরও কোমল হয় ।"

"কার কাছে তুমি শিক্ষা করিয়াছ আশমান ?"

"পিয়ারী বানু আমাকে কিছু কিছু শিখাইয়াছেন ।"

"এ গানটী কি তাঁহারই নিকট শিখিয়াছ ?"

"না সাজাদা, এটি সাজাদী আয়েসা আমাকে শিখাইয়াছেন ।"

"তিনি কি মাঝে মাঝে এই গান গাহিয়া থাকেন ?"

"তাঁহার মুখে প্রায়ই এই গানটী শুনিতে পাই ।"

"তবে কি এ গান আমাকে লক্ষ্য করিয়া গাওয়া হয় ?"

"আমি কি করিয়া বলিব সাজাদা ? আপনি ত যাইতেছেন, সাজাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন ।"

"তুমি কত দিন তাঁহাদের নিকট আছ ?"

"আমি বাল্যকাল হইতেই আছি ।"

"সেখানে আমার প্রসঙ্গ কিছু শুনিয়া থাক কি ?"

"সকলেরই নিকট আপনার কথা শুনি ।"

"কার কার নিকট শুনিয়াছ বল দেখি ?"

"সুলতান সুজার সকল পরিবারের নিকটই আপনার কথা শুনিয়া থাকি ।"

"সাজাদী আয়েসার নিকট ?"

তাঁহার মুখে না শুনিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি আপনারই জন্য আত্মহারা ।"

"কেমন করিয়া বুঝিলে ?"

"সাজাদী হইয়াও তিনি সর্ব্বদা আনমনা, যেন কি এক চিন্তায় তিনি সর্ব্বদা বিভোর, তাইতে সকলে বলে তিনি কেবল আপনাকেই ভাবিয়া থাকেন।"

"একথা কি সত্য ?"

"সাজাদার নিকট মিথ্যা বলিতেছি না।"

"তিনি আমার চিন্তা করেন কেন বলিতে পার ?"

"শুনিয়াছি ছোট বেলা হইতে আপনাদের বিয়ের কথা হইতেছে, কিন্তু তাহা ঘটে কি না, তাই তিনি সর্ব্বদা ভাবিয়া থাকেন।"

"না ঘটিবার কারণ কিছু কিছু শুনিয়াছ কি ?"

"কিছু কিছু শুনিয়াছি বটে।"

"কি শুনিয়াছ বল দেখি ?"

"আপনি কি আর একটি বিবাহ করিয়াছেন ?"

"করিয়াছি।"

"আরও কথা আছে।"

"কি সে কথা ?"

"আপনার পিতা নূতন বাদসাহের সহিত সুলতান সুজার বিবাদ চলিতেছে।"

"তাতে কি ?"

"তাতে বিবাহের বাধা হওয়ার সম্ভাবনা।"

"বটে, তুমি সমস্তই জান দেখিতেছি।"

"সর্ব্বদাই এই কথার আলোচনা হয়, কাজেই আমার শুনিতে বাকি নাই।"

"আচ্ছা, আয়েসা তোমাকে দিয়া পত্র পাঠাইলেন কেন?"

"আমার অল্প বয়স দেখিয়া সাজাদা গোস্তাকি মাপ করিবেন বলিয়া।"

"যদি আমি তাহা না করিতাম?"

"উত্তম, সাজাদীর কাজের জন্য যদি আমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইত, করিতাম।"

"তুমি তবে কষ্ট ভোগ স্বীকার করিয়াই গিয়াছিলে?"

"না সাজাদা, আমার মনে তাহা হয় নাই।"

"কেন হয় নাই?"

"আমি জানিতাম, আপনি সাজাদীর অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।"

"কেন পারিতাম না?"

"আপনারও যে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা আছে তাহা আমরা জানিতাম।"

"কিরূপে জানিতে?"

"আমরা আপনাদের উভয়ের অনেক কথাই জানি।"

"তাহা হইলেও আমি যখন তাঁহার পিতার সহিত লড়াই করিতে আসিয়াছি, তখন কিরূপে তাঁহার অনুরোধ রাখিতাম, তোমরা মনে করিয়াছিলে?"

"সাজাদা, উভয়ের মধ্যে প্রেম জন্মিলে জগতের কিছুতেই

তাহাকে বাধা দিতে পারে না। জগতে প্রেমেরই জয় হইয়া থাকে।”

“বা আশমান তুমি এ সব কথাও শিখিয়াছ দেখিতেছি, আমি তোমার কথায় প্রীত হইলাম। সত্য বলিয়াছ, জগতে প্রেমেরই জয় হয়।”

তাঁহাদের কথোপকথন শেষ হইতে না হইতে নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল। মোতিয়া মহম্মদকে কহিল,—

“সাজাদা, নৌকা তীরে লাগিয়াছে।”

মহম্মদ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করিলেন, মোতিয়াও সঙ্গে সঙ্গে নামিল। সেই খানে সুজার পুত্র বুলন্দ আক্তর কয়েক জন কর্ম্মচারিসহ মহম্মদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সুজা ও পিয়ারী বানু পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিতি করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বুলন্দ আক্তর অগ্রসর হইয়া মহম্মদকে অভিবাদন করিলেন, মহম্মদ তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। পরে সকলে মিলিয়া টাঁড়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। সাসুজা মহম্মদের আগমন শুনিয়া সানন্দে অগ্রসর হইলেন, এবং মহম্মদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

“তোমাকে যে আমাদের নিকটে দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না।”

মহম্মদ নীরবে জ্যেষ্ঠতাতের পদধূলি লইলেন। তার পর পিয়ারী বানুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, বানু বলিলেন,—

"যদি একবার আসিয়াছ ত আমাদের দশা দেখিয়া যাও।"

মহম্মদ কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে যাহা হউক, মহম্মদকে পাইয়া টাঁড়ার রাজ-প্রাসাদে কিন্তু আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল।

৬

আয়েসার সুরম্য প্রকোষ্ঠ আজ দীপমালায় ভূষিত। মর্ম্মর-মালায় খচিত ভূমিতলে দীপালোক পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। ভিত্তিসংলগ্ন চিত্রাবলি সে আলোকে হাসিয়া উঠিতেছিল। আতর-গোলাপে প্রকোষ্ঠ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব্ব কারু-কার্য্যযুক্ত গালিচার উপর পুষ্পমালা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারও গন্ধ আতর গোলাপের সুবাসের সহিত মিশিয়া প্রকোষ্ঠের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বর্ষার শীতল বায়ু প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শীতল করিয়া তুলিতেছিল ও তাহার সুবাস হরণ করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিতেছিল। তখন জ্যোৎস্না-লোকে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। দীপালোকের ভয়ে জ্যোৎস্না সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে নাই। চাঁদের জ্যোৎস্না গৃহে প্রবেশ না করিলেও, আয়েসার রূপ-জ্যোৎস্না কিন্তু দীপা-লোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। গালিচার উপর বসিয়া আয়েসা-সুন্দরী যেন কিছু চিন্তা করিতেছিলেন। আজ তিনি সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়াছেন। গলদেশে পুষ্পমালা বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। আয়েসাসুন্দরী চিন্তা করিতে-ছিলেন সত্য, কিন্তু এ চিন্তার কিছু নূতনত্ব ছিল। কারণ এ চিন্তা

তাঁহার মুখে কালিমাপাত করে নাই, বরঞ্চ প্রসন্নতায় মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া তুলিতেছিল। কেন আজ আয়েসার ভাবান্তর ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এত-দিন ধরিয়া তিনি হৃদয়ে যে সুখের চিত্র আঁকিয়াছিলেন, আজ আশার আলোকে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে আলোক যেন ফুটিয়া তাঁহার বদনমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার রূপ-জ্যোৎস্না তাহাতে ঢল ঢল করিতেছিল। মহম্মদের আগমনে আয়েসার হৃদয় যে দুরু দুরু করিতেছিল, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। আয়েসা প্রকোষ্ঠমধ্যে মহম্মদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইলে মহম্মদের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া আয়েসা কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে মোতিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—

"বড়ই উতলা হয়ে উঠেছ যে।"

"কিসে বুঝ্‌লি ?"

"তোমার ভাব দেখিয়া।"

"কেন, আমাকে ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিতেছিস্‌ নাকি ?"

"তুমি নিজে না করিলে তোমার মনপ্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ত বটে।"

"তুই মনপ্রাণের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিতেছিস্‌ নাকি ?"

"তোমার মনপ্রাণের মধ্যে ত অনেক দিন ঢুকিয়াছি, কাল সারারাত্তি যে তোমার হৃদয়েশ্বরের হৃদয়মধ্যে ঢুকিয়া ছিলাম।"

"তবে তাঁর হৃদয়টা অধিকার ক'রে বসেছিস্ নাকি ?"

"বালাই, তা ক'র্তে যাব কেন, আর তাতে স্থানই বা কৈ ?"

"অত বড় বিশাল হৃদয়ে একটুও স্থান পেলিনে ?"

"সমস্তই যে আয়েসার অধিকার। যদিও একটু আধটু পড়ে থাকে, তাহা বোধ হয় রিজিয়াসুন্দরী দখল ক'রে ব'সে আছে। কিন্তু দেখ্লাম সমস্তই আয়েসার অধিকার।"

"তুই কেমন করে বুঝ্লি ?"

"এই যে বল্লেম কাল সারারাত্তি তাতে ঢুকে ছিলেম।"

"সত্যি মোতিয়া, সব কথা ত তুই আমাকে বলিস্ নাই।"

"তোমার কি শোন্‌বার অবসর আছে ?"

"না ভাই বল !"

"এখনই তোমার মনচোরা এসে হাজির হবেন, তাঁর কাছে নয় শুনিও।"

"আগে ত তোর কাছে শুনি।"

"বেশী কিছু এখন ব'ল্ব না। তবে তোমার সাধের গানটি তাঁকে শুনায়ে দিয়েছি।"

"তুই গান গাহিয়াছিলি নাকি ?"

"সাজাদা গাইতে বল্লেন, কাজেই গাইতে হ'ল।"

"তবে ত তোকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ?"

"একেবারে পারেন নাই, তবে সন্দেহ করিয়াছিলেন।"

"ধন্য তোর সাহস যা হ'ক।"

"এ সাহস না থাক্‌লে কি তোমার মনচোরাকে বাঁধিয়া আনিতে পারিতাম। এখন আমাকে কি এনাম দিবে দাও।"

"এখন এই দিতেছি, পরে যা দিবার দিব।"

এই বলিয়া আয়েসা মোতিয়াকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। মোতিয়া বলিল,—

"এই এনামই যেন চিরদিন পাই, আর কিছুর প্রয়োজন নাই।"

তাহাদের এইরূপ কথোপকথনের সময় মহম্মদ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জনৈক পরিচারিকা তাঁহাকে প্রকোষ্ঠে পৌঁছিয়া দিল। মহম্মদ প্রথমে মোতিয়াকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—

"তুমিই কি আশমান?"

"আশমান আশমানে মিশিয়াছে, সাজাদা আমাকে সাজাদীর সহচরী মোতিয়া বলিয়া জানিবেন।"

"তুমি যখন আয়েসার সহচরী, তখন তোমার নিকট যে ঠকিব ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তুমি কি সুন্দর বালক বেশ ধরিয়াছিলে?"

"সে কেবল সাজাদীরই জন্য। সাজাদা, এখন আমি আসি, সময়ে সাক্ষাৎ করিব। এখন আর আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে চাহি না" এই বলিয়া মোতিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া গেল। মহম্মদ আয়েসার নিকট গিয়া গালিচার উপর বসিলেন, এবং তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"আয়েসা আমাকে ক্ষমা কর, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি।"

অশ্রুপূর্ণলোচনে আয়েসা কহিলেন,—

"যাঁহার পদস্পর্শে গৃহ পবিত্র হইল, আমরা ধন্য হইলাম, ছি, তাঁর মুখে ওকথা শোভা পায় না।"

"না আয়েসা, আমি সত্য কথাই বলিতেছি, আমি তোমার নিকট অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করিতেই হইবে।"

"কি অপরাধ করিয়াছ প্রাণাধিক!"

"তোমাকে মিছামিছি কষ্ট দিয়াছি।"

"আমি কষ্ট পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতিও ত আর মনে আসিতেছে না।"

"এমনি তোমার সরলতা বটে।"

"আবার যে তোমাকে দেখিতে পাইব তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।"

"কেন আয়েসা, আমি ত তোমাকে ভুলি নাই।"

"আগে সে কথা মনে হইত না, তবে এখন বুঝিতেছি তাহা সত্য।"

"ঘটনাচক্রে আমাকে দূরে থাকিতে হইয়াছিল।"

"সেই ঘটনাচক্রেই ত আমরা নিষ্পেষিত হইতেছি।"

"আয়েসা সে কথা তুলিয়া আর আমার মনে কষ্ট দেও কেন? দেখ, আমি তোমার জন্য সমস্তই ছাড়িয়া দিলাম। পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিলাম, ভারতসাম্রাজ্য পদাঘাতে দূরে

ফেলিলাম, তোমার অপার্থিব প্রেমের জন্য সমস্ত জগৎ পরিত্যাগ করিলাম। এমন কি, তোমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি বাদসাহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত। এখনও কি আমায় তুমি বিশ্বাস করিবে না?"

"ছি প্রাণাধিক, ওকথা বলিতে নাই। আমি কি তোমায় অবিশ্বাস করি? তা যদি করিতাম, তাহা হইলে মোতিয়াকে দিয়া পত্র পাঠাইতাম না। আমি ত লিখিয়াছিলাম, তুমি না আসিলে আমিই তোমার চরণতলে নিপতিত হইব।"

"তাহাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আয়েসার হৃদয়ে এখনও আমার স্থান আছে।

"আমার হৃদয়ে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।"

"এ হৃদয়েও তাই জানিবে।"

"তবে রিজিয়াসুন্দরীর কিছু অধিকার থাকিতে পারে।"

"অধিকার কিছুই নাই, তবে একটু সামান্য স্থানের জন্য সে দাবী করিয়া থাকে বটে।"

"অবশ্য তাঁহার দাবী অসঙ্গত নয়।"

"কিন্তু মোতিয়ার নিকট তোমার যে গান শুনিলাম, আমি তায় লক্ষ্য হইলে আমার প্রতি তোমার যার পর নাই অবিচার করা হইয়াছে।"

"নারীচিত্ত সততই দুর্ব্বল, তাই মাঝে মাঝে নানা আশঙ্কা উঠিত।"

"এখন বল, আর আমায় অবিশ্বাস করিবে না?"

"সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

"আমি তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব ?"

আয়েসা আপনার কণ্ঠ হইতে ফুলহার খুলিয়া মহম্মদের গলে পরাইয়া কহিলেন,—

"কেমন, এখন বিশ্বাস হইবে ত ?"

মহম্মদও নিজের পুষ্পহার আয়েসার গলায় দুলাইয়া বলিলেন,—

"হাঁ বিশ্বাস হইল।"

এই সময়ে মোতিয়া প্রকোষ্ঠের বাহির হইতে বলিয়া উঠিল,—

"আমি এই সময়ে কাজীর কাজটা করিব না কি ?"

মহম্মদ ও আয়েসা উভয়ে বলিয়া উঠিলেন,—

"কে মোতিয়া ? বাহিরে কেন ?"

"তবে কাজীর কাজটা করিতে হইল" বলিয়া মোতিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল, ও গালিচাস্থিত পুষ্পমালা লইয়া উভয়কে ভূষিত করিয়া দিল।

সেই রাত্রিতে মোতিয়া গিয়া পিয়ারী বানুকে সমস্ত কথা বলিল। পিয়ারী বানু সুজাকে সমস্ত জানাইয়া কহিলেন, "দেখ প্রেমের জয় হইল কি না ?" শুনিয়া সুজা বলিলেন, "পিয়ারী বানুর কথা কবে মিথ্যা হইয়াছে ?"

তাহার পর টাঁড়ায় মহাধূম পড়িয়া গেল। সমস্ত নগর বিবাহোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিল। গীতবাদ্যে চারিদিক্ মুখর হইতে লাগিল। নহবতের সুমধুর ধ্বনি মীরজুম্লার শিবিরে গিয়া

পৌঁছিল। সুজার পরিবার মধ্যে আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। ভবিষ্যতের কথা কেহ মনে না করিয়া বর্ত্তমান আনন্দস্রোতে সকলেই ভাসিতে লাগিল। যথানিয়মে মহম্মদ ও আয়েসার পরিণয়-ব্যাপার সংসাধিত হইয়া গেল। বহু দিন ধরিয়া সেই পরিণয়-ব্যাপার প্রেমের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

উপসংহার।

প্রেমের জয় হইল বটে, কিন্তু পরিণাম ভাল হইল না। মহম্মদের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু মহম্মদের রাজমহলপরিত্যাগের পর তাঁহারা মীর জুম্লার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেন। মহম্মদের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সৈন্য মধ্যেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। মীর জুম্লা সংবাদ পাইয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া যান, পরে রাজমহলে উপস্থিত হন ও মহম্মদের বিশৃঙ্খল সৈন্যদিগকে সমবেত করেন। শেষে গঙ্গা পার হইয়া টাঁড়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। যে সময় টাঁড়া বিবাহোৎসবে আনন্দময় এবং নবদম্পতি প্রণয়ের মধুর-স্বপ্নে বিভোর, সেই সময়ে উহার নিকট বাদসাহী সৈন্যের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রেমের স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া মহম্মদ যুদ্ধের জাগরণের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তিনি সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাদসাহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মীর-জুম্লার নিকট তাঁহাদিগকে পরাজিত হইতে হয়। পরে সুজা তাঁহাদিগকে লইয়া ঢাকাভিমুখে যাত্রা করেন। সুজার সহিত

মহম্মদের যোগদানের কথা শুনিয়া আরঙ্গজেব মহম্মদকে এক মিষ্ট ভৎর্সনাপূর্ণ পত্র লেখেন, এবং তাহাতে উল্লেখ করেন যে, ইহা বড়ই দুঃখের ও লজ্জার কথা যে, রমণীর বিভ্রম ও সৌন্দর্য্যে পিতৃভক্তিকেও জয় করিয়া ফেলিল। সেই পত্র সুজার হস্তগত হইলে সুজা আর মহম্মদকে বিশ্বাস করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি অনেক ধনরত্ন দিয়া আয়েসার সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। মহম্মদ অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিদায় গ্রহণ করিয়া নব-পরিণীতা প্রণয়িণীর সহিত ধীরে ধীরে মীর জুম্লার শিবিরে উপ-স্থিত হইলেন। মীর জুম্লা তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। বাদসাহ তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সেইখানে তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বাদসাহ তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দিয়া কিছু কাল নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন ও তাঁহার জন্য কিছু বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সুজা ও তাঁহার পরিবারবর্গের কিরূপ পরিণাম ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা ইতিহাসে দেখিয়া লইবেন।

এই গল্পের মূলভাগ Stewart's History of Bengal ও শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের অনূদিত রিয়াজুস সালাতীনে দ্রষ্টব্য।



আত্মদান।

দিল্লীদুর্গের বিশাল সমচতুরস্র প্রাঙ্গণে নানাপ্রকার ক্রীড়াশীল পশু সমবেত হইয়াছে। এক স্থানে কতকগুলি হস্তী মহাড়ম্বরে অবস্থিতি করিতেছে; অন্যস্থানে বৃহৎকায় শার্দ্দূল ও চিতাব্যাঘ্র পিঞ্জরমধ্য হইতে মুখব্যাদান করিয়া দর্শকমণ্ডলীর প্রতি খরদৃষ্টিতে চাহিতেছে; কোথাও কৃষ্ণসার ও অন্যান্য সুচিত্রিত মৃগ ত্রস্তভাবে আপনাদের আয়ত লোচন প্রসারের চেষ্টা করিতেছে। দর্শক-মণ্ডলী নিস্তব্ধভাবে এই সমস্ত বিচিত্রপশু নিরীক্ষণ করিতেছিল। কেহ বা হস্তীর আড়ম্বর দেখিয়া প্রীত হইতেছিল, কেহ বা অনিমিষ-নয়নে ব্যাঘ্রগণের বদনব্যাদান অবলোকন করিতেছিল; কেহ বা মৃগগণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। তাহারা কৌতূহল-সহকারে সেই সকল বিচিত্র পশু দেখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিল না, যেন আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল। কতক্ষণে তাহা অনুষ্ঠিত হইবে, তাহারই

জন্য তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। তাহারা প্রত্যহ ঐ সমস্ত পশু ও তাহাদের ক্রীড়া দেখিয়া থাকে, কিন্তু আজ যেন কি একটি নূতন ব্যাপার দেখিবে বলিয়া তাহারা ব্যাকুল হইতেছিল তাহার অনুষ্ঠানের বিলম্ব হওয়ার জন্যই তাহারা সেই সকল ক্রীড়াশীল পশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এবং সময়যাপনের জন্য তাহাদের বৈচিত্র্যে প্রীত হইতেছিল।

বেলা একপ্রহর অতীত হইয়াছে। ক্রমে রৌদ্রের উত্তাপ বাড়িতে লাগিল, তথাপি সকলে নীরবে সেই প্রাঙ্গণে অবস্থিতি করিতেছিল। যদিও তাহারা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে নকীব দুনিয়ার বাদসাহ আরঙ্গজেবের আগমন ঘোষণা করিলে সকলেই নিশ্চল পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ সুসজ্জিত বারাণ্ডায় সুন্দর মসনদ বিরাজ করিতেছিল, বাদসাহ আরঙ্গজেব তাহাতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নিকটস্থ আসনে সাজাদাগণ বসিলেন, পশ্চাতে দুই এক জন রক্ষী ও প্রধান প্রধান আমীর দাঁড়াইবার অধিকার পাইলেন। দর্শকমণ্ডলী বাদসাহের হুকুম শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। বাদসাহ প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, মুকুন্দদাস উপস্থিত হইয়াছে ?"

অমনি একজন ভীমকায় রাজপুত অগ্রসর হইয়া বাদসাহকে কুর্ণিশ করিয়া উত্তর দিলেন,—"জাঁহাপনা, বান্দা হাজির আছে।"

উত্তরদাতাই স্বয়ং মুকুন্দদাস। মুকুন্দদাসের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাদসাহ কহিলেন,—

"তোমার প্রতি বাদসাহের কি আদেশ, স্মরণ আছে ?"

"জাঁহাপনার আদেশ বান্দা শিরোধার্য্য করিয়াই রাখিয়াছে।"

"তবে তাহার জন্য প্রস্তুত হও। ব্যাঘ্ররক্ষক, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎকায় ব্যাঘ্রটির পিঞ্জর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে লইয়া আইস।"

আদেশপ্রাপ্তি মাত্র ব্যাঘ্ররক্ষক সেই সুবৃহৎ শার্দ্দূলের চক্রযুক্ত পিঞ্জর টানিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আনিয়া স্থাপন করিল। ব্যাঘ্রবর জৃম্ভণ করিয়া একবার একটু গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সম্মুখস্থ দর্শকমণ্ডলী ভয়ে পিছাইবার চেষ্টা করিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দর্শক-মণ্ডলীর গাত্রে নিপতিত হইল, পরক্ষণেই আবার সকলেই চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুকুন্দদাস ভূমিতলে আপনার তরবারি নিক্ষেপ করিয়া শিরস্ত্রাণ ও গাত্রবস্ত্র উন্মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও এই অবকাশে উক্ত ব্যাপারের একটু পরিচয় দিয়া রাখি।

মাড়বাররাজ যশোবন্ত সিংহ দিল্লীশ্বর সাজাহানের সেনাপতি ছিলেন, তাহার পর আরঙ্গজেবও তাঁহাকে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাঠোরবীর মুকুন্দদাস যশোবন্তের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, মুকুন্দদাসের সাহায্যে যশোবন্ত অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন। কূটবুদ্ধি আরঙ্গজেব যশোবন্তের গৌরব সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই মাড়বাররাজের গৌরবহ্রাসের জন্য তিনি মুকুন্দদাসের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার ইচ্ছায় নানা উপায়

উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কোনরূপ সুযোগ পাইতেন না। এব সময়ে মুকুন্দদাস কোন কারণে বাদসাহের নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, বাদসাহ নিজ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মুকুন্দদাসকে দণ্ড প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন, এবং তাঁহাকে নগ্নগাত্রে ও নিরস্ত্রবেশে কোন প্রচণ্ড ব্যাঘ্রের পিঞ্জরে প্রবেশ করিবার আদেশ দেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সেই ভীষণ শার্দ্দূলের উদর মধ্যে মুকুন্দ-দাসকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মুকুন্দদাস বাদসাহের আদেশ পালনে সম্মত হইলে, যশোবন্ত সিংহ তাঁহাকে লইয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হন। বাদসাহ প্রতিদিন বেলা একপ্রহর অতীত হইলে দুর্গের সমচতুরস্র প্রাঙ্গণে হস্তী ব্যাঘ্রাদির ক্রীড়া দেখিতেন। তথায় মুকুন্দদাসকে লইয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য যশোবন্ত সিংহের প্রতি আদেশ হয়। মুকুন্দদাসের পরিণাম দেখিবার জন্য সে দিবস অনেকে তথায় সমবেত হইয়াছিল ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতে-ছিল। তাহার পর বাদসাহ উপস্থিত হইয়া মুকুন্দদাসকে আদেশ পালন করিতে বলিলে তিনি তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হন।

গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া নিরস্ত্র মুকুন্দদাস পিঞ্জরের নিকট উপস্থিত হইলেন, পরে পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে অনিমিষনয়নে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল, কিন্তু নির্ভীক মুকুন্দদাস কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ব্যাঘ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শার্দ্দূল-রাজ সগর্ব্বে পিঞ্জরমধ্যে বিচরণ করিতেছিল, মুকুন্দদাসকে দেখিয়া

সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তেজস্বী মুকুন্দদাস তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"মিয়ার বাঘ, একবার যশোবন্তের বাঘের সম্মুখীন হও।"

এই কথা বলিয়া মুকুন্দদাস তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। ব্যাঘ্রবরও লাঙ্গূল আস্ফালন ও ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি উজ্জ্বল নয়ন নিক্ষেপ করিল। চারিটি জ্বলন্ত চক্ষুর মিলন হইবা মাত্র ব্যাঘ্র মুখ ফিরাইয়া মুকুন্দদাসের নিকট হইতে চলিয়া গেল। ব্যাঘ্রকে বিনিবৃত্ত দেখিয়া মুকুন্দদাস বলিয়া উঠিলেন,—

"বাঘ সাহস করিয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিল না। রণবিমুখ শত্রুকে আক্রমণ করা রাজপুতধর্ম্মের বিরুদ্ধ।"

এই কথা বলিয়া মুকুন্দদাস পিঞ্জর হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বাদসাহও বিস্মিত হইয়া বারাণ্ডা হইতে বলিয়া উঠিলেন,—

"ধন্য মুকুন্দদাস, তোমার সাহসকে ধন্য। অমি অদ্য হইতে তোমাকে নাহুর খাঁ * উপাধি প্রদান করিলাম। রক্ষি, তোষাখানা হইতে মুকুন্দদাসের উপযুক্ত খেলাত পাঠাইবার আদেশ জানাইয়া আইস।"

* নাহুর=ব্যাঘ্র ; নাহুর খাঁ ব্যাঘ্রপতি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে একজন রক্ষী ছুটিয়া গেল ও অল্পক্ষণ পরে মুকুন্দদাসের খেলাত আসিয়া উপস্থিত হইল, মুকুন্দদাস সসম্ভ্রমে তাহা গ্রহণ করিলেন। বাদসাহ পুনরায় মুকুন্দদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"রাঠোর, তোমার সাহসে যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই অসীম বাহুবলের অধিকারী হইবার জন্য কয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে ?"

মুকুন্দদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন,—

"জাঁহাপনা, আপনার আদেশে যখন আমরা স্ত্রীপরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আটকের দূর পশ্চিমে অবস্থিতি করিতেছি তখন কিরূপে পুত্রমুখ দেখিতে পাইব ?"

বাদসাহের প্রতি তেজস্বী মুকুন্দদাসের এইরূপ নির্ভীক উত্তর শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। বাদসাহ একটু ক্ষুব্ধ হইয়া মনে মনে বলিলেন, "রাঠোর তোমার এ গর্ব্ব শীঘ্রই খর্ব্ব হইবে।" তাহার পর বাদসাহ আদেশ দিলেন, "অদ্য আর কোন ক্রীড়ার প্রয়োজন নাই।" বাদসাহ তথা হইতে অপসৃত হইলে দর্শকমণ্ডলী স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। পশুরক্ষকেরা আপন আপন পশু লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইবার সময় যশোবন্ত সিংহ মুকুন্দদাসকে কহিলেন,—

"মুকুন্দ, আজ হইতে আমরা তোমায় নাহুর খাঁ বলিয়া আহ্বান করিব।"

মহারাজের যাহা অভিরুচি।"

"আজ তোমার দ্বারা মাড়বারের ও রাঠোরকুলের সম্ভ্রমরক্ষা হইল।"

"মাড়বাররাজের গৌরবরক্ষার জন্য প্রত্যেক রাঠোরই আত্মদানে প্রস্তুত।"

"সেই জন্যই ত রাঠোর-গৌরব দিল্লীশ্বরের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

"দিল্লীশ্বরের সে জ্বালা শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবে।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা গন্তব্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

২

নাহুর খাঁর অসীম বীরত্বের কথা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল, দিল্লী হইতে রাজস্থান পর্য্যন্ত সকল স্থানেই লোকে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল, পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্র কেবল তাঁহারই কথা। তাঁহার ব্যাঘ্রপিঞ্জরে প্রবেশের ব্যাপার পল্লবিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিল। কেহ বলিতে লাগিল, নাহুর খাঁ নখ দিয়া বাঘটার মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; কেহ বলিতে লাগিল, বাঘটার লেজ ধরিয়া এক আছাড় দিয়াছিল; কেহ বা বলিতে লাগিল, ব্যাঘ্রের চক্ষুমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তাহাকে পাতিত করিয়াছিল। এইরূপ নানা কথা নানা আকারে প্রচারিত হইতে লাগিল। কেবল তাঁহার ব্যাঘ্রপিঞ্জরে প্রবেশের কথা নহে, মুকুন্দদাসের অসীম বাহুবলের কথাও সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইতে লাগিল। যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণহস্তস্বরূপে তিনি

বাদসাহের বিপক্ষগণের সহিত যেরূপ রণক্রীড়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বত্র গীত হইতেছিল। তাঁহার এই অলৌকিক বীরত্বে স্বয়ং বাদসাহ যে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কেবল বাদসাহ নহে, সাজাদাগণ হইতে বাদসাহ-পরিবারের সকলেই এই পরাক্রমশালী রাঠোরবীরের বিক্রমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা নাহুর খাঁকে অমানুষিক কার্য্যের উপযোগী মনে করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহারা নাহুর খাঁর পরাক্রমলীলা দেখিয়া প্রীত হইতেন।

একদিন জ্যেষ্ঠ সাজাদা মোয়াজিম নাহুর খাঁকে তাঁহার মজলিসে আহ্বান করিয়া পাঠান। সেখানে তাঁহার অনেক পারিষদ উপস্থিত ছিল। পারিষদেরা সাজাদাকে অনুরোধ করিল যে, নাহুর খাঁর কোন নূতন ক্রীড়া দেখিতে হইবে। সাজাদা বলিলেন,—

"তোমরা নাহুর খাঁর কোন্ ক্রীড়া দেখিতে চাহ?"

প্রথম পারিষদ—"আর একবার বাঘের সহিত লড়াই দেখিলে মন্দ হয় না।"

দ্বিতীয়—"না হে না, সে ত একবার দেখাই গিয়াছে। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন তুকতাক আছে।"

সাজাদা—"তবে তোমার কি ইচ্ছা?"

দ্বিতীয়—"একবার হাতীর সঙ্গে লড়াই দেখ্‌বার ইচ্ছে হয়, না তারও প্রয়োজন নাই, তাতেও তুকতাক থাক্‌তে পারে।

তৃতীয়—"তবে যাক্ আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, খাঁর চেহারা দেখিয়াই আমরা খুসী হই।"

সাজাদা—"আচ্ছা আমি নিজেই একটা ফরমাইস করিতেছি।"

"সেই ভাল, সেই ভাল," বলিয়া পারিষদগণ সাজাদার কথায় সায় দিল।

সাজাদা—"নাহুর খাঁ, অনেক বিষয়ে আপনার পরাক্রমের পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু বহুদিন হইতে আপনার একটি ক্রীড়া দেখার ইচ্ছা আছে।"

নাহুর—"সাজাদার যেরূপ অভিরুচি হয়, প্রকাশ করিতে পারেন।"

"নানা বিষয়ে আপনার বলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহাতে ক্ষিপ্রহস্ততা ও বল উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কোন ক্রীড়া দেখাইলে সুখী হইব।"

"আপনার যাহা অভিপ্রায় হয় বলুন, আমার সাধ্য হইলে আমি এখনই তাহা সম্পাদন করিব।"

"শুনিয়াছি আপনাদের রাজপুতগণের অনেকে এক প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহাতে বল ও ক্ষিপ্রহস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।"

"আপনার জানা থাকিলে তাহারই আদেশ করিতে পারেন।"

"আপনি ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে যাইতে তাহার পিঠ হইতে গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে পারেন কি না?"

সাজাদার এইরূপ কথা শুনিয়া নাহুর খাঁ একটু বিরক্ত হইলেন, এবং নিজ স্বভাবসুলভ তেজোব্যঞ্জকস্বরে উত্তর দিলেন,—

"সাজাদা, আমি বানর নহি, রাজপুত; রাজপুতের সমস্ত ক্রীড়া অসির সাহায্যেই হইয়া থাকে, উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলে তাহার সহিত তরবারির খেলা দেখাইতে পারি।"

নাহুরের গর্ব্বিতবচন শুনিয়া সাজাদা একটু লজ্জিত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যার পর নাই ক্ষুব্ধও হইলেন। তিনি সে ভাব লুকায়িত রাখিয়া নাহুরকে বলিলেন,—

"আচ্ছা, আপনি যাইতে পারেন, আপাততঃ আপনার কোন ক্রীড়া দেখিবার প্রয়োজন নাই।"

"সাজাদার যেরূপ মর্জ্জি," এই বলিয়া নাহুর খাঁ সাজাদাকে কুর্ণিশ করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। পারিষদেরা বলিয়া উঠিল,—

"লোকটা বড়ই দাম্ভিক ত।"

"ঐ দম্ভ চূর্ণ করার উপায় শীঘ্রই করিতেছি" বলিয়া সাজাদা মজলিস হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, পারিষদেরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিস্ক্রান্ত হইল।

সে দিন যশোবন্ত সিংহ আসিয়া নাহুর খাঁকে বলিলেন,—

"তুমি কি আবার বাদসাহকে রাগাইয়াছ?"

"বাদসাহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, তবে বড় সাজাদা একটু বিরক্ত হইতে পারেন," বলিয়া নাহুর খাঁ

যশোবন্তের নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। যশোবন্ত বলিলেন,—

"তাহারই জন্য বাদসাহ তোমার প্রতি এক কঠোর আদেশ দিয়াছেন।"

নাহুর খাঁ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"এবার সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিতে হইবে নাকি?"

"সত্য সত্যই এবার সিংহের গহ্বরেই যাইতে হইবে। তবে পশুসিংহ নহে, মানুষসিংহ। তোমার প্রতি শিরোহীরাজকে বন্দী করিয়া আনিবার ভার হইয়াছে।"

রাজপুতানার শিরোহীরাজ্যের অধিপতি শূরতান বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই বলিয়া, বাদসাহ তাঁহার দমনের জন্য অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

"তাহার জন্য চিন্তা কি? রাঠোর সর্দ্দার যমকেও ভয় করে না।"

"আদেশ আমার প্রতি, কিন্তু তোমাকেই তাহা সম্পাদন করিতে হইবে।"

"মাড়বাররাজের গৌরবরক্ষার জন্য রাঠোরগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নহে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি শিরোহীরাজকে বন্দী করিয়া আপনার চরণতলে হাজির করিতেছি। আপনি সমস্ত রাঠোরসৈন্যের প্রতি রণসজ্জার আদেশ দিন্।"

নাহুর খাঁর সাহায্যের জন্য সমস্ত রাঠোরসৈন্য সজ্জিত হইল।

সেই দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অজেয় মুকুন্দদাস শিরোহীরাজ শূরতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

৩

গভীর রাত্রি, চারিদিক্ নিস্তব্ধ, সমস্ত বিশ্ব যেন সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতেছে। সেই প্রগাঢ় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নৈশ পবন থাকিয়া থাকিয়া শর শর শব্দে বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে; দূরবনে দুই একটি ঝিল্লী অস্ফুট আরাবে মধুরতা ঢালিয়া দিতেছে; দুই চারিটি শৃগাল মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে ও এদিক ওদিক করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে; হিংস্রশ্বাপদগণও আহারান্বেষণে বিচরণ করিতেছে। এমন সময়ে শিরোহীরাজ্যের দুর্গম গিরিশিখরস্থ দুর্গের প্রাচীরশিরে দাঁড়াইয়া একজন প্রহরী মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিল। দুর্গমধ্যে তাহার প্রভু শিরোহীরাজ শূরতান নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিলেন। রাঠোরসৈন্যের রণসজ্জা শুনিয়া শিরোহীরাজ নিজ প্রসিদ্ধ দুর্গ অচলগড় হইতে আপনার দেবরসৈন্যগণকে লইয়া এই দুর্গম স্থানে উপস্থিত হন; তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, নাহুর খাঁ সহসা এই গহন-অরণ্যসঙ্কুল গিরিদুর্গে উপস্থিত হইতে সাহসী হইবে না।

প্রহরী প্রাচীরে পাদচারণা করিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিল সহসা এক খানি শানিত তরবারির আঘাতে ছিন্নমুণ্ড হইয়া সে ভূতলে নিপতিত হইল। যাহার তরবারির আঘাতে সে নিহত হইল, সে আর কেহ নহে স্বয়ং নাহুর খাঁ।

নাহুর খাঁ অচলগড়ে উপস্থিত হইয়া, তথায় শূরতানের কোনরূপ সংবাদ না পাওয়ায় এই গিরিদুর্গের অনুসরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন, এবং শিরোহীরাজের গতিবিধি জানিতে পারিয়া রাত্রিযোগে দুর্গ-প্রাচীরে আরোহণ করিয়া প্রথমেই প্রহরীর প্রাণসংহার করেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার সৈন্যগণের অনেকে প্রাচীরে উঠিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে ও দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ফেলে। যে গৃহে শূরতান নিদ্রাসম্ভোগ করিতেছিলেন, নাহুর খাঁ তথায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন। মস্তকে বিশাল উষ্ণীষ বদ্ধ করিয়া দেবররাজ নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছিলেন; তাঁহার বিশাল ললাটে কোন প্রকার চিন্তার রেখা অঙ্কিত ছিল না; নিদ্রাদেবী তাঁহার কল্যাণচ্ছায়ায় শিরোহীপতিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অসমসাহস নাহুর খাঁ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে শূরতানের উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে শয্যাসমেত বাঁধিয়া ফেলিলেন। শূরতান সুপ্তোত্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি আমায় বাঁধিতে চাহিতেছ ?"

"চাহি নাই, বাঁধিয়া ফেলিয়াছি।"

"তুমি কি নাহুর খাঁ ?"

"দেবররাজের অনুমান প্রকৃত।"

শূরতান দ্বিরুক্তি না করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন, তাঁহার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে লাগিল; লজ্জায়, ক্ষোভে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাহুর খাঁর অসমসাহস

দেখিয়া বিস্মিতও হইলেন। নাহুর খাঁ তাঁহাকে স্বীয় রাঠোর সেনাগণের হস্তে অর্পণ করিলেন।

শূরতানকে সৈন্যগণের হস্তে প্রদান করিয়া নাহুর নাকারাধ্বনি করিলেন; মেঘগম্ভীর-নির্ঘোষে নিনাদিত হইয়া তাহা নীরব গিরিশিখর প্রতিধ্বনিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে দেবরসৈন্যগণ জাগরিত হইল। অবিলম্বে তাহারা আপনাদের প্রভুর বিপদ জানিতে পারিয়া তাহার উদ্ধারে সচেষ্ট হইল। নির্ভীক মুকুন্দদাস তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"দেবরসৈন্যগণ, তোমরা এক পদও অগ্রসর হইও না। হইলে, তোমাদের প্রভুর মৃত্যু অনিবার্য্য জানিবে। তোমরা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ যে, তাঁহার জীবন মৃত্যু আমারই হস্তে নির্ভর করিয়াছে। যদি তোমরা আমার কথা শুন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি তোমাদের প্রভুর অঙ্গে কণ্টকমাত্রও বিদ্ধ হইবে না। যদি তোমরা ইহার অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে জানিও তোমাদের প্রভু এই মুহূর্ত্তেই জীবন হারাইবেন। আমি একবারমাত্র তাঁহাকে আমার প্রভুর নিকট লইয়া যাইব। আমি কিরূপ নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাই তাহাই দেখাইবার জন্য তোমাদিগকে জাগরিত করিয়াছি।"

নির্ভীক মুকুন্দদাসের এই তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরসৈন্যগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহারা আর একপদও অগ্রসর হইল না। নাহুর খাঁ নিশ্চিন্ত মনে শূরতানকে লইয়া যশোবন্ত সিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন।

যশোবন্ত সিংহ দেবররাজের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শূরতানও যারপর নাই প্রীত হইলেন। যশোবন্ত সিংহ শিরোহীরাজকে বলিলেন,—

"আপনাকে একবার বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে।"

"আমার তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু দেবররাজের সম্মান অবশ্যই রাঠোররাজ রক্ষা করিবেন।"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হউন, রাজপুত অগ্রেই রাজপুতের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে।"

রাজা যশোবন্ত সিংহ শূরতানকে দরবারে লইয়া যাইবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণের প্রতি ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা শিরোহীরাজকে দরবারে লইয়া যাইবার সময় বলিলেন,—

"দেখিবেন, বাদসাহকে অভিবাদন করিতে ভুলিবেন না, তাঁহাকে অভিবাদন না করিয়া কেহ যাইতে পারে না।"

এই কথায় তেজস্বী শূরতানের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি সাহসসহকারে বলিলেন,—

"আমার জীবন রাজার হাতে বটে, কিন্তু আমার সম্মান আমারই নিকটে, আমি কখনও কোন মর্ত্ত্য মানবের নিকট মস্তক অবনত করি নাই, এ জীবনে কখন করিবও না।"

দেবররাজের তেজোব্যঞ্জক উত্তরে কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। এদিকে তাঁহারা যশোবন্ত সিংহের অনুরোধে শূরতানের সম্মানরক্ষার জন্য ব্যগ্র ছিলেন বটে, কিন্তু আবার

বাদসাহের নিকট মস্তক অবনত না করিলে কাহারও নিস্তার নাই, তাহা ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা কৌশলে তাহা সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, ও শূরতানকে লইয়া দরবার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

৪

রূপৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ, হীরামণিমাণিক্যখচিত ময়ূরাসনে সাহানসাহ আরঙ্গজেব বাদসাহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আসনের মস্তকোপরি মীনাকার্য্যভূষিত রাজছত্রও বহুমূল্য-প্রস্তর-খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে। উষ্ণীষমধ্যস্থ হীরকখণ্ড হইতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণলহরীর ন্যায় দ্যুতিমালা বিনির্গত হইয়া দরবারগৃহে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সুচিক্কণ পরিচ্ছদ তাহার আলোকে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। সম্মুখে আমীর ওমরাগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের উজ্জ্বল পরিচ্ছদে উজ্জ্বল প্রস্তরখচিত চেহেলসেতুনের * উজ্জ্বলতা আরও বর্দ্ধিত হইতেছিল। রাজদূতগণ, রাজপ্রতিনিধিসমূহ, সেনাপতিবৃন্দ, সামন্তরাজবর্গ ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিনিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়া দরবারগৃহ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল, এবং মোগলসাম্রাজ্যের গৌরবভিত্তিস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া দুনিয়ার বাদসাহ আরঙ্গজেবের পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে বাদসাহ চেহেলসেতুনে উপস্থিত

* চত্বারিংশ স্তম্ভযুক্ত দরবার-গৃহ।

হইয়া দরবারে বসিতেন, এইখানে আমীর ওমরা ও অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, ও উপযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি খেলাত প্রদত্ত হইত। অদ্যও তাহার কতক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, সামান্য মাত্রই অবশিষ্ট আছে। আজ এই দরবারে শিরোহীরাজ শূরতানের উপস্থিত হওয়ার কথা। সকলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সচরাচর রাজকুমারগণ যে পথ দিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়া থাকেন, সকলে সেই পথের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে দিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু একটি সঙ্কীর্ণ বাতায়ন-পথে একজন তেজস্বী রাজপুতের মুখমণ্ডল প্রতিভাত হইল, এই সাহসী পুরুষই শিরোহীরাজ শূরতান। এই সঙ্কীর্ণ বাতা-য়নটি ভূমিতল হইতে জানু পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে। তাহাতে প্রবেশ করিতে হইলে আগে পা বাড়াইয়া মস্তক অবনত না করিলে অগ্র-সর হওয়া যায় না। শিরোহীরাজকে তাহাই করিতে হইল। তাঁহার উচ্চ মস্তক সঙ্কীর্ণ বাতায়ন দিয়া অগ্রসর হইতে অবনত হইল। কি কারণে শিরোহীরাজ এই পথ দিয়া দরবারগৃহে প্রবেশ করিলেন, আমরা এক্ষণে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শিরোহীরাজ বাদসাহের নিকট মস্তক অবনত করিতে অস্বীকৃত হন। বাদসাহদরবারে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, ময়ূরাসন হইতে চল্লিশ হস্ত দূরে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য নবাগত ব্যক্তিকে অবস্থিতি করিতে হইত, এবং চোপদার তাহাকে অবনতমস্তক হইয়া তিন বার হস্ত দ্বারা

ভূমি স্পর্শ করিয়া ললাট স্পর্শ করার আদেশ দিত। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে চোপদার অমুক দুনিয়ার বাদসাহকে সেলাম করিতেছে বলিয়া ঘোষণা করিত। ময়ূরাসনের নিকটও ঐরূপ অনুষ্ঠান হইত। শূরতান এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অস্বীকৃত হইলে কর্ম্মচারিগণ তাহা কৌশলে সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির করেন। সেই জন্য সচরাচর যে পথ দিয়া রাজপুত্রগণ দরবারগৃহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সে পথ দিয়া তাঁহারা তাঁহাকে না লইয়া গিয়া উক্ত সঙ্কীর্ণ বাতায়ন দিয়া দরবারে উপস্থাপিত করেন। শিরোহীরাজ এ কৌশল বুঝিতে পারেন নাই, তিনি পথের সঙ্কীর্ণতার জন্য মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, বাদসাহ কিন্তু তাহাকেই প্রকৃত অভিবাদন বলিয়া বুঝিলেন। শিরোহীরাজ দরবারগৃহে উপস্থিত হইলে বাদসাহ তাঁহার তেজঃপূর্ণ কলেবর দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"শিরোহীরাজ, আপনার আগমনে আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

শূরতান উত্তর করিলেন,—

"বাদসাহের কথায় আমিও তৃপ্ত হইলাম।"

"আপনার বীরোচিত ব্যবহার ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য কঠোর উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।"

"বাদসাহ, ইহাই রাজপুতের একমাত্র ধর্ম্ম।"

"অবশ্য দিল্লীর বাদসাহ ইহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন।"

"রাজপুতের কোন্ কথা দিল্লীশ্বরের অজ্ঞাত ?"

"সে যাহা হউক, বাদসাহদরবারে উপস্থিতির জন্য আমি আপনাকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি।"

"পুরস্কার? কি পুরস্কার দিল্লীশ্বরের অভিপ্রায়?"

"আমি আপনাকে কিছু জায়গীর দিবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

শিরোহীরাজ বুঝিলেন যে, বাদসাহ তাঁহাকে তাঁহার অধীন সামন্তরাজগণের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি আপনার স্বভাবসুলভ তেজস্বিতাসহকারে উত্তর দিলেন,—

"বাদসাহ, আমার অচলগড়ের সমান আপনি আর কি ভূমি বা রত্ন দান করিবেন? আমি আর কিছু চাহি না, কেবল আমাকে নির্ব্বিঘ্নে আমার রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে দিউন।"

নির্ভীক শিরোহীরাজের তেজোময় বাক্য শুনিয়া বাদসাহ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত সরলপ্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই অনুরোধ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি শিরোহী-রাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

'আচ্ছা, আপনার অনুরোধই রক্ষিত হইবে। আপনি নির্ব্বিঘ্নে অচলগড়ে ফিরিয়া যাইতে পারেন, কেহ আপনার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে না।"

"বাদসাহের উদারতায় যারপরনাই সন্তুস্ট হইলাম; ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

"শিরোহীরাজ, বাদসাহের একটি অনুরোধ বোধ হয় আপনি রক্ষা করিবেন।"

"সাধ্যায়ত্ত হইলে নিশ্চয়ই রক্ষিত হইবে।"

"দিল্লীর বাদসাহকে বন্ধু বলিয়া মনে রাখিতে বোধ হয় শিরোহীরাজ বিস্মৃত হইবেন না।"

"রাজপুতের নিকট বাদসাহের এ অনুরোধ বাহুল্য মাত্র।"

বাদসাহ অতঃপর দরবার ভঙ্গ করিয়া উঠিলেন। আমীর ওমরা ও অন্যান্য সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইল। শিরোহী-রাজ যশোবন্ত সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অচলগড় অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সে দিন বাদসাহ-দরবারে তিনি যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা তাহা ভোগ করিতেছেন। শিরোহীরাজকে বাদসাহদরবারে উপস্থাপিত করার জন্য নাহুর খাঁর গৌরব দেশমধ্যে আরও বিস্তৃত হইল।

৫

মাড়বারের রাজস্ব-সচিবের নিভৃত নিকেতনের কোন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া একটি সুন্দরী যুবতী এক মনে কি চিন্তা করিতে-ছিলেন। যৌবনের সুচারু বিকাশে তাঁহার সৌন্দর্য্য সদ্যপ্রস্ফু-টিত কুসুমশোভার ন্যায় মাধুরী বিলাইতেছিল, আরক্ত গণ্ডোপরি কুঞ্চিত কেশদাম পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিতেছিল। সেই সর্ব্বাবয়বসম্পন্না যৌবনপরিপুষ্ট দেহভারকে বহন করিতে না পারিয়া ভূমিশয্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছিল। সহসা আর একটি রমণী তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কহিল—

"একি, মাটিতে শুয়ে কেন?"

"মাতা বসুন্ধরার কোলই ত আমাদের একমাত্র আশ্রয়।"

"ছি, এ কথা তোমার মুখে শোভা পায়না।"

"কেন, আমার মুখে শোভা না পাবার কারণ ?"

"যে রাজরাণীর মত রূপ নিয়ে জন্মেছে, মাতা বসুন্ধরা তাকে কোল দিতে যাবেন কেন ?"

"যিনি যত বড় রূপবতীই হন, এক দিন এই ধূসর কোলে সকলকেই আশ্রয় নিতে হবে। আর আমাদের রূপই বা কি ? যে তার এত বড়াই ?"

"ও কথা ব'লোনা, এই রকম রূপই ত রাজরাণীর যোগ্য।"

"তুমি বারবার রাজরাণী কথাটা ব'ল্‌ছ কেন বল দেখি ? তোমার কথাটা ঠিক সোজা ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

দ্বিতীয়া রমণী একটু হাস্য করিয়া বলিল,—"রাজরাণী কথাটা কি মিষ্ট বোধ হয় না ?"

"মিষ্ট ত বটেই, তবে তোমার মুখ হ'তে বারবার তার এত প্রচার কেন বল দেখি ?"

"আচ্ছা ব'ল্‌ছি, মনে কর, যদি কেউ তোমাকে রাজরাণী ক'র্‌তে চায়, তাহ'লে তোমার কি অনিচ্ছা হয় ?"

"অসম্ভব, রাজপুতানায় রাজপুতের মেয়ে ছাড়া আর কে রাজরাণী হ'তে পারে ? আমরা ত রাজপুত নই ?"

"রাজপুতেরা কি অন্য শ্রেণীর মেয়েকে রাণী ক'র্‌তে পারে না ?"

"কখনই নয়।"

"তবে আর কি ব'ল্‌ব। কিন্তু যদি কেউ সত্য সত্যই করে ?"

"তুমি এখন বাঁকা কথা রেখে সোজা কথা বল, বাস্তবিক তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"স্থির হও, সমস্তই ব'ল্‌ছি, উতোলা হ'য়ো না। আগে দেখি বাহিরে কেউ আছে কি না?" এই বলিয়া দ্বিতীয়া রমণী প্রকোষ্ঠ হইতে একবার বাহিরে গেল ও নিকটে কেহ আছে কি না তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। আমরা এই খানে ইহাদের একটু পরিচয় দিয়া রাখি।

প্রথমা রমণী মাড়বারের রাজস্বসচিবের কন্যা। রাজস্বসচিব রাজপুত নহেন, কিন্তু জাতিতে ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের কন্যাগণের কিছু অধিক বয়সে বিবাহ হয়। যদিও পিতামাতা পাত্র স্থির করিয়া থাকেন, তথাপি কন্যাগণের ইচ্ছার উপর অনেক সময়ে বিবাহ নির্ভর করিয়া থাকে। সচিবের কন্যা যুবতী হইয়াও অদ্যাপি পরিণীতা হন নাই। দ্বিতীয়া রমণী তাঁহার প্রতিবেশিনী, সে বিবাহের পাত্র পাত্রী স্থির করিয়া বেড়ায়, এবং অনেক সময়ে প্রণয়ি-প্রণয়িণীর দৌত্যকার্য্যও করিয়া থাকে। সে সচিবকন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া দিবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিত, এবং মধ্যে মধ্যে কোন কোন পাত্রের সংবাদও আনিত। অদ্য সে যে সংবাদ আনিয়াছে, আমরা পূর্ব্বেই তাহার কিছু আভাস প্রদান করিতেছি।

দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যবিস্তৃতির জন্য বহুদেশে সমর-ক্রীড়ার অভিনয় করিয়া মাড়বাররাজ যশোবন্ত সিংহ কিছুদিন বিশ্রামলাভের আশায় যোধপুরে সমাগত হইয়াছেন। তিনি

নানারূপ আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিতেছিলেন। কোন স্থির কার্য্য না থাকায় মানুষের মন যেরূপ উদ্দাম হইয়া উঠে, যশোবন্তের চিত্তেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। রাঠোররাজগণ বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস করিয়া আপনাদের চরিত্র গঠন করিতেন। যশোবন্ত সিংহও চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। একদিন তিনি রাজপ্রাসাদে সচিবকন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান, এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। যদিও তিনি জানিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে বিবাহের উপায় ছিল না, তথাপি একবার গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তাহার পর তিনি সচিবকন্যার প্রতিবেশিনীকে হস্তগত করিয়া একবার সচিবকন্যার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান, এবং 'দেবীবাউড়ী' সেই সাক্ষাতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রতিবেশিনী সেই প্রস্তাব লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে।

সে প্রকোষ্ঠের বাহিরে গিয়া ভাল করিয়া সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আবার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল ও সচিবকন্যাকে বলিতে লাগিল,—

"তুমি কি এর মধ্যে কোন দিন রাজবাড়ীতে গিয়েছিলে ?"

"হাঁ, আজ কদিন হল একবার রাণীদিগকে দে'খ্‌তে গিয়েছিলেম ?"

"রাজার সহিত দেখা হয়েছিল কি ?"

"রাজাকে একবার দেখেছিলেম বটে।"

"রাজাও তোমাকে দেখেছিলেন ?"

"হ'তে পারে।"

"তাতেই ত বিভ্রাট ঘটেছে।"

"কি ব্যাপার খুলে বল দেখি।"

"সে দিন তোমাকে দেখে অবধি রাজা পাগলের মত হয়েছেন।"

"তার পর।"

"তার পর যে কি, আমিও ত ভেবে ঠিক ক'র্‌তে পার্‌ছিনে।

"তবে এখানেই যবনিকাপতন হ'লেই ভাল হয়।"

"যবনিকাপাতের এখনও একটু বিলম্ব আছে ?"

"কি জন্য বিলম্ব ?"

"সত্য সত্যই কি তোমাদের বিয়ে হয় না।"

"অসম্ভব।"

"আচ্ছা, রাজা তোমাকে যদি সে কালের রাজাদের মত গন্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন।"

"তাও কি কখন হয় ?"

"কেন তাতে বাধা কি ?"

"তাতে বাবা সম্মতি দিবেন কেন ? তুমি এত কথা ব'ল্‌ছো কেন ?"

"এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ? রাজা আমাকে দিয়ে তোমার নিকট প্রস্তাব করেছেন যে, এ সব কথার জন্য একবার তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চান।"

"কি সর্ব্বনাশ, তা কেমন ক'রে হবে ?"

"ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, দেবীবাউড়ীর নিকট নির্জ্জন স্থানে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে, এতে তোমার আপত্তি কি ?"

"আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

"রাজরাণী হ'তে গেলে অত ভয় ক'ল্লে চলে না। তুমি মন স্থির কর, আমি দিন স্থির করে তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

এই বলিয়া দ্বিতীয়া রমণী তথা হইতে চলিয়া গেল। সচিব-নন্দিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "সত্য সত্যই যদি মাড়বাররাজ আমাকে রাণী করিতে চাহেন, তাহাতে আমার আপত্তি কি ? রাণী হইতে পারিব কি না, তাহা তিনিই বুঝিবেন। করিতে পারেন, ভালই, না করিতে পারেন, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। তিনি একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন, ভাল তাঁহাকে দেখাই দিব। আশার আলো নিভাইয়া ভবিষ্যৎ আঁধার করিব কেন ?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সচিবনন্দিনী প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন।

৬

অন্ধকাররাত্রি, আঁধারের ছায়া দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে, দেবীবাউড়ীর জলাশয়বক্ষেও আঁধার ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, কেবল তারকারাজির ক্ষীণ রশ্মি, তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার গাঢ়তাকে একটু শিথিল করিতেছিল। এই সময়ে দেবীবাউড়ীর

তীরে সুচারু পরিচ্ছদে ভূষিত একজন বলিষ্ঠ পুরুষ পাদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে কিছু দূরে কয়েকজন লোক নীরবে অবস্থিতি করিতেছিল। উক্ত বলিষ্ঠ পুরুষটি মাড়বাররাজ যশোবন্ত সিংহ এবং লোক কয়েকজন তাঁহার অনুচর। যশোবন্ত সচিবনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অদ্য এই অন্ধকারময়ী রাত্রিতে দেবীবাউড়ীতে আগমন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অপেক্ষায় পাদচারণ করিতেছিলেন। পাদচারণ করিতে করিতে যশোবন্ত সিংহ মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "উহাদের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিতেছি। ভাল, সচিবনন্দিনীকে সত্য সত্যই কি রাণী করিতে পারিব না? নাই হইল সে রাজপুতনী, রাজপুতনী না হইলে কি রাণী হইতে পারে না? যার অত রূপ, সে রাজপুতনী না হইলেও রাণী হইবার যোগ্য, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই রাণী করিব। কিন্তু সকলে যদি বাধা দেয়, তাহা হইলে উপায়? ভাল, রাণী না হইলে প্রণয়িনী হওয়ায় বাধা কি? সচিবনন্দিনী কি তাহাতে সম্মত হইবে না? মাড়বাররাজের প্রণয়িনী হইতে কোন্ রমণীর অনিচ্ছা হইতে পারে? যেরূপে হউক, আমি তাহাকে হৃদয়েশ্বরী করিবই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মাড়বাররাজ দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন, এবং সহসা শিহরিয়া উঠিয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"এ কি ছায়া, না মূর্ত্তি! এই ত দেবীবাউড়ী, এই খানেই ত ভিলারের সেই আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায় শুনিয়াছি। তাহার অভিশাপে প্রপিতামহ উদয় সিংহ জীবন

হারাইয়াছেন, সমস্ত রাঠোর বংশের প্রতিও সে অভিশাপ দিয়াছে। এ কি! মূর্ত্তি যে ক্রমেই বিকট আকার ধরিতেছে! অসহ্য অসহ্য," তার পর তিনি উচ্চৈঃস্বরে "কে আছ আমায় রক্ষা কর" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজানুচরেরা দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইল, এবং রাজাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া দেবীবাউড়ীর জলদ্বারা মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিল, কিন্তু সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে পারিল না, অগত্যা সেই অবস্থায় তাঁহাকে যোধপুরে লইয়া চলিল।

যোধপুরে আসিয়া সকলে সে রাত্রিতে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। সকলে স্থির করিলেন যে, ভিলারের আর্য্যাপন্থী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মাই রাজাকে ভর করিয়াছে, এবং সচিবকন্যার সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনি যে দেবীবাউড়ীতে গিয়াছিলেন তাহাও জানিতে কাহারও বিলম্ব ঘটিল না। তৎপরদিবস সকলের পরামর্শক্রমে একজন ওঝাকে আনয়ন করা হইল। তথায় রাজ্যের প্রধান প্রধান সকল লোকই সমবেত হইলেন, নাহুর খাঁ তাঁহাদের অন্যতম। ওঝা রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিল যে, রাজার উপর প্রেতাত্মাই ভর করিয়াছে। তখন তাঁহাকে ঝাড়াইবার ব্যবস্থা হইল। রাজা যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, ওঝা তথায় মন্ত্রপূত করিয়া সর্ষপ ছিটাইয়া দিল, তাহাতে রাজা উঠিয়া বসিলেন, পরে সে আরও কতকগুলি উপকরণ লইয়া একটি আসন স্থাপন করিল, এবং তথায় রোগীকে আনিবার জন্য অনেক প্রকার ক্রিয়া করিতে লাগিল, রোগী অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তথায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরে

ওঝা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ও রোগী উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

"তোমার নাম কি?"

"বটুকজী।"

"বাড়ী কোথায়?"

"ভিলার।"

"থাক কোথায়?"

"দেবী বাউড়ী।"

"রাজাকে ধরিলে কেন?"

"রাজা সচিবনন্দিনীকে প্রণয়িনী করিতে চাহিয়া ছিল।"

"তাহাতে তোমার কি?"

"আমার অভিশাপ আছে যে, যে রাঠোররাজ অসংযত হইবে, আমি তাহাকে আশ্রয় করিব। উদয় সিংহের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, যে তাহার মত হইবে, তাহারও সেই দশা হইবে।"

"এখন রাজাকে ছাড়িয়া দিবে কি না?"

"দিতে পারি।"

"কি হইলে দিতে পার?"

"রাজার সমকক্ষ যদি কোন সর্দ্দার আত্মদান করিতে পারে, তাহা হইলে আমি ছাড়িতে পারি।"

সমবেত জনমণ্ডলী তথায় নীরবে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের নীরবতা আরও বর্দ্ধিত হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নাহুর খাঁ উত্তর করিলেন,—

"রাজার জন্য আমি আত্মদানে প্রস্তুত, আইস প্রেত আমার প্রাণ লইয়া রাজাকে ছাড়িয়া দেও।"

নাহুর খাঁ এই কথা বলিবামাত্র ওঝা মন্ত্রবলে প্রেতকে একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে পুরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিল, এবং সেই পাত্রটিকে তিনবার রাজার মস্তকের উপর ঘুরাইয়া আবার তাহার মুখ খুলিয়া নাহুর খাঁকে তাহার জল পান করিতে দিল। নাহুর খাঁ অম্লানবদনে সেই জল পান করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজা যশোবন্তের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, এবং তাঁহার মনোবিকারও দূর হইল। রাজাকে রোগমুক্ত দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা নাহুর খাঁই অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় হইতে যেন তাঁহার বিকার উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। সকলে বুঝিল যে, ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা যশোবন্তকে পরিত্যাগ করিয়া নাহুর খাঁকে অবলম্বন করিয়াছে। নাহুর খাঁর এইরূপ আত্মদানে সকলে চমৎকৃত হইল। রাজা যশোবন্তের মুক্তিলাভে যেমন সকলে আনন্দিত হইয়া উঠিল, তেমনই নাহুর খাঁর আত্মদান দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

৭

সে দিন হইতে নাহুর খাঁর যে চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি মনোমধ্যে গাঢ়রূপে অনুভব করিয়াছিলেন যে, সত্যসত্যই প্রেত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। সেই প্রবল মানসিক ক্রিয়ার বলে তাঁহার বিকার

ঘোরতর আকারই ধারণ করিল। ক্রমে ক্রমে তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িলেন ও অবশেষে তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। রাজ্যের সকলে এই ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল, সর্ব্বাপেক্ষা রাজা যশোবন্ত সিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। যাঁহার সাহায্যে তিনি অনেক ভয়াবহ সমরে বিজয়-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার সেই দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ নাহুর খাঁকে হারাইতে বসিয়া তিনি যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ নাহুরের আত্মদান স্মরণ করিয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার জন্য নাহুর ব্যাঘ্রপিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছে, শিরোহীর দুর্গম গিরিদুর্গ হইতে দেবররাজকে বন্দী করিয়া আনিয়াছে, দাক্ষিণাত্য হইতে আটক পর্য্যন্ত সমস্ত যুদ্ধে ছায়ার ন্যায় পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে ও বিজয়-লক্ষ্মীর করকমল হইতে আশীর্ম্মাল্য কাড়িয়া লইয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়াছে, তাহার পর তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত কথা যতই স্মরণ করিতে লাগিলেন, যশোবন্তের হৃদয় ততই সন্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি নাহুরের চিকিৎসার জন্য অনেক উপায় করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নাহুরের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহারই প্রাণের বিনিময়ে রাজার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার আত্মদান সম্পূর্ণ না হইলে রাজার প্রাণ নিরাপদ হইবে না, এই দৃঢ় বিশ্বাসের বলে তিনি আপনার অন্তিম সময় আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

যে সময়ে তাঁহার প্রকৃত অন্তিম সময় উপস্থিত হইল, সে সময়ে তাঁহার বিকার কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সেই বিশ্বাস মনে সমভাবে ক্রিয়া করিতেছিল। তাঁহার অবসান আসন্ন জানিয়া পরিবারস্থ সকলে তাঁহার নিকট সমবেত হইল ও অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক সকলেই উপস্থিত হইলেন। নাহুর খাঁর এই আত্মদানের জন্য সকলে তাঁহাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিত। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অটল প্রভুভক্তির কথা রাজস্থানে বিঘোষিত হইয়াছিল, এক্ষণে এই আত্মদানে তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাজা যশোবন্তও সংবাদ পাইবামাত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নাহুর খাঁর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই নাহুর খাঁর জন্য অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ তাঁহার পরিবারবর্গের অবস্থা বর্ণনাতীত; তাহাদের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রাজাকে দেখিয়া নাহুর খাঁ বলিলেন,—

"মহারাজ, আমি চলিলাম, মাড়বারের গৌরব যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।"

"কে আর মাড়বারের গৌরব রক্ষা করিবে?"

"রাঠোরগণ আজিও শক্তিহীন হয় নাই।"

"কিন্তু এত শক্তি কার আছে? কে আমার জন্য ব্যাঘ্রগহ্বরে প্রবেশ করিবে? দুর্দ্ধর্ষ শিরোহীরাজকে দুর্গম গিরিদুর্গ হইতে বন্দী করিয়া আনিবে? দক্ষিণ হইতে আটক পর্য্যন্ত তরবারি হস্তে

পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবে এবং অবশেষে নিজের আত্মদানে আমার প্রাণরক্ষা করিবে?”

“মহারাজ, নিশ্চিন্ত হউন, ভগবান্ রাঠোর-গৌরব রক্ষা করিবেন। আপনি সাবধানে বাদসাহের সহিত ব্যবহার করিবেন।”

“পারিব কিনা বলিতে পারি না।”

“অবশ্যই পারিবেন, মহারাজ, তবে আমাকে বিদায় দিন্, ভগবান্ আপনার গৌরব রক্ষা করিবেন।”

তাহার পর তিনি আপন পুত্রকে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে উপস্থিত হইলে নাহুর খাঁ তাহাকে বলিলেন,—

“দেখ, প্রেত আমাকে আত্মদান করিতে বলিয়াছিল, কি করিয়া আত্মদান করিব আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তজ্জন্য মনে শান্তি পাইতেছি না। আমার যে অন্তিম সময় আসিয়াছে, উহা কোন রোগের জন্য হইতে পারে। আমার প্রাণত্যাগ যে আত্মদান তাহা আমার মনে লইতেছে না, সেই জন্য আমি স্থির করিয়াছি যে, আজ হইতে আমি রাঠোররাজের প্রধানের পদ পরিত্যাগ করিলাম, অতঃপর তুমি বা তোমার কোন বংশধর এ পদের দাবী করিতে পারিবে না।”

“আপনার আদেশ শিরোধার্য্য” বলিয়া পুত্র উত্তর দিল। রাজা যশোবন্ত সিংহ কহিলেন,—

“মুকুন্দদাস, প্রাণবিসর্জ্জনেও কি তোমার আত্মদানের শোধ হইল না? শেষে মাড়বারের প্রধানের পদও দান করিলে? না, তাহা কখনই হইবে না।”

"না মহারাজ, আপনি আপত্তি করিবেন না। তাহা হইলে আমি শান্তিতে মরিতে পারিব না, আমার মৃত্যুকালে শান্তিদান করাও আপনার কর্ত্তব্য।"

"তবে তোমার যাহা অভিরুচি" বলিয়া রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নাহুর খাঁ বলিলেন,—

"মহারাজ, আমার সময় হইয়াছে, আমাকে বিদায় দিন্।" এই বলিয়া নাহুর খাঁ চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিলেন। সকলে অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, তাঁহার পরিবারবর্গ ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, রাজা যশোবন্ত অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ধন্য নাহুর খাঁ, তোমার এই অপূর্ব্ব আত্মদান চিরদিন জগতে উচ্চ আদর্শ হইয়া রহিবে। আত্মদানের জন্যই তুমি জন্মিয়াছিলে, তাই তোমার জীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আত্মদানেই পরিপূর্ণ। তোমাদের ন্যায় প্রভুভক্তের আত্মদানই রাজস্থানের গৌরব, কেবল রাজস্থান বলিয়া নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তজ্জন্যই সঞ্জীবিত ছিল, সমগ্র হিন্দুজাতি তজ্জন্যই আপনাদের অস্তিত্ব রাখিয়াছিল। মোগলপাঠানের শাণিত তরবারির আঘাত সহ্য করিয়াও কেবল তোমাদেরই জন্য হিন্দুর হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। আজ যদি আমরা তোমাদের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া ধন্য হইতে পারি, তাহা হইলে কোনকালে মানুষ হইলেও হইতে পারি, কিন্তু সে আশা আকাশকুসুম ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাস্তবিক নাহুর খাঁর এই অপূর্ব্ব আত্মদান রাজস্থানের

সর্ব্বত্র গীত হইয়া থাকে, রাজপুত রাজগণ তাঁহাকে "বিশ্বস্তের বিশ্বস্ত" বলিয়া অভিহিত করেন, রাজপুত সর্দ্দারগণ তাঁহার নামে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। যে দিন হইতে তিনি আত্মদান করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার বংশধর আশোপের কুম্পাবদগণের পরিবর্ত্তে আহোবের চম্পাবদগণ মাড়বারের শ্রেষ্ঠ সামন্তের পদ প্রাপ্ত হন।



এই গল্পের মূলভাগ Tod's History of Rajasthan Vol. II. মাড়বার (দেখ)